সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা

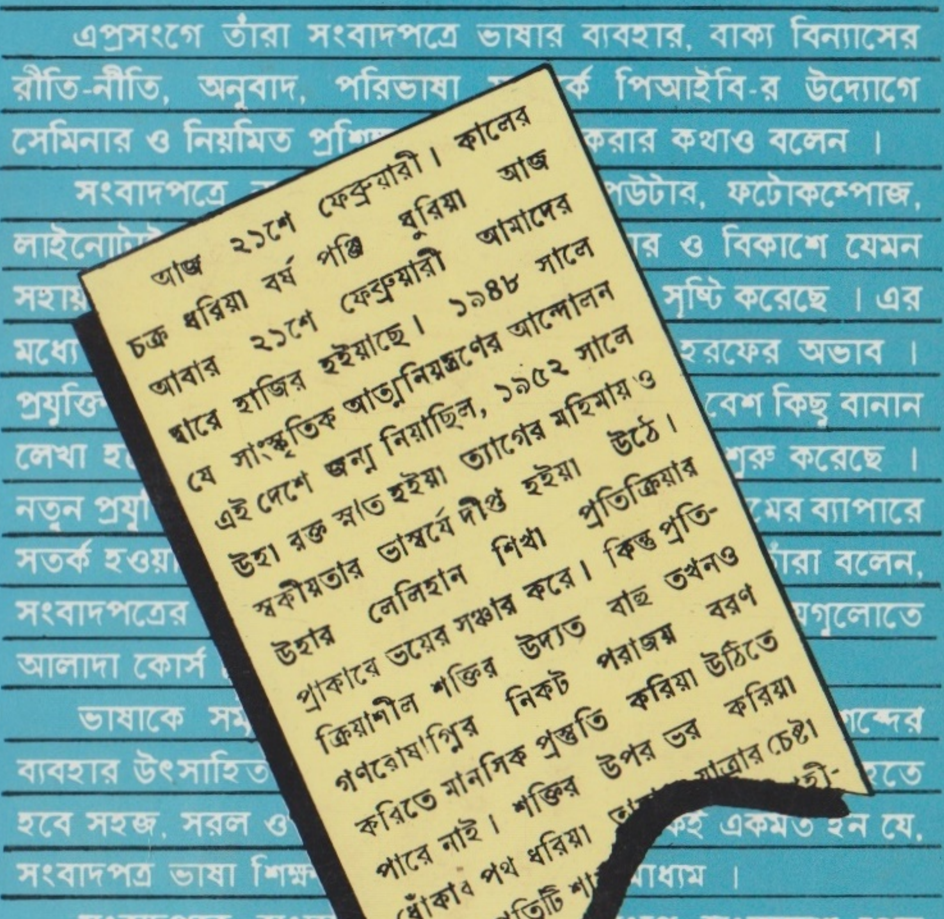

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট

সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা

পিআইবি প্রকাশনা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত

সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা

প্রথম প্রকাশ
১ আষাঢ়, ১৩৯৬
১৫ জুন, ১৯৮৯

প্রকাশক

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট

মুদ্রণ
পিআইবি প্রেস
৩, সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা – ১০০০

প্রচ্ছদ : সৈয়দ লুৎফুল হক

SANGBADPATRE BANGLA BHASHA
PIB PUBLICATION
First Published
ASHAR 1, 1396
JUNE 15, 1989

Price Tk. 75.00
মূল্য ৭৫.০০ টাকা

www.pathagar.com

প্রারম্ভ-কথন

ভাষা আমাদের আত্মপ্রকাশের প্রধান বাহন। তবে মুখের ভাষা ও লেখার ভাষায় পার্থক্য থাকে। কথা বলার সময়ে আমরা অনেক অসম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করি ঃ অংগ-প্রত্যংগ সঞ্চালন করে বাকিটা বুঝিয়ে দিই। কথা বলতে আমরা আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করি। শিষ্ট ভাষা বলার সময়ে আঞ্চলিক শব্দ বা বিদেশী ভাষার শব্দ প্রয়োগ করি। লেখার সময়ে কিন্তু বাক্য সম্পূর্ণ না করে উপায় থাকে না, আঞ্চলিক ভাষা বা শব্দ পরিহার করতে হয় এবং নিরুপায় না হলে সাধারণত বিদেশী ভাষার শব্দ প্রয়োগ করা হয় না। লেখার সময়ে বানানের দিকে খেয়াল রাখতে হয়, যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে হয় সযত্নে।

সংবাদপত্রে লেখার সময়ে ভাষা-ব্যবহারে অধিকতর সতর্কতা প্রত্যাশিত। সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য হলো সাধারণ পাঠকের কাছে খবর ও মন্তব্য পৌঁছে দেওয়া। তাই এর ভাষা শুদ্ধ ও স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ ও বাহুল্যবর্জিত হওয়া চাই। সংবাদপত্রের ভাষা তার পাঠকের ভাষাকে প্রভাবান্বিত করে। তাই সংবাদপত্রের ভাষারীতি ও বানান সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

কিন্তু আমাদের সংবাদপত্রে ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রায়ই অমনোযোগের ছাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। খবর পরিবেশনে কি সম্পাদকীয় বা উপসম্পাদকীয় রচনায় অনেক সময়েই বাক্যের অর্থ অস্পষ্ট রয়ে যায়, ভাষার সারল্য নষ্ট হয়, সেখানে দেখা যায় বানানের ভুল কিংবা শব্দপ্রয়োগের অনৌচিত্য।

এই বিষয়টি উপলব্ধি করে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট সমস্যাটি নিরসনের জন্য কিছু উদ্যোগ নেওয়া কর্তব্য বলে বিবেচনা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আনিসুজ্জামানকে ইনস্টিটিউট অনুরোধ জ্ঞাপন করে আমাদের সংবাদপত্রে বাংলাভাষার ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করতে। প্রতিদিনকার কাগজে কী ধরনের ত্রুটি, বিচ্যুতি ও বিভ্রম ঘটছে, তার একটা পরিচয় তুলে ধরার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। তাঁর সে অনুসন্ধানের ফল "সংবাদপত্রে বাংলাভাষার ব্যবহার" নামে একটি প্রবন্ধ। ১৯৮৮ সালের ১৫ – ১৬ জুনে প্রেস ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে এটি পঠিত হয় এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও ভাষাবিজ্ঞানীরা এ-বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন। সংবাদপত্রে বাংলাভাষার প্রয়োগ ত্রুটিমুক্ত করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্য ওই সেমিনার থেকে "সুপারিশ প্রণয়ন কমিটি" গঠন করে দেওয়া হয়। এতে সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদেরা যুক্ত ছিলেন। তাঁদের সুপারিশক্রমে তাঁদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে নিয়ে

www.pathagar.com

"সংবাদপত্রে বাংলাভাষা ব্যবহারের রীতিনীতি প্রকল্প কমিটি" গঠন করা হয় এবং একটি ব্যবহারিক গ্রন্থ প্রণয়নের ভার তাঁদের উপর অর্পিত হয় ।

উপর্য্যুপরি কয়েকটি বৈঠকে আলাপ-আলোচনার পর সংবাদপত্রে বাংলাভাষা ব্যবহারের এককেটি দিক নিয়ে কয়েকজন সদস্য একটি করে প্রবন্ধ লেখেন । তারপর আলোচনার ভিত্তিতে সেসব প্রবন্ধ পুনর্লিখিত হয় । এগুলি এখন 'সংবাদপত্রে বাংলাভাষা নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে । এ বই প্রকাশ করতে পেরে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আনন্দিত বোধ করছে । এ-বিষয়ে এটিই প্রথম বই । আমরা আশা করি, ভাষা সম্পর্কে সচেতনতা-সৃষ্টিতে এবং বহু প্রচলিত ত্রুটি দূর করতে এ গ্রন্থ সাহায্য করবে ।

তবে ভাষার সমস্যাটি একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে । একক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ-সমস্যার সমাধান সুনিশ্চিত করা সম্ভবপর নয় । তার জন্য প্রয়োজন সমষ্টিগত চেতনা ও সমবেত প্রয়াস । যাঁরা সাংবাদিকতা করেন এবং যাঁরা ভাষা নিয়ে চিন্তা করেন, তাঁদের ব্যক্তিগত চেষ্টা এবং সাংবাদিকতা ও ভাষাসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক উদ্যোগে এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে । তাঁরা সাড়া দিলে প্রেস ইনস্টিটিউট এই উদ্যোগকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিতে সচেষ্ট থাকবে ।

যাঁদের চিন্তাভাবনা ও রচনার ফলে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হতে পারল, আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাই । এঁদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণ এবং সেমিনারে ও তার পরে গঠিত দুটি কমিটির সদস্যবৃন্দ । এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণ করি প্রয়াত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আবু জাফর শামসুদ্দীনকে ।

সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ করে, কমিটি দুটির বৈঠকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে এবং গ্রন্থ-সম্পাদনে অংশ নিয়ে ডঃ আনিসুজ্জামান যেভাবে আমাদের সহায়তা করেছেন, তার জন্য তাঁকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই ।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু রুশ্‌দ মতিনউদ্দিন এবং বোর্ডের সদস্যগণ বুদ্ধিপরামর্শ দিয়ে ও গ্রন্থপ্রকাশের পরিকল্পনা-বাস্তবায়নে আগ্রহ দেখিয়ে যে উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ । এ প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এবং মুদ্রণে সহায়তা করার জন্য পিআইবি প্রেসের কর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি ।

আমানউল্লাহ্‌
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচীনির্দেশ

ভূমিকা	৮
বাংলা বাক্যরীতি – সন্তোষগুপ্ত	১২
অনুবাদ প্রসঙ্গ – লুৎফর রহমান	২২
শিরোনামের কৌশল ও ব্যাকরণ – খোন্দকার আলী আশরাফ	৩২
বিদেশী শব্দের ব্যবহার – মনসুর মুসা	৪৭
মুদ্রণ : প্রযুক্তিগত সমস্যা – কামাল লোহানী	৬১

পরিশিষ্ট ৭০

সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার – আনিসুজ্জামান	৭২
সেমিনারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৮৬
বাংলায় সম্পাদনা-চিহ্ন ও শিরোনামের ইউনিট – খোন্দকার আলী আশরাফ	১১০
আহবায়কের প্রতিবেদন – কামাল লোহানী	

www.pathagar.com

ভূমিকা

বাংলা ভাষার রীতিনীতি ব্যাখ্যা করে লেখা বইয়ের অভাব নেই । চলতি ব্যাকরণ-বই আছে, ভাষাতাত্ত্বিকেরা আরো নানারকম বই লিখছেন ভাষার রহস্যভেদ করে । নতুন করে আবার বাংলা ভাষার রীতিনীতিসংক্রান্ত বই কেন ?

তার উপরে, সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা-ব্যবহারের রীতিনীতি সম্পর্কে আলাদা বইয়ের প্রয়োজনীয়তা কী ? সংবাদপত্রের ভাষা কী আলাদা ? তার নিয়ম-কানুন কী স্বতন্ত্র ?

সাংবাদিকেরা বলবেন, হ্যাঁ, সংবাদপত্রের ভাষা একটু আলাদা বই কি ! সহজ করে মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হয় ঘটনা, তৎক্ষণাৎ তাঁদের দৃষ্টি-আকর্ষণ করার মতো কিছু থাকতে হয় সংবাদে । যখন শিরোনাম দিতে হয় খবরের, তখন কত কথা বিবেচনা করতে হয় – কতটুকু জায়গা দেওয়া যাবে, কী হরফ ব্যবহার করা চলবে, ঐ জায়গায় ঐ হরফে বড়জোর কতগুলো শব্দ আঁটবে এবং তারই মধ্যে কী করে মূল কথাটা বলা যাবে । ঠিক তেমনি আছে সংবাদ-অনুবাদের সমস্যা, রিপোর্ট লেখার কৌশল, সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয় লেখার বিষয়, চিঠিপত্র-সম্পাদনা, বিভিন্ন বিভাগীয় পাতা তৈরি করার ব্যাপার । ভাষা-ব্যবহারের প্রকৃতি এর সর্বত্র এক হয় না, এক হওয়া হয়তো বাঞ্ছনীয়ও নয় ।

সংবাদপত্রের জগৎটা কল্পনা করা যাক । সম্পাদক হলেন সংবাদপত্রের প্রধান । কিন্তু তিনি তো একা কাজ করেন না, তা করাও সম্ভবপর নয় । একা তিনি সব দিক দেখতে পারেন না । তিনি দেখেন প্রধানত নীতির দিকটা এবং তাঁর একটা সার্বিক নিয়ন্ত্রণ থাকে । এমন কি, সম্পাদকীয়ও তিনি সব সময়ে লেখেন না । সম্পাদকীয় বা উপ-সম্পাদকীয় লেখার দায়িত্ব আসলে বর্তায় সহকারী সম্পাদকদের ওপরে । তাঁরা হয়তো অন্য কাজও কিছু কিছু করেন – যেমন, পাঠকদের চিঠিপত্র-সম্পাদনা কিংবা বইপত্র কি অন্যকোনো বিষয়ের সমালোচনা লেখা । কিন্তু সবক্ষেত্রেই ভাষা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয় । গুরুতর বিষয়ের সম্পাদকীয়তে ভাষার যে-চাল, হাল্‌কা বিষয়ের সম্পাদকীয়তে তা চলবে না, সেখানে ভাষা হতে হবে লঘু মেজাজের অনুকূল । চিঠিপত্র-সম্পাদনা করতে গিয়েও স্থির করতে হবে, যে-পত্রিকার বাহন চলতি ভাষা, তাতে সাধুভাষায় লেখা পাঠকের চিঠি ছাপা চলবে

www.pathagar.com

কিনা । যদি না-চলে, চিঠির ভাষা বদলাতে হবে, লক্ষ্য রাখতে হবে, গুরুচন্ডালী দোষ যাতে না-ঘটে ।

সংবাদপত্রের সবচেয়ে বড় বিভাগ হলো বার্তা-বিভাগ । বার্তা-সম্পাদক তার অধিকর্তা । তাঁর সহযোগী-সহকারীর সংখ্যা কম নয় । তাঁদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেওয়ার দায়িত্ব যেমন তাঁর, সেসব কাজের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় করার দায়িত্বও তেমনি তাঁর । তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে থাকেন সহ-সম্পাদক এবং সংবাদদাতারা । এজেন্সি থেকে যেসব রিপোর্ট আসে, টেলিপ্রিন্টারে কি অন্য উপায়ে । সহ-সম্পাদকেরা তা অনুবাদ করেন । এই অনুবাদই বাংলা পত্রিকার অধিকাংশ জুড়ে থাকে । তাই এঁদের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সংবাদদাতা ও বাইরের সংবাদদাতার রচনা পুনর্লিখনও করেন । খবরের শিরোনাম-উপশিরোনাম তাঁরাও তৈরি করেন । সংবাদদাতাদের মধ্যে কেউ হয়তো বিদেশে থাকেন, অনেকে ছড়িয়ে থাকেন দেশের সর্বত্র । বিদেশে যিনি থাকেন, তাঁর পাঠানো তারবার্তা অনুবাদ করে দিতে হয়, অনেক সময়ে ডাকে পাঠানো, পত্রাকারে রচিত, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনাও অনুবাদ করেই ছাপতে হয় । মফস্বল সংবাদদাতারা খবর পাঠান তারে, ডাকে বা টেলিফোনে । সে তারবার্তা অনুবাদ করতে হয়; টেলিফোনে পাঠানো সংবাদ ঠিক ঠিক মতো লিপিবদ্ধ করতে হয় । ডাকেও আসে সংবাদ । প্রয়োজনমতো এর সবকিছু ছাঁটকাট করে নিতে হয় মফস্বল-সম্পাদককে ।

যে-শহর থেকে পত্রিকা বের হয়, সে শহরের সংবাদ সংগ্রহ করেন পত্রিকার নিজস্ব বার্তা-পরিবেশকেরা । সিটি এডিটর যদি থাকেন পত্রিকায়, তিনিই এঁদের কাজের তদারকি করেন । কে কী বিষয়ে প্রতিবেদন লিখতে কোথায় যাবেন বা কী করবেন, তা মূলত তিনিই স্থির করে দেন । নইলে হয়তো সেই দায়িত্ব খানিকটা নিতে হয় চীফ রিপোর্টারকে, নাহয় তো বার্তা-সম্পাদককেই সে কাজও করতে হয় । নিজস্ব বার্তা-পরিবেশকেরা অবশ্য সরাসরি লেখেন বাংলায়, কিন্তু তাঁদেরও হয়তো ইংরেজীতে লেখা মাল-মশলার কিছু অনুবাদ করতে হয় । তবে তাঁদের লেখা প্রতিবেদন সম্পাদনার দায়িত্ব পড়ে নগর-সম্পাদক বা বার্তা-সম্পাদকের ওপরে ।

তারপর ধরুন নানা বিভাগীয় সম্পাদক আছেন । এখন প্রায় সব সংবাদপত্রেই থাকে সাহিত্য বিভাগ, মহিলা বিভাগ, শিশুদের জন্যে একটা পাতা, সংস্কৃতিবিষয়ে পাতা । খেলাধূলার খবর ছাড়াও সে-বিষয়ে একটা বিভাগ থাকে । কোনো কোনো পত্রিকায় অর্থনীতির পাতা থাকে আলাদা, কোনো কোনো পত্রিকায় ইতিহাস-ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে থাকে একটা বিভাগ । প্রত্যেক বিভাগের জন্য থাকেন একজন সম্পাদক । তিনি অন্যের লেখা হুবহু ছাপেন, কিংবা সম্পাদনা করেন; তাঁর পত্রিকার কাউকে দিয়ে অথবা বাইরের কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে পরিকল্পনামাফিক লেখান, তারপর তা দেখে দেন । খেলাধূলা-সংক্রান্ত সম্পাদক নিজের পাতা ছাড়াও

www.pathagar.com

প্রাত্যহিক ক্রীড়া-সংবাদ দেখে দেন ঃ বিদেশের খেলাধূলার সংবাদ হলে তার অনুবাদ দেখে দিতে হয়, স্থানীয় সংবাদ হলে তার রিপোর্ট সম্পাদনা করতে হয় তাঁকে ।

পত্রিকায় তো সর্বক্ষণ একজন থাকতে পারেন না । কাজ চলে পালা করে শিফ্‌টে । প্রত্যেক শিফ্‌টে থাকেন একজন ইন-চার্জ । শিফ্‌ট-ইন-চার্জই তাঁর অবস্থানের সময়ে সহ-সম্পাদকদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেন, বুঝে নেন ।

তারপর এসব কপি যায় মুদ্রণ বিভাগে । যে-পদ্ধতিতেই কম্পোজ হোক না কেন, প্রুফ-রীডাররা মূল কপির সঙ্গে মিলিয়ে কম্পোজ সংশোধন করেন । একজন চীফ রীডার থাকেন, অন্তত রীডার-ইন-চার্জ তো থাকেনই । প্রুফ-সংশোধকদের মধ্যে কাজ বণ্টন করে দেন তিনি । তিনি বা অন্যান্য প্রুফ-সংশোধক শুধু যে কপির সঙ্গে কম্পোজ মেলান, তা নয় । মূলে যদি অসতর্কতাবশত বানান ভুল থাকে, লেখার সময়ে শব্দ বাদ পড়ে গিয়ে থাকে, ব্যাকরণের অশুদ্ধি বা বাক্যরীতির গোলযোগ থেকে থাকে কিংবা তাঁর চোখে যদি তথ্যগত কোনো অসংগতি ধরা পড়ে, তবে হয় তিনি নিজে তা সংশোধন করেন, নইলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কাউকে দিয়ে সেসব সংশোধন করিয়ে নেন ।

কম্পোজ শুদ্ধ হয়ে আসার পর বার্তা-সম্পাদক কিংবা শিফট্‌-ইন-চার্জ পত্রিকার পাতার মেক-আপ করে দেন । বিজ্ঞাপন ইতাদি যোগ হয় এ-সময়ে । তারপর সেই পাতা যায় ছাপতে ।

এতজনের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে সংবাদপত্র প্রকাশ পায় প্রত্যহ । ঠিক সময়মতো কাগজ বের করার জন্য এর প্রায় সব বিভাগেই দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে হয়, ধীরে সুস্থে চলার অবকাশ পাওয়া যায় না । ফলে, বেশ কিছু ভুলচুকের সম্ভাবনা রয়ে যায় ।

সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠকেরা জানেন, সংবাদপত্রে শুধু ভুলের ঝুঁকি যে থাকে তা নয়, ভুলচুকও রয়ে যায় বেশ । দেখা যাবে, ভুল হচ্ছে বাক্যগঠনের, ব্যাকরণের, ব্যাকরণের নিয়ম লঙ্ঘিত হচ্ছে । ভুল হচ্ছে শব্দপ্রয়োগের, বক্তব্য পরিষ্কার হচ্ছে না । ভুল হচ্ছে যতিচিহ্নের, অর্থ যাচ্ছে গুলিয়ে । যেমন ধরুন, কেউ লিখলেন, "নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকটি তদন্ত কমিটির সাথে যুক্ত একজন কর্মকর্তা এই প্রতিনিধিকে বলেছেন যে,----।" বোঝাই যায়, "নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক" শব্দগুলো স্থানচ্যুত হয়েছে । যদি লেখা হতো, "কয়েকটি তদন্ত কমিটির সঙ্গে যুক্ত, তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, একজন কর্মকর্তা", তাহলেই সংগত হতো । তেমনি, "পাবনায় ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে মিছিল" শিরোনামের খবর পড়ে বোঝা গেল, ওটা হওয়া উচিত ছিল "ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে পাবনায় মিছিল" । একে বলা যায় পদক্রমের বিভ্রাট । আমরা যখন পড়ি, "দশজন ছাত্র বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে", তখন বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে যে, আসলে শিরোনামটি হবে "দশজন ছাত্রকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত" । একটা বিভক্তির অভাবে মনে হয়, ছাত্ররাই কাউকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

নিয়েছে । আবার, দেখা যায় ভুল বিভক্তির ব্যবহার, "বিরোধী দলের দাবীর মুখে সরকারকে পদত্যাগ করার প্রশ্নই আসে না ।" এখানে সরকারের জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে সরকারকে । "ওঠে" সমাপিকা ক্রিয়াপদের জায়গায় "উঠে" অসমাপিকা প্রায়ই দেখা যায় । "চলমান আন্দোলন আরো তীব্রতর করতে হবে" – এখানে আরো আর তীব্রতর পাশাপাশি বসেছে । হয় আরো বাদ দিতে হতো, নয়তো তীব্রতরকে ছেঁটে তীব্র করতে হতো । "রাষ্ট্রপতিকে সঠিক প্রেক্ষাপটে পুরোপুরি আবিষ্কার ও মূল্যায়ন করতে হবে"– এখানে রাষ্ট্রপতিকে আবিষ্কার করব আমরা, না তিনি আবিষ্কার করবেন সঠিক প্রেক্ষাপট, তা বুঝতে হিমশিম খেতে হয় ।

অনুবাদে, কি মূল রচনায় বানান নিয়ে অনেক সময়ে খট্‌কা লাগে । কিন্তু সময়াভাব বা আলস্যবশত হয়তো অভিধান দেখা হলো না । ভুল বানান চলে গেল ।

কপি-সম্পাদনার সময়েও এ-ধরনের ভুলের অবকাশ থেকে যায় । বড় রিপোর্ট ছোট করতে গিয়ে, বাক্য কাটছাঁট করতে গিয়ে, সম্পাদনাকারীর নিশ্চয়তাবোধের অভাবে এক জিনিস আরেক হয়ে যেতে পারে ।

তারপর দেখা দিল মুদ্রণজনিত ভ্রান্তি । তাও অকারণে নয় । হাতের লেখা পড়া গেল না, ঠিক খোপে টাইপ থাকল না, ছাপার যন্ত্রের বোতাম টিপতে ভুল হলো । প্রুফ যিনি দেখেন, তিনিও অনেক সময়ে দোটানার মধ্যে পড়ে যান নানা কারণে । ছেপে যখন বেরিয়ে এলো কাগজ, দেখা গেল, ভুলই হয়েছে কোথাও কোথাও ।

এ ভুল শোধরাবার উপায় কী ? এত লোক যুক্ত যেখানে, সেখানে ভুল এড়ানোটা সহজসাধ্য নয় । তবু চেষ্টা করতে হবে বই কি ! সোজা কথায়, মৌলিক কিছু রীতিনীতির দিকে খেয়াল রাখা । সাংবাদিকতার কলাকৌশল যেমন রপ্ত করেন সাংবাদিকেরা, যেমন তা প্রয়োগ করেন সব সময়ে, তেমনি আরও কিছু রীতিনীতির দিকে নজর দিতে হবে তাঁদের । তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে ভাষা-সংক্রান্ত কিছু রীতিনীতি । দ্বিতীয়ত হচ্ছে অনুবাদের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া । তৃতীয়ত, শিরোনামের কৌশল ও ব্যাকরণ আয়ত্ত করা ।

এই বইয়ের প্রয়াস এসব বিষয়কে একটু স্পষ্ট করে তোলা । এতে আলোচিত অধিকাংশ বিষয়ই সকলের হয়তো জানা আছে । তবে এই সুযোগে জানা বিষয়টাই একবার ঝালিয়ে নেওয়া যাবে ।

www.pathagar.com

বাংলা বাক্যরীতি

সন্তোষ গুপ্ত

সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে প্রথমেই এ কথাটা স্পষ্ট করে বলা ভালো যে, সংবাদপত্রে ব্যবহৃত বাংলা ভাষার সংগে সাহিত্যের ভাষার কোন দ্বন্দ্ব নেই । কিন্তু সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের পরিবেশনের বিষয় ভিন্ন বলে পরিবেশনের ধারাও ভিন্ন । সাহিত্যের প্রধান কারবার মানুষের মনের সংগে, সেখানে সাজিয়ে গুছিয়ে ধরা চাই, মনোরঞ্জনেরও একটা ব্যাপার আছে । সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারিত প্রধান বিষয় মানুষকে বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা । ঘটনার ব্যাপারটি তাৎক্ষণিক তথা দ্রুত তুলে ধরার কাজটি অল্প সময়ে করা চাই । লক্ষ্য ও বিষয়ের মধ্যে এই পার্থক্য দাবী করে যে, সংবাদপত্রের ভাষা সহজেই বোঝা যায় এমন হতে হবে । সংবাদপত্রের পাঠকের মধ্যে তারতম্য করা চলে না । সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার জন্য ভিন্ন রুচির পাঠক থাকেন । সংবাদপত্র আপামর পাঠকের জন্য । মনে রাখা প্রয়োজন, সাধারণ মানুষ সহজেই ঘটনার মধ্যে পৌঁছতে পারে এমনভাবে ভাষাকে সাবলীল ও সহজ করে পরিবেশন করতে হবে । সংবাদপত্রের ভাষা এককথায় আটপৌরে ।

সংবাদপত্রে ব্যবহৃত ভাষার ধরন-ধারণের সংগে আমরা নিত্য পরিচিত । তবু সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিয়ে কিছু ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে । বিষয়গতভাবেও সংবাদপত্রের এক এক বিভাগে ভাষা-ব্যবহারের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় । সংবাদপত্রে নানা বিভাগ রয়েছে । শিশু-কিশোর বিভাগের জন্য ভাষার ভংগি আর গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের ভাষা বা সাহিত্য বিভাগের ভাষা এক নয়; সিনেমা সংক্রান্ত খবরে যে তারল্য দেখা যায়, খেলাধূলা এক ধরনের বিনোদন হলেও, তার ভাষার প্রবাহ এক নয় ।

এই বৈচিত্র্যের মধ্যে সংবাদপত্রের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ বিভিন্ন খবরাখবর পরিবেশনের ক্ষেত্রে তাড়াটা সেকালে অর্থাৎ এদেশে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের যুগে যত না ছিল, এখন প্রযুক্তিবিদ্যায় অকল্পনীয় উন্নতির দৌলতে তা বহুগুণে বেড়ে গেছে ।

www.pathagar.com

এই ধরনের আরও বেশকিছু অসুবিধা ও সমস্যার বিষয় মনে রেখেও বলতে হয় যে, সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেন অনেকটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে । এর সবটাই সংবাদপত্র-প্রকাশের সমস্যার সংগে জড়িত এমন কথা বলা চলে না । ভাষার রীতিনীতি সম্পর্কে উদাসীনতার সংগে অজ্ঞতা মিশেছে; অসতর্কতা ও অমনোযোগও চোখে পড়ে । অনেক সময় এসব বেশ পীড়াদায়ক, আবার কখনো বা বিভ্রান্তিকর ।

ভুলগুলির প্রকারভেদ এযাবৎ যা লক্ষ্য করা গেছে তা নিম্নরূপ ঃ বাংলা বাক্যরীতি সম্পর্কে উদাসীনতা কিংবা ইংরেজী রীতি-আশ্রয়ী উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অমনোযোগজনিত বিশৃঙ্খলা । এটি এক অর্থে বাক্যরীতির অংগ । উক্তিভেদ ও বাক্যের ক্ষেত্রে ভুলটা মারাত্মক ধরনের । পদক্রম বা পদস্থাপনের ব্যবস্থা । ক্রিয়াপদের ব্যবহারবিধি সংক্রান্ত ভুল । সরল, মিশ্র ও যৌগিক বাক্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাক্য গঠনগত ভুল কিংবা উপযুক্ত অব্যয় ব্যবহার সম্পর্কে অসচেতনতা ।

আগেই বলা হয়েছে, সংবাদপত্রের ভাষা হতে হবে সহজবোধ্য । তাই বাক্যগুলি প্রধানত সরল হওয়া চাই । দীর্ঘ বাক্য যথাসম্ভব বর্জনীয় । সংবাদপত্রের ভাষার ক্ষেত্রে মিশ্র ও জটিল বাক্য ব্যবহারে ভুলের মাত্রা অধিক লক্ষ্য করা যায় । কারণ, সংবাদপত্রে অপর কোন লেখার মতো পরিমার্জনার সময় পাওয়া যায় না । সুতরাং এধরনের বাক্য পারতপক্ষে ব্যবহার না করা হলে বাংলা বাক্যরীতির ক্ষেত্রে ভুলের দাপট কমবে । ভাষা নিরাভরণ করতে গিয়ে একেবারে সাদামাটা না হয় সেদিকেও নজর রাখতে হবে । বাংলা ব্যাকরণের রীতিনীতি মেনে চলার ক্ষেত্রে পন্ডিতী ধ্যান-ধারণা নিয়ে পা মেপে চলার প্রয়োজন নেই । ব্যাকরণের সাধারণ রীতিই মেনে চলা যথেষ্ট ।

সংস্কৃত ঐতিহ্যানুযায়ী বিবরণভংগির সংগে ইংরেজী ভাষার বাক্যরীতির সংমিশ্রণ সংবাদপত্রের ভাষাকে আড়ষ্ট করে তুলেছে । একটি সাধারণ বাক্যের উদাহরণ দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে । "এর ফলে দীর্ঘ প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে বি আর টি সি'র ৩০টি রুটে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে ।" এখানে 'দীর্ঘ এক সপ্তাহ যাবৎ' বা 'প্রায় এক সপ্তাহ যাবৎ' লিখলে ভাষার আড়ষ্টতা দূর হত । 'দীর্ঘ প্রায় এক সপ্তাহ' শ্রুতিকটুও বটে ।

অধিকতর স্পষ্টতা ও ব্যাখ্যামূলক লেখার ঝোঁক কী পরিস্থিতির সৃষ্টি করে তার আর একটি উদাহরণ ঃ "নগরবাড়ী ঘাটের বাস মালিক সমিতি ও আরিচা ঘাটের ট্রাক সমিতির মধ্যে পারাপার নিয়ে দ্বন্দ্বের জের হিসাবে ৩টি ফেরী আজ নদীতে জিম্মি ছিল । এসব ফেরীতে বহনকরা যাত্রীবাহী ৩৯টি কোচকে আরিচাঘাটের ট্রাক শ্রমিকরা তীরে নামতে দেয়নি ।" প্রথমত "ফেরী নদীতে জিম্মি

www.pathagar.com

ছিল" বলে যাত্রীদের দুর্গতি স্পষ্ট করতে গিয়ে কার জিম্মি ছিল তার খোঁজ মেলে না। "ফেরী নদীতে আটকে পড়ে" বলাই যথেষ্ট। "বহন করা যাত্রীবাহী" কথাটি কী মানে বহন করে ? ব্যাখ্যা করে লেখার এই ঝোঁক অনাবশ্যক। এখানে বিশেষণ হিসেবে "বহন করা" ব্যবহৃত হয়েছে। বিশেষণটি তদুপরি অসম্পূর্ণ। সুতরাং এই শব্দটি অর্থহীন ও অতিরিক্ত, একথা বলা চলে। মনের মধ্যে ইংরেজিতে চিন্তা করা Coaches loaded with passengers বাংলায় 'বহনকরা যাত্রীবাহী কোচ' হয়ে গিয়েছে বলে ধারণা করা যেতে পারে।

এক প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, "বোমা বিস্ফোরণে কেউ আহত হয়নি। তবে অমুকের প্যান্টের বেশ কিছুটা অংশ পুড়ে গেছে। তবে তিনি অক্ষত আছেন।" এখানে পর পর দুটি বাক্যে 'তবে' অব্যয় পদটি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রতিবেদনটি সঠিকভাবে পুনর্লিখিত হলে অব্যয় পদটি ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ত। যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে 'তিনি অক্ষত আছেন' বাক্যের আগে 'তবে' বসানোর জন্য তা শ্রুতিকটু হয়েছে। তাছাড়া অব্যয় পদটির ব্যবহার একেবারেই অপ্রয়োজনীয়।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের ভাষা খুব পরিমার্জিত হতে হবে, এমন নয়। কিন্তু তা অবশ্যই সুন্দর ও সাবলীল হওয়া চাই। এজন্য দ্রুত লিখিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত লেখাকে বলা হয় ব্যস্ততার সাহিত্য। সুতরাং সেখানে রিপোর্ট লেখকের নিজস্ব ভঙ্গি স্থান পাবে। দক্ষ রিপোর্টার ভাষার কারিগরি ব্যবহারেও সমান দক্ষ। আমাদের সংবাদপত্রে পুনর্লিখনের ব্যাপারটির ওপর জোর দেওয়া হয় না, তাই রচনাশৈলীর দুর্বলতা থাকে। ভাষায় সাধারণ ভুল চোখে লাগে।

সংবাদপত্রের ভাষা সচল, সদা প্রবহমান এবং এর লেখকগোষ্ঠি– যাঁদের সাংবাদিক বলা হয়– তাঁরা প্রতিনিয়ত একটা বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে কাজ করেন। বিস্তৃত ও বিচিত্র বিষয়ের ওপর তাঁদের ব্যাপক ও রাশি রাশি লেখা ভাষায় বৈচিত্র্য আনে, নতুন শব্দ সৃষ্টি করে এবং এমনকি রচনাভঙ্গির ক্ষেত্রে পরিবর্তন দ্রুত ঘটিয়ে থাকে। সুতরাং ব্যাকরণবিধির রীতিনীতি তাঁরা পদে পদে মেনে চলবেন, এমন কথা হলপ করে বলা যায় না। বহতা নদীর সঙ্গে তুলনা করা চলে সংবাদপত্রের ভাষার। সাহিত্যে ভাষার রূপ সংহত, গভীর সরোবরের স্থিরতা ও স্নিগ্ধতা সেখানে আছে। ব্যক্তির আপন সত্তার স্পর্শে তা স্বতন্ত্র। সংবাদপত্রের ভাষা মেছো হাটের দিনের মতো কলকোলাহলমুখর বিচিত্র। সুতরাং ভাষা যতটা ব্যাকরণকে অনুসরণ করে, তার চেয়ে বেশি করে প্রতিদিনকার ব্যবহারে গড়ে ওঠা ভাষারীতিতে। সাহিত্যের একটা রাজপথ আছে। সংবাদপত্রের ভাষার পথ যেন উদ্যানের মধ্যের পথরেখা। একটা নয়, একাধিক, বিভিন্নমুখী। পৌনঃপুনিক পদচারণার ছাপ সেখানে স্পষ্ট। কখনও তা ঝোপের পাশ দিয়ে গিয়েছে, কখনো পাশের রাস্তায় গিয়ে উঠেছে উদ্যান ছাড়িয়ে।

www.pathagar.com

ভাষার এই গণতান্ত্রিক রূপ সংবাদপত্র জগতেই সবচেয়ে বেশি অনুশীলিত । সুতরাং সেখানে ব্যাকরণগত ভুল চোখে পড়বে, তা অস্বাভাবিক নয় । কড়াকড়িভাবে ব্যাকরণের রীতিনীতি মেনে চলতে হবে, কথা তা নয় । কিন্তু ব্যাকরণের এটুকু শৃঙ্খলা মেনে চলা দরকার যেন প্রচলিত ধারণা বা উপলব্ধি বিপর্যস্ত না হয়; গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খবরটি পড়তে না হয়; পড়ামাত্রই যেন বোঝা যায় । কী বলা হয়েছে, তা নিয়ে যেন বিতর্ক না আসে অস্পষ্টতার জন্য । প্রচলিত শব্দ ও যথোপযুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার যেন ঘটে ।

বিদ্যুৎ বিভ্রাট সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনে পুনরুক্তি দোষ ছাড়াও ক্রিয়াপদ ব্যবহারে অহেতুক নতুনত্ব আনতে গিয়ে বলা হয়েছে, "অনেকটা একারণে রোজ এক-আধবার বিদ্যুৎ বিভ্রাট দেখা যাচ্ছে ।" বিদ্যুৎ চমক দেখা যায় কিন্তু বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটে । এই প্রতিবেদনে একটা বাক্য আছে, "তবে অনেকে আশঙ্কিত হয়ে পড়ছেন ।" হওয়া উচিত 'শঙ্কিত' । 'আশঙ্কিত' অনাকাঙ্ক্ষিত ।

বলা যেতে পারে, এ ধরনের ভুলভ্রান্তি ছোটখাট । নজরে না আনলেও চলে । কিন্তু এতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অমনোযোগ তথা অসতর্কতা ধরা পড়ে ।

অপর একটি প্রতিবেদনে বাক্যগঠনের ধারাকে বিপর্যস্ত করা হয়েছে, নিজস্ব রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার দুর্বলতা থেকে । উদাহরণটি এই ঃ "উল্লেখ্য, ভোলাহাট সীমান্তের কাছে ভারতীয়রা চানপাড়ায় ও ঋষিপাড়ে মহানন্দা নদীর দেড়মাইল পাড় জুড়ে বাঁধ, স্পার্ক স্পোর্কোপাইন, মেট্রাসিং (ম্যাট্রেসিং?) নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সীমান্ত আচরণবিধি চুক্তির বরখেলাপ করে ।" এখানে 'আন্তর্জাতিক সীমান্ত ---- বরখেলাপ করে' বাক্যাংশটি বাক্যের গোড়ায় বসালে ঠিক হত । চানপাড়া ও ঋষিপাড়া যেখানে 'ও' এই অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়েছে সেখানে 'চানপাড়া' শব্দের সঙ্গে সপ্তমী বিভক্তি 'য়' বসানো অপ্রয়োজনীয়, শুধু 'ঋষিপাড়' শব্দের সঙ্গে সপ্তমী 'এ' বিভক্তি প্রয়োগই বিধেয় । তাছাড়া 'উল্লেখ্য' শব্দটি অপ্রয়োজনীয় । অধিকাংশ প্রতিবেদন বা এজেন্সি নিউজের বাংলা অনুবাদে নতুন অনুচ্ছেদ শুরুর সময়ে 'উল্লেখ্য' শব্দ পরবর্তী বাক্যের ব্যাখ্যাদানকারী ভূমিকা হিসাবে জুড়ে দেওয়া হয় । এটা অপ্রয়োজনীয় । পরে যে কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে, 'তা উল্লেখ্য' বলে আভাস দেওয়া অর্থহীন । এই ব্যবহারটি তবু চলে আসছে । এক দশক আগে নতুন অনুচ্ছেদের শুরুতে লেখা হত 'খবরে প্রকাশ' । এখন এটা বর্জন করা হয়েছে । তার স্থান দখল করেছে 'উল্লেখ্য' । এটি অবশ্য ব্যাখ্যামূলক কিন্তু অনাবশ্যক । এই প্রতিবেদনের শেষাংশে আছে "এরপরও তারা বাঁধ নির্মাণ অব্যাহত রাখে ।" এখানে 'অব্যাহত' শব্দটি ব্যবহার সঠিক হয়নি । কিন্তু সংবাদপত্র জগতে 'ধর্মঘট অব্যাহত' 'অনশন অব্যাহত' ইত্যাদি লেখা চলছে । এভাবে লেখা 'অব্যাহত' থেকে অনেকে অব্যাহতি চেয়েছেন ।

www.pathagar.com

কিন্তু কাজ হয়নি ।

"প্রেসিডেন্ট বুধবার সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগকে মহাসড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করার জন্য তার কাছে ঢাকা মহানগরীর একটি ডাইভারশন রোডের নকশা পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন ।"

ঢাকা ডাইভারশন রোডের নকশা প্রণয়নের নির্দেশ শিরোনামের প্রতিবেদনটি এভাবে শুরু করা হয়েছে । প্রতিবেদনটি পড়ে পাঠক যদি ধারণা করেন যে, রাষ্ট্রপতির নিকট নকশা পেশ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে "যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ করার জন্য," তবে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না । ডাইভারশন রোডের নকশা প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছেন এ কথাটা আগে না লিখে মূল বক্তব্য প্রকাশের বিষয়টি শুদ্ধতা পায়নি । নকশাটি তাঁর কাছে অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতি বলেছেন । সমগ্র প্রতিবেদনটির লেখা অগোছালো । সংবাদপত্রে ভাষার ব্যবহারের সংগে তার অর্থপ্রকাশের দিকটিও স্পষ্টতা না পেলে সেই ভাষারীতি দুর্বল রচনা হিসেবে, তথা ভুল হিসেবেই গণ্য হবে । সব ভুলই ব্যাকরণগত নয় । একটি বক্তব্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে । সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ যথোপযুক্ত না হলে তা ভুলের পর্যায়ে পড়ে ।

এ ধরনের অসতর্কতার আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক । "বৃহস্পতিবার সারা দেশে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও উৎসবমুখরতার মধ্য দিয়ে নতুন বাংলা সনের সূচনা দিন পয়লা বৈশাখ উদযাপিত হয় । বিভিন্ন স্থানে কালবৈশাখী ঝড় ও বৃষ্টি পয়লা বৈশাখের দিন স্বস্তি বয়ে আনে ।" এ বাক্যটিতে 'উৎসবমুখরতার মধ্য দিয়ে' না লিখে লেখা উচিত ছিল 'উৎসবমুখর পরিবেশে' । দ্বিতীয়ত, কালবৈশাখী অর্থই বিশেষ এক ধরনের ঝড় । এই বিশেষ্যটিকে অহেতুক বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে । এটা অনবধানতাবশত না অজ্ঞতাবশত সে প্রশ্ন যেমন উঠবে তেমনি বৃষ্টি স্বস্তি বয়ে আনলেও 'ঝড়' স্বস্তি বয়ে আনে কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে ।

ক্রিয়াবিশেষণকে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ক্রিয়াপদ 'পরিদর্শন করেন'-এর পরিদর্শন শব্দটিকে বিশেষ্য এবং 'করেন' শব্দটিকে ক্রিয়াপদ ধরে নিম্নোক্ত বাক্যে ঃ "----উপ প্রধানমন্ত্রী শনিবার সকালে তেজগাঁও স্বাস্থ্য প্রকল্প আকস্মিক পরিদর্শন করেন ।" এখানে আকস্মিকভাবে লেখা ঠিক হতো । তবে ইতোপূর্বে বলা হয়েছে যে, ব্যাকরণের বিধি কড়াকড়িভাবে মেনে চলার প্রয়োজন নেই । সেইদিক থেকে 'আকস্মিক পরিদর্শন করেন' লেখা যেতে পারে । বাংলায় কতকগুলি ধাতুর ক্রিয়ারূপ হয় না । ওই সকল ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদের উত্তর 'করা' পদ বানিয়ে ক্রিয়া বা ধাতুরূপ নিষ্পন্ন করতে হয় । যেমন পরিদর্শন করা, ভোজন করা, গমন করা (আবার 'খাওয়া' নয়)। বাংলা ক্রিয়াপদ সংস্কৃত

www.pathagar.com

ধাতুরূপের পুরোপুরি অনুসারী নয়। সংস্কৃত ধাতুরূপের সঙ্গে বাংলা ক্রিয়াপদ বা ধাতুরূপের সম্পর্ক, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিয়ে জরিপ চালানোর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় তা নয়। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য সম্পর্কে অবহিত থাকার পর ওপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তটির শুদ্ধাশুদ্ধ নিয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। এখানে শুধু এটুকু বলা দরকার যে, সংবাদপত্রে এধরনের ব্যবহার বর্তমানে চলছে। জীবন্ত ভাষা মানেই তার প্রকৃতি গণতান্ত্রিক – এটা মেনে নিলে এসব জটিল সমস্যা হয়তো এড়িয়ে যাওয়া যায়। অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে ব্যত্যয় না হলেই হলো।

বাংলা ভাষায় বাক্যের প্রথমে কর্তৃপদ এবং সবশেষে ক্রিয়াপদ স্থাপিত হয়। সাধারণত বাংলা ভাষায় বাক্যগঠনের এই নিয়ম প্রচলিত। সংবাদপত্রে এই নিয়মই অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু দেখা গেছে ইদানীং নিজস্ব স্টাইলকে সামনে আনার ঝোঁক প্রবল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখকের একটা ব্যক্তিগত স্টাইল বা রচনাশৈলী গড়ে ওঠে। এখানে তেমন প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। কারণ এর ফলে বাক্যটি অযথা আড়ষ্ট হয়, তার সাবলীলতা ব্যাহত হয়। যেমন, "অনেক অগভীর নলকূপে পানি উঠছে লোনা", "সেচ সুবিধার মধ্যে অগভীর নলকূপে দেখা দিয়েছে সমস্যা"। "সাতক্ষীরায় প্রচন্ড খরা চাষাবাদ বিঘ্নিত" শীর্ষক প্রতিবেদনের উপরোক্ত বাক্য দুটি এভাবে লেখা হলে ভাল হতো : "অনেক অগভীর নলকূপে লোনা পানি উঠছে", "সেচ সুবিধার ক্ষেত্রে ('মধ্যে' নয়) অগভীর নলকূপে সমস্যা দেখা দিয়েছে।" এধরনের আর একটি উদাহরণ দেওয়া যায় : "আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানোর জন্য যানবাহনের অভাব ছিল প্রচন্ড।" এখানে লেখা উচিত ছিল : "আহতদের বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানোর জন্য যানবাহনের খুবই অভাব ছিল।"

সংবাদপত্রে অহেতুক ভাববাচ্য প্রয়োগের নজির রয়েছে। সহজেই তা কর্তৃবাচ্যে বলা যেত এবং তাতে ভাষার গতি হতো সাবলীল। যেমন : "তিনি বলেন, তিনি যা বক্তব্য রেখেছেন সেটা তাঁর নিজস্ব বক্তব্য এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তার সত্যতা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।" এই বাক্যের 'যা'-এর জায়গায় 'যে' ব্যবহার করা সম্ভব হত। 'এবং' শব্দের পরের অংশে ভাববাচ্য ব্যবহার করা হয়েছে যা শ্রুতিমধুর নয়। 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তার সত্যতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছে'– এভাবে কর্তৃবাচ্যে লেখা যেত।

যৌগিক বাক্যের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে উদ্দেশ্য ও বিধেয় ব্যবহারে বিভ্রান্তি। উদ্দেশ্য বা প্রকৃতি পদের পরিবর্তন যেখানে প্রয়োজন সেখানে বাংলা বিভক্তি প্রয়োগের দিকটি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা হয় না। যেমন : তিনি ঘোষণা করেন, "বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ওই প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দেওয়ার কোনও ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত কোন কিছুই নেই।" এখানে স্পষ্টই বোঝা যায় বর্তমান-এর সঙ্গে এ বিভক্তি যোগ না করার ফলে অর্থ দাঁড়িয়েছে present Education

www.pathagar.com

Ministry অথচ এটি হবে at present ইত্যাদি । এখানে মূল বাক্য দুটির একটি হলো 'শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ওই প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দেওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই' এবং অপরটি হলো 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত কোন কিছুই নেই' অর্থাৎ কোনরূপ সিদ্ধান্ত নেই । সুতরাং লেখা উচিত ছিল 'বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ওই প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দেওয়ার কোনও ইচ্ছা নেই বা তেমন কোন সিদ্ধান্তও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নেই ।' বক্তা সাংবাদিক সম্মেলনে যে কথাটা বলেছেন তার সেই কথাটা বাংলা ভাষায় শুদ্ধভাবে লিখতে হবে । মৌখিকভাবে বলার সময়ে যেভাবে কথাটা বলা হয়, লেখার সময়ে ঠিক সেরকম লেখা যায় না । মাথার মধ্যে ইংরেজী বাক্যরীতি এখানে কাজ করেছে, যদিও এক্ষেত্রে অনুবাদের সমস্যা ছিল না, কারণ, তিনি বাংলাতেই বলেছেন ।

বাক্য যেখানে দীর্ঘ হয় সেখানে উদ্দেশ্য, বিধেয় কিংবা প্রকৃতির স্থলে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদকে আগে রাখার নিয়ম রক্ষা করতে গেলে পাঠক উদ্দেশ্য সম্পর্কে খেই হারিয়ে ফেলতে পারে, তবে ছোট বা হ্রস্ব বাক্যের ক্ষেত্রে পূর্ব নিয়ম মেনে চলা উচিত ।

বাংলায় ক্রিয়াপদের রীতি সংস্কৃত এবং ইংরেজী ক্রিয়াপদের প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র । সংস্কৃতে কতকগুলি ধাতুর ক্রিয়াপদ হয় না । বাংলা ভাষায় এধরনের সংস্কৃত ধাতুর রূপান্তরিত বাংলা রূপ ব্যবহার করা সংগত । তবে ক্ষেত্রবিশেষে বিশেষভাবে সাধু ভাষায় ওইসব ধাতুর ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য 'করা' পদ বসিয়ে বাংলায় ধাতুরূপ নিষ্পন্ন করা হয় । বাংলায় সাধু ভাষায় আমরা বলি : তিনি গমন করেন । রহিম ভোজন করে । স্কুল ইন্সপেক্টর সাহেব স্কুল পরিদর্শন করিলেন । চলতি ভাষায়ও এমন প্রয়োগ রয়েছে । যেমন রাষ্ট্রপতি আকস্মিকভাবে সচিবালয় পরিদর্শন করেছেন । কিন্তু সাধারণত আমরা বলি তিনি যান, রহিম খায় । পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে 'গমন' 'ভোজন' ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের উত্তর 'করা' পদ সন্নিবেশিত করে 'গমন করা,' 'ভোজন করা' ক্রিয়াপদের ব্যবহার বাংলায় চলে আসছে । আবার 'ইন্সপেক্টর সাহেব স্কুল পরিদর্শনে এসেছেন' বাক্যে পরিদর্শন ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের সাথে 'এ' বিভক্তি যোগ করে অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি করা হয়েছে । বাংলায় সাধারণভাবে এক্ষেত্রে 'পরিদর্শন করেন' ও 'পরিদর্শনে এসেছেন' এর মধ্যে পার্থক্য করা হয় না । যদিও প্রথমটি ক্রিয়াপদ হয়েছে 'করা' শব্দটি সন্নিবেশিত করে । দ্বিতীয়টিতে 'পরিদর্শন' ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে । সংবাদপত্রে লেখার সময়ে এসব ব্যাকরণবিধি মনের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে না । অভ্যাসবশেই আমরা লিখে যাই । তাতে এধরনের ব্যবহারে রপ্ত তৈরীর ফলে ভুল হয় না । কিন্তু বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে জানা থাকলে দ্রুত কাজ নিষ্পন্ন করার ক্ষেত্রে ভুলের সম্ভাবনা কমবে ।

www.pathagar.com

এই প্রসঙ্গে সাধু ভাষা ও চলতি ভাষার প্রশ্নটি আসে । আমরা সাধারণত ক্রিয়াপদের সংকোচনকেই চলতি ভাষার একমাত্র ধর্ম বলে ধরে নিয়েছি । তাই কোন সাধু বাক্যকে চলতি ভাষায় লেখার ক্ষেত্রে ক্রিয়াপদের সংকোচন করেই আমরা ক্ষান্ত হই । যেমন ঃ তিনি বাজারে গিয়া মৎস্য ক্রয় করিলেন । চলতি ভাষায় লেখা হয় ঃ তিনি বাজারে গিয়ে মৎস্য ক্রয় করলেন । দু'টি বাক্যের মধ্যে একমাত্র 'করিলেন' এবং 'করলেন' ক্রিয়াপদের পার্থক্য দিয়ে এখানে সাধু ও চলতি ভাষা বিচার করা হয়েছে । কিন্তু এটা ঠিক নয়, যথাসম্ভব তৎসম শব্দ বর্জন করে মুখের ভাষা কিংবা তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করা উচিত । ওপরের বাক্যটি এভাবে লিখলেই তা চলতি ভাষার উত্তম নিদর্শন হতে পারে ঃ তিনি বাজারে গিয়ে মাছ কিনলেন । সংবাদপত্রে সাধারণত লেখা হয় ঃ বাজারে চালের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে । এখানে তৎসম শব্দ 'বৃদ্ধি' বর্জন করা উচিত । আরও ভাল হয় যদি 'মূল্য'-এর স্থলে 'দাম' লেখা হয় । তাহলে বাক্যটি দাঁড়াবে ঃ বাজারে চালের দাম বেড়েছে । "বাংলাদেশ ও পোলান্ডের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে" এর পরিবর্তে লেখা উচিত 'বাংলাদেশ ও পোলান্ডের মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি সই হয়েছে' ।

ক্রিয়াপদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাধারণত বাক্যের শেষে তার স্থান দেওয়াই যুক্তিসংগত । কোন অবস্থাতেই বাক্যের মধ্যে তার স্থান হবে না এমন কথা বলি না । তবে সমগ্র লেখাটির সঙ্গে তা মানিয়ে নিতে হবে । অর্থাৎ রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য লেখার অনুগামী হওয়া চাই । হঠাৎ করে লেখার মধ্যে যেন বেমানান না হয় । একটি প্রতিবেদনের নিম্নলিখিত অংশে ক্রিয়াপদ বাক্যের মধ্যে ব্যবহারের ফলে ভাষা গতি পেয়েছে, বর্ণনা জীবন্ত হয়েছে ঃ "উদ্বেগাকুল আত্মীয়স্বজন আর পরিচিতজনের এক লাশ থেকে আরেক লাশের কাছে দৌড়াদৌড়ি আর স্বজন হারানো ক্রন্দনে পরিবেশ হয়েছে ভারী । চোখের পানি ফেলছে হাজার হাজার মানুষ ।" এমনকি এখানে চলতি ভাষার মধ্যে 'ক্রন্দন' শব্দটি তৎসম হওয়া সত্ত্বেও বাক্যটিতে পরিবেশানুগ গাম্ভীর্য সৃষ্টি হয়েছে । কিন্তু আর একটি প্রতিবেদন লক্ষ্য করা যাক ঃ "ভাঙনের এই সর্বনাশা প্রক্রিয়ায় নদীতীরের এককালের সচ্ছল পরিবারটিও নেমে পড়েছে ভিক্ষাবৃত্তিতে অথবা মানবেতর আরও অন্ধকার পেশায় ।' এখানে ক্রিয়াপদ মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে । এখানে একটি পরিবারের ক্ষেত্রে একই ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে দুটি কাজ নিষ্পন্ন করার ইঙ্গিত করা হয়েছে । তাতে নদীর ভাঙনের ক্ষয়ক্ষতির ভয়াবহতা ফুটে ওঠেনি । প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে এটা দুর্বলতা ।

কখনও কখনও সঠিক শব্দ ব্যবহার করা হয় না । এটি মারাত্মক ত্রুটি । যেমন ঃ "কিন্তু অর্থ সংকটের কারণে এতে রাজী না হওয়ায় রোগী ও বাহককে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হয় । ---- রোগীকে হয়রানি ও রোগীর বাহককে

www.pathagar.com

অপমানিত ও লাঞ্ছিত করার ব্যাপারটি পাবনার জেলা-প্রশাসক ও স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের জানানো হয়েছে ।" এখানে 'রোগীর বাহক' শব্দটির মানে কি ? 'রোগীর সংগী' বলাই ঠিক ছিল । কিন্তু এই প্রতিবেদনে বার বার 'রোগীর বাহক' শব্দটি ঘুরে ফিরে এসেছে ।

বর্তমানে বাংলায় দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার প্রচলিত নেই । যেমন আনন্দোৎফুল্লচঞ্চলনয়ন, সুললিত লহরীলীলা প্রভৃতি কর্মধারায় সমাস এখন ভেংগে ব্যবহার করে লেখা হয় আনন্দোৎফুল্ল চঞ্চল নয়ন, সুললিত লহরীলীলা । সম্ভবত এমন বিচারে সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনের অংশটি আলোচনা করতে পারি : "অংগীকারসম্পন্ন আদর্শবাদী জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে বর্তমান সম্পদ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দেশে স্বনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব ।" যে মন আনন্দোৎফুল্ল-চঞ্চলনয়ন – আনন্দ দ্বারা উৎফুল্ল (তৃতীয়া তৎপুরুষ) অংগীকার সম্পন্ন যে আদর্শবাদী (কর্মধারয়), তেমনি বর্তমান সম্পদ সীমাবদ্ধতা – বর্তমান (নিত্য সমাস), সম্পদ দ্বারা সীমাবদ্ধতা (তৃতীয়া তৎপুরুষ), বর্তমান যে সম্পদ সীমাবদ্ধতা (কর্মধারয়)। তা সত্ত্বেও বাক্যটি এভাবে লেখা হলে পাঠকের পক্ষে সংগে সংগে বক্তব্যটির অর্থ হৃদয়ংগম করা সহজ হত : "দেশবাসীর অবস্থার উন্নতি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি আদর্শবাদী জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে বর্তমানে সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকলেও দেশে স্বনির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হতো ।" সেমিনারে যে ইংরেজী নিবন্ধটি পড়া হয়েছে, তার ওপর রিপোর্ট করতে যেয়েই দীর্ঘপদবিশিষ্ট সমাসবদ্ধ শব্দ ভেংগে ব্যবহার করা হয়েছে ।

লক্ষ্য করা গেছে– প্রতিবেদনের ভাষা অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অর্থাৎ কর্তৃবাচ্যে না হয়ে পরোক্ষ বা ভাববাচ্যে লেখা হয় । ফলে প্রতিবেদনের ভাষা শ্রুতিকটু হয়, বাক্যগত ও শব্দগত ভুল হয় । যেমন নিচের প্রতিবেদনটি :

"খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল ও হার্ডবোর্ড মিল থেকে মাসে কয়েকটা কেমিক্যাল এবং গাছের রস পরিশোধন ছাড়াই ভৈরব নদীর পানিতে যায় । এর সাথে সালফার, সোডিয়াম-বাই-কার্বোনেটসহ অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য পানিতে মিশে যাচ্ছে । এছাড়া খুলনার জুট মিল থেকেও ভৈরব নদীর পানিতে অনেক দূষিত কেমিক্যাল যাচ্ছে ।

বিদেশী জাহাজ ও দেশী তেলের ট্যাংকার থেকেও তেল-ময়লা মিশ্রিত পানি নদীতে ফেলা হয়ে থাকে ।"

উপরের প্রথম বাক্যটিতে 'কয়েকটা কেমিক্যাল' বাক্যাংশটি লক্ষণীয় । এই বাক্যেই বলা হয়েছে 'নদীর পানিতে যায় ।' এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার এবং ভাববাচ্যে লেখা সমগ্র বাক্যটির গঠন দুর্বল এবং প্রায় অর্থহীন । পরের বাক্যে আছে 'পানিতে

www.pathagar.com

মিশে যাচ্ছে' । অর্থাৎ, সবকিছুই যেন নিজস্ব নিয়মে চলেছে এবং আপনা থেকেই 'কেমিক্যাল' 'গাছের রস' 'নদীর পানিতে যায়' । পরবর্তী বাক্যের 'মিশে যাচ্ছে' কথাটিও একই ধরনের । শেষ বাক্যটিতে লেখা হয়েছে 'ফেলা হয়ে থাকে' যেখানে 'ফেলে' বা 'ফেলা হয়' লেখাই যথেষ্ট । এই প্রতিবেদনে অসংগতভাবে শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে । বলা যেতে পারত সংশ্লিষ্ট কলকারখানার কর্তৃপক্ষ এসব ক্ষতিকর পদার্থ নদীতে ফেলছে কিংবা কলকারখানা থেকে এসব বর্জ্য পদার্থ কীভাবে নদীর পানিতে মিশছে, তা বলতে পারতেন প্রতিবেদক ।

সরল বাক্য ব্যবহারে উৎসাহিত করা হলে কিংবা যথাসম্ভব যৌগিক ও মিশ্রবাক্য ব্যবহার পরিহার করার নির্দেশ প্রতিবেদককে দেওয়া হলে এধরনের দুর্বল বাক্য ব্যবহারও লেখা বন্ধ করা সম্ভব হত । সংবাদপত্রে সাধারণত দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার না-করার নীতি রয়েছে । এই নীতি নির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করা হলে সংবাদপত্রের ভাষার এধরনের ভুল, দুর্বলতা এবং অস্পষ্টতা এড়ানো সম্ভব । সতর্কতা ও সচেতন অনুশীলন দ্বারা তা সম্ভব । শুধু নির্দেশ মানার চেষ্টা থাকলে চলবে না । কারণ, ব্যস্ততা এবং সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেখানে রিপোর্ট তৈরী করা হয় কিংবা খবর পরিবেশন করা হয়, সেখানে নিজস্ব উদ্যোগেই এধরনের ভুলভ্রান্তি ও ত্রুটি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ।

www.pathagar.com

অনুবাদ-প্রসঙ্গ

লুৎফর রহমান

ভাব প্রকাশে, কল্পনার রূপায়নে ও চিন্তার বিকাশে মানুষ যেসব বিমূর্ত প্রতীক উদ্ভাবন করেছে তার মধ্যে ভাষা অন্যতম । যে-কোন প্রতীকের তুলনায় ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা, স্থায়িত্বগুণ, বহুল প্রচার-যোগ্যতা ও সার্বজনীনতা অপরিসীম । কতকগুলো সুনির্দিষ্ট প্রতীকচিহ্ন নিপুণভাবে পরিচালনা করে মানুষ তার চিন্তার ক্ষমতাকে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অতুলনীয় করে তুলেছে । সহজলভ্য ও বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশে সহায়ক বলে মানুষে মানুষে ভাববিনিময়ে ও যোগাযোগ স্থাপনে ভাষা এক অতি শক্তিশালী হাতিয়ার ।

পৃথিবীর সাড়ে পাঁচশ' কোটি লোক এক ভাষায় কথা বলে না । তাই বলে প্রতিটি মানুষ আলাদা আলাদা ভাষাও ব্যবহার করে না । ভাষা একটি গোষ্ঠিগত সামাজিক আচরণের মাধ্যম । সমাজ-বন্ধনে ভাষার অবদান অদ্বিতীয় । ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ুর পরিবর্তন এবং পরিবেশের প্রকৃতি ভাষাগোষ্ঠীর বিভিন্নতা চিহ্নিত করে । প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে আচার-আচরণ ও কর্মকান্ডের সংঘাতে মানুষের মনে অসংখ্য চিন্তা-ভাবনার উদ্ভব হয় ।

এসব চিন্তা-ভাবনা রূপ নেয় একেকটা বিমূর্ত ধারণার । এসব বিমূর্ত ধারণার অন্তর্নিহিত অর্থ সব দেশে একই রকম থাকে যতদিন পর্যন্ত না এর পরিবর্তে নতুন ধারণার উদ্ভব হয় । তবে বিশেষ বিশেষ সামাজিক মান, মূল্যবোধ, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এসব ধারণা ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয় এবং আলাদা আলাদা অর্থ বহন করে । এ অর্থ ভাষার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে প্রকাশ করলে তা সমাজের সকলের বোধগম্য হয়ে ওঠে । ভাষার বিভিন্নতার শুরু এখান থেকেই । এই বিভিন্নতার জন্য এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরের প্রয়োজন দেখা দেয় । পৃথিবীতে যত লিখিত ভাষা আছে তার প্রত্যেকটিরই এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় রূপান্তরের প্রয়োজন তখনই দেখা দেয় যখন কোন ভাষায় সাহিত্যকর্ম বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন ধারণা জন্ম নেয় ।

www.pathagar.com

সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায়, পূর্বলব্ধ জ্ঞান সেই যুগের ভাষা থেকে পরবর্তী যুগের ভাষায় রূপান্তরিত হলে এক যুগ থেকে আরেক যুগে তার বিস্তার ঘটে। যেমন– মিশরীয়, ব্যাবিলনীয় ও ফিনিসীয় ইত্যাদি ভাষা থেকে গ্রীক, গ্রীক থেকে হিব্রু, আরবী ও ল্যাটিনের মাধ্যমে পুরাতন জ্ঞানভান্ডার যুগে যুগে সমৃদ্ধ হয়ে বর্তমান ইউরোপীয় ভাষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের উপমহাদেশেও এককালে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল কিন্তু তার আগেই ইউরোপ উন্নত জ্ঞানের অধিকারী হয়ে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে এবং আমরা তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়েছি। বর্তমানে যা কিছু আছে তার অধিকাংশই ইউরোপ থেকে পাওয়া। ঐতিহাসিকেরা বলেন, আরবী পন্ডিতরা অনুবাদের মাধ্যমে গ্রীক ভাষায় লিখিত জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে প্রচলন না করলে ইউরোপের 'অন্ধকার যুগ' আরও কয়েক শতাব্দী দীর্ঘায়িত হত। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে স্পেনের কর্ডোবা এবং পরবর্তীকালে কনস্টান্টিনোপল, পালেরমো ও টলেডোকে কেন্দ্র করে গ্রীক দর্শন, বিজ্ঞান ও গণিতের বইগুলো আরবী থেকে ল্যাটিনে অনূদিত হয়ে ইউরোপে প্রচার হতে শুরু করে। টলেডোতে অনুবাদকদের একটি কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এক বা একাধিক ভাষা শিক্ষার তাগিদ দেখা দেয় তখনই, যখন সেই ভাষায় সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টি হয় কিংবা সেই ভাষাভাষী লোকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে থাকে। সমসাময়িক বিশ্বে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, ফরাসী, জার্মান, স্পেনীয়, রুশ বা আরবী– যে-কোন ভাষায় যা কিছু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি হয়, প্রধানত ইংরেজী ভাষার মাধ্যমেই তা আমাদের কাছে পৌঁছায়।

ইংরেজীর সাথে আমাদের সখ্য বা ইংরেজীর প্রতি বশ্যতার কারণ বিবিধ। তার মধ্যে অন্যতম হল, আমরা ইংরেজের রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্ত হলেও অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ ও ভাষার আধিপত্য থেকে মুক্ত হতে পারিনি। প্রথমত, ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে গিয়ে ইংরেজী ভাষাভাষী লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয়, চলতে-ফিরতে হয়। দ্বিতীয়ত, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের কাছে ইংরেজী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহন। নতুন নতুন জ্ঞানের উৎসের সন্ধান নিতে ইংরেজীর দিকেই তাকাতে হয়।

সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে আমরা এক ধরনের তথ্য সাম্রাজ্যবাদের সাক্ষাৎ পাই। বিশ্বের অধিকাংশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ঘটনার উৎস আমাদের উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো হলেও যাবতীয় সংবাদের বিশ্বব্যাপী বিতরণ ব্যবস্থা ইংরেজী ভাষাভাষী উন্নত দেশগুলোর হাতেই রয়েছে। কাজেই বিশ্বের কোথায় কি ঘটছে, এমনকি আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী দেশে কি ঘটছে, তা জানতে হলে ইংরেজী ভাষার ওপরই আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে।

www.pathagar.com

বর্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক কাজের জন্য ইংরেজীর ওপর নির্ভরশীল। সরকারী কাজকর্মে বাংলা চালু হয়েছে এটা অভিনন্দনযোগ্য পদক্ষেপ। কিন্তু এতে ইংরেজীর উপর নির্ভরশীলতা কমবে না। এই নির্ভরশীলতা লাঘব করতে হলে চাই সর্বাত্মক প্রয়াস। যেসব দেশে ইংরেজী মাতৃভাষা নয়, এমনকি দ্বিতীয় ভাষাও নয়, সেসব দেশে নতুন নতুন জ্ঞান আয়ত্ত করার জন্য অনুবাদের একটা প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়াস রয়েছে। চীন, জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। সমসাময়িক বিশ্বে কোথায় কি নতুন নতুন বিষয়ে গবেষণা হচ্ছে তার ফলাফল এবং সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তৎক্ষণাৎ না জানতে পারলে পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। তেমনি এরা যা করছে অন্যরা তা জেনে নিচ্ছে। পরস্পর এভাবে জানাজানি ও জ্ঞান আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে সভ্যতার অগ্রগতি হচ্ছে।

বাংলা একটি প্রগতিশীল ভাষা। বিভিন্ন ভাষা থেকে শব্দগ্রহণের ক্ষমতা এর যথেষ্ট। বিশ্বের সাহিত্যের অংগনে এর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। তা সত্ত্বেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর প্রবেশাধিকার সীমিত। দর্শন-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, মনোবিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান ও অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে বাংলায় মৌলিক রচনার সংখ্যা কম। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উচ্চতর শ্রেণীর কিছু বই বাংলায় প্রকাশ করা হচ্ছে। কিন্তু সেগুলো মানের দিক থেকে তর্কাতীত নয়। অনেক পুস্তক নিম্নমানের ইংরেজী পাঠ্য বইয়ের নিম্নমানের অনুবাদ– আক্ষরিক অনুবাদও বলা যায়। যেহেতু মৌলিক লেখা নয়, সেহেতু বিভিন্ন বিষয়ে ধারণাগুলো অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর। ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানলাভ দুরূহ হয়ে পড়ে।

এ প্রবন্ধের গোড়াতেই উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরের এক বিরাট অংশ ইংরেজী ভাষায় বিদেশী এজেন্সিগুলো থেকে আমরা পেয়ে থাকি। বলতে গেলে, অনূদিত সংবাদই কাগজের প্রধান অংশ হিসেবে দেখা দেয়। বাংলা সংবাদপত্রে সম্পাদনা কাজের মধ্যে অনুবাদের কাজই মুখ্য। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অতি দ্রুততার সংগে সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করতে হয় বলে সংবাদপত্রে কিছু অনুবাদ-বিভ্রাট ঘটে থাকে। প্রতিদিনই অনুবাদ করে করে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে বলে অপেক্ষাকৃত পুরনো কাগজগুলোতে অনুবাদ-বিভ্রাট খুব কমই চোখে পড়ে। নতুন কাগজগুলোতে এধরনের বিভ্রাট প্রায়ই ঘটে থাকে। তবে এর কোন সুনির্দিষ্ট ধাঁচ খুঁজে পাওয়া যায় না। যেকোন দিন যেকোন জায়গায় এটা ঘটতে পারে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে, টেলিপ্রিন্টারে অথবা তারে যেসব বার্তা আসে সেগুলো অতি সহজ ও সরল বাক্যে তৈরি। কারণ আধুনিক যোগাযোগ বিজ্ঞানের প্রধান সূত্র হল এই যে, বার্তাটি সহজ ও সরল ভাষায় প্রকাশ করতে হবে, তা না হলে সাধারণ পাঠক তা বুঝবে না। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে,

www.pathagar.com

স্বল্প শিক্ষিত পাঠকের কাছে বার্তাটি সহজে বোধগম্য করে তোলা । এরাই ক্রেতা, এরাই পাঠক, সর্বোপরি সংখ্যায় বেশি বলে বার্তা বিতরণ শিল্পের নিয়ন্ত্রকেরা এই নীতি কার্যকর করতে সব সময়ে সচেষ্ট ।

সহজ ইংরেজীতে প্রেরিত বার্তা অনুবাদ করার সময়ে অনেক ক্ষেত্রে জটিল বাংলায় রূপান্তরিত হয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় । সহজভাবে বাংলা লেখার কলাকৌশল আয়ত্ত করলে সম্পাদনার সময়ে অনুবাদের এই বিভ্রাট আর ঘটত না । আমরা কখনো কখনো ইংরেজীর ধাঁচে বাংলা লিখি বলে বিভ্রান্তিটা আরো বেড়ে যায় ।

আমরা দুভাবে অনুবাদে অগ্রসর হতে পারি ঃ

প্রথমে মূল লেখা পড়ে বুঝে নেওয়া এবং তা কিভাবে বাংলায় প্রকাশ করা যায় তা ঠিক করা । বই বা বৃহদাকার কোন লেখা বা প্রকল্পের অনুবাদে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে । এটা ভাবানুবাদ ।

আইনের সূত্র বা কোন দলিলপত্র যেখানে প্রতিটি শব্দই মূল্যবান সেখানে ক্ষুদ্র একেকটি প্যারা অনুবাদ করে বাংলা বাক্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বাক্যটিকে সাজিয়ে দেখা, যেন বাক্যটি পড়লে বাংলার মত শোনায় । এ হল আক্ষরিক অনুবাদ ।

কয়েকটি নিয়ম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

(ক) ইংরেজী বাক্যে সাধারণত প্রথমে কর্তা, তার পরে ক্রিয়া এবং তার পরে কর্ম বা ক্রিয়াবিশেষণ বসে । বাংলায় সেখানে প্রথমে কর্তা, পরে ক্রিয়াবিশেষণ এবং সবশেষে ক্রিয়া বসে ।

(খ) বাংলায় Passive voice-এর প্রয়োগ খুব কম । ইংরেজীর Passive voice বাংলায় সাধারণত কর্তৃবাচ্যে বা ভাববাচ্যে প্রকাশ করলে ভাল হয় । আধুনিক ইংরেজীতে Active voice-এ লেখার ওপর জোর দেওয়া হয় । বাংলাতেও তা করা শ্রেয় ।

(গ) বাংলার চেয়ে ইংরেজীতে মিশ্র বাক্যের ব্যবহার বেশি । অনুবাদের সময়ে মিশ্র বাক্যকে ভেঙে ছোট ছোট সরল বাক্যে প্রকাশ করলে অনুবাদ সাবলীল হয় ।

(ঘ) ইংরেজীর যৌগিক বাক্যকে কাটা কাটা বাক্যে অনুবাদ করলে স্বচ্ছন্দ হয় । কখনও বাক্যগুলোকে অসমাপিকা ক্রিয়া যোগে সরল বাক্যেও প্রকাশ করা যায় ।

(ঙ) আধুনিক বাংলায় ইংরেজী বাক্যরীতির অনুকরণে পরোক্ষ উক্তিমূলক বাক্য ব্যবহার করা হয় । কিন্তু ইংরেজী বাক্যে যেমন প্রত্যক্ষ উক্তি পরোক্ষ উক্তিতে পরিবর্তন করতে গেলে সর্বনাম এবং ক্রিয়ার কালের পরিবর্তন ঘটে,

www.pathagar.com

বাংলায় অনেক সময়ে তেমন কোন নিয়ম মেনে চলার দরকার হয় না । বাংলায় প্রত্যক্ষ উক্তির ব্যবহারই বাঞ্ছনীয় ।

যেমন ঃ Direct : He said, "I am well"
Indirect : He said that he was well.
বাংলায় প্রত্যক্ষ ঃ তিনি বললেন, "আমি ভাল আছি ।"
পরোক্ষ ঃ তিনি বললেন যে, তিনি ভাল আছেন ।
প্রত্যক্ষ উক্তিটি বোঝা সহজ হয় ।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু কিছু অনুবাদ নিয়ে মজার মজার কথা চালু আছে । পঞ্চাশ দশকের অনুবাদের একটি নমুনা । ঘটনাটা ঘটে কোথাও পুলিশ দাংগা-হাংগামা থামাবার পর এবং ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে সেজন্য আইন-শৃংখলাকারী কর্তৃপক্ষ সতর্ক ব্যবস্থা হিসেবে রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ টহল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন । ইংরেজী বাক্যাংশটি ছিল ঃ "Police is patrolling the streets" অনুবাদ হয়ে বের হলো ঃ "পুলিশ রাস্তায় রাস্তায় পেট্রোল ছিটাইতেছে ।"

ষাট দশকের গোড়ার দিকে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের সময়ে একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল । চীনা সৈন্যরা সীমান্ত রক্ষাব্যূহ ভেদ করে বমডিলার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল । রিপোর্টটিতে ছিল ঃ "Chinese soldiers were advancing towards Bomdila, 50 kilometers south of here, as the crow flies" অনূদিত হয়ে বের হল ঃ "চীনা সৈন্যরা বমডিলার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে হাজার হাজার কাক উড়িয়া গেল ।" তারপরের দিনই রসিকতা করে আরেকটি দৈনিক সংবাদপত্রে একটা চিঠি বের হল ঃ "কাক উড়িয়া কোথায় বসিল ?" As the crow flies বাক্যাংশটি সাধারণ অভিজ্ঞতাপ্রসূত । ইংরেজী ভাষায় বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ (idiom) হিসেবে প্রচলিত । একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় সোজাসুজি উড়ে যাওয়া নাকি বায়সের ধর্ম । বাংলায় ইংরেজীর অনুরূপ কোন প্রকাশভংগি নেই । প্রত্যেক ভাষাতেই এরকম বিশিষ্টার্থক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ চালু আছে । বাংলায়ও আছে, সেগুলো আবার ইংরেজীতে নেই । রিপোর্টটিতে এ তথ্য পরিবেশন করা হয়েছিল যে, চীনা সৈন্যরা সীমান্ত অবস্থান থেকে বমডিলার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল । বমডিলা সেখান থেকে সোজাসুজি (আমরা যাকে বলি নাক বরাবর) দক্ষিণে ৫০ কিলোমেটার দূরে । আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথে এর দৈর্ঘ্য হয়তো আরো বেশি । রিপোর্টার সঠিক দূরত্বটা বোঝাবার জন্য এই বাক্যাংশটি ব্যবহার করেছিলেন । আনাড়ি অনুবাদকের হাতে পড়ে এর যে এই দুর্গতি ঘটবে তিনি হয়তো তা ভাবতে পারেন নি ।

ষাটের দশকে আরেকটা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল । মফস্বলে কোথাও পুলিশ একটি গোয়েন্দা চক্রের খোঁজ পেয়েছিল । ইংরেজী রিপোর্টটিতে

www.pathagar.com

ছিল ঃ"Police unearthed a spy ring". অনুবাদ বের হলো ঃ "পুলিশ মাটি খুঁড়িয়া একটি গোয়েন্দা আংটি বাহির করিল ।"

এবার এখনকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত কয়েকটি খবরের নমুনা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে ।

"শাসক দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি পার্টির চেয়ারম্যান ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য পদ থেকে সেইন লুইনের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে।"

এখানে পদত্যাগপত্র নিয়ে গোল বেধেছে । পদত্যাগ কেউ করে, উপরস্থ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি তা গ্রহণ করে । অবশ্যই এটা যখন লিখিতভাবে দেওয়া হয় তখনই তা হয় পদত্যাগপত্র । সুতরাং কেউ 'পদত্যাগপত্র' করে না, করে 'পদত্যাগ' । এখানে পদত্যাগপত্র থেকে 'পত্র' টুকু বাদ গেলে খুব সম্ভব ভাল হত । 'পদত্যাগ' গ্রহণ করা হত, 'পদত্যাগপত্র' নয় ।

ওপরেরটায় একটি শব্দ যোগ হয়েছে । আর নিচের উদাহরণে একটি শব্দ বাদ পড়েছে ঃ "সোভিয়েট ইউনিয়ন মাঝারি ও স্বল্প পাল্লার পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করার জন্য নতুন মার্কিন-সোভিয়েট চুক্তির অধীনে তাহাদের প্রথম পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র বিনষ্ট করিয়াছে ।"

এখানে "জন্য" শব্দের পর "সম্পাদিত" কথাটি যুক্ত হওয়া উচিত ছিল । তা না হওয়ায় "নিষিদ্ধ করার জন্য" বাক্যাংশে পাঠকের খট্‌কা লাগে ।

ইংরেজী শব্দের বাংলা করতে গিয়ে সঠিক শব্দ প্রয়োগ না করার সমস্যা "প্রকট" হয়ে দেখা দিয়েছেঃ "বর্মী সশস্ত্র বাহিনীর কট্টরপন্থী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল অংশের মধ্যে প্রকট উত্তেজনা ফেনিয়ে ওঠার আলামত দেখা দিয়েছে ।" 'প্রকট উত্তেজনা' না হয়ে প্রবল, ভীষণ, তীব্র এসব শব্দ ব্যবহার করলে বোধহয় ভালো হতো । 'প্রকট' কট্ করে কানে ঠেকে । তারপর "উত্তেজনা ফেনিয়ে ওঠা"। উত্তেজনা 'সৃষ্টি' হয়, 'ফেনিয়ে ওঠে' না । কেউ কোন কথা কদর্থে 'ফেনিয়ে তোলে', আসলে এটা আলঙ্কারিক শব্দ, গাঁজান অর্থে । লক্ষণ অর্থে 'আলামতের' ব্যবহার চলে । তবে 'আলামত'-এর একটা বিশেষ অর্থ আছে, তা আদালতে চলে । 'ঝড়ের আলামত', 'দুর্যোগের আলামত' ব্যবহৃত হয় । তাতে বোধ হয় 'আশংকা' প্রকাশ করা হয় । কথ্য ভাষায় সবক্ষেত্রেই লক্ষণ অর্থে আলামত চলে । .

প্রতিটি ইংরেজী শব্দের বাংলা রূপ দিতে হবে, এই পদ্ধতিতে অনুবাদ করলে দাঁড়ায় ঃ "প্যালেস্টাইনীদের বহিষ্কারের ব্যাপারে ইসরাইলী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দুদিনব্যাপী হরতালের প্রথম দিনে আরব পূর্ব জেরুজালেম ও অধিকৃত ভূখণ্ডের ব্যবসায়ীরা আজ তাদের দোকানপাট বন্ধ রাখে ।" এই বাক্যে 'ব্যাপার' শব্দটা বেমানান । 'সিদ্ধান্ত' নেওয়া এবং তা কার্যকর করা এই বাক্যে দুয়ের ফল

www.pathagar.com

একই ।"ইসরাইল কর্তৃক প্যালেস্টাইনীদের বহিষ্কারের প্রতিবাদে" লিখলে মনে হয় ভাল হত । মাঝখানে 'ব্যাপার' শব্দটা বসিয়ে বাক্যটা অযথা ভারাক্রান্ত করার দরকার ছিল না ।

অজ্ঞতা ও অসাবধানতার ফলে অনূদিত বাক্য যে অদ্ভুত আকার ধারণ করে, তার একটা নমুনা হল ঃ "পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের বিমান বিধ্বস্ত হওয়ার রহস্য উদঘাটনের জন্য তদন্তকারী বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ওই বিমানটির কয়েকটি খন্ডিত অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ।" একই বাক্যে দুই দুইবার "জন্য" ব্যবহার করলে তা কি বাংলা বাক্য, না ইংরেজী বাক্যের বাংলা অনুবাদ, তা বুঝে ওঠা দুষ্কর ।

ইংরেজী বাক্যের ধাঁচ না ভেঙে অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায় ঃ "রোববার চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে যে শক্তিশালী ভূমিকম্প হয় তাতে নিহতের সংখ্যা ৯ শ'রও বেশি হবে বলে চীনা কর্মকর্তারা আজ উল্লেখ করেছেন ।" ইংরেজীতে that, which দিয়ে একই বাক্যে একাধিক বাক্যাংশ থাকার রীতি চালু আছে । তাতে ভাষা সুসংবদ্ধ ও জোরাল হয় । কিন্তু বাংলায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া এধরনের রীতির প্রচলন নেই । বরং লিখলে অর্থ উদ্ধার করতে কষ্ট হয় । অতিরিক্ত শব্দ ও কথায় বাক্যটি ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে । বাক্যটি এরকম হলে বোধ হয় ভালো হতো ঃ "রোববার চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে এক প্রচন্ড ভূমিকম্পে ৯শ'রও বেশি লোক মারা যায় ।" ইংরেজী powerful earthquake 'প্রচন্ড ভূমিকম্প' না হয়ে 'শক্তিশালী ভূমিকম্প' হল, এটা যেন মেনে নেওয়া যায় না ।

কোন বাঁধা-ধরা নিয়মকানুন মেনে নিয়ে অনুবাদ করা চলে না । সীমিত হলেও অনুবাদে সৃজনশীলতা দরকার । সংবাদপত্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যান্ত্রিক প্রয়োগের সাফল্য দেখে অনেকে সম্পাদনা ও অনুবাদ দুটোকেই যন্ত্রের নিগড়ে বাঁধার কথা ভাবছিলেন । অনেকে আশান্বিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, কম্পিউটার এসে তাঁদের সব সমস্যার সমাধান করে দেবে । কিন্তু হা হতোস্মি, তাদের সে আশার গুড়ে বালি ।

বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন কোনো intelligent machine বানানো যায় কিনা, তাহলে মানুষকে কল্পনা ও চিন্তা করার কষ্ট থেকেও মুক্তি দেওয়া যাবে । ঐ বুদ্ধিমান যন্ত্রটিই মানুষের জন্য সব করে রাখবে, মানুষকে তেমন কিছু করতে হবে না । দেখা গেল বুদ্ধিমান যন্ত্রটি অনেক কাজ করতে পারে কিন্তু দুটো কাজ পারে না । সেটা হল ঃ যন্ত্রটি হাসতেও পারে না, কাঁদতেও পারে না । ওই যন্ত্র ঠান্ডায় কঁকিয়েও ওঠে না, আবার গরমে উঃ –আঃ-ও করে না । এমন যন্ত্র বুদ্ধিমান হতে পারে কিন্তু গ্রীক পুরাণে বর্ণিত প্রেমের দেবী আফ্রোদিতির বরপ্রাপ্ত গ্যালাতিয়া হতে পারবে না (পিগমেলিয়ন মূর্তি বানিয়ে তার প্রেমে পড়েছিলেন)।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী স্যার জেমস জীনসের একটা ব্যঙ্গাত্মক গল্পের উল্লেখ করা যায় । তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The Mysterious Universe"-এর এক জায়গায় বানরের শেক্সপিয়রের সনেট রচনার সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন । অবশ্য বিজ্ঞানী হাক্সলী গল্পটির মূল উদ্ভাবক বলে লেখক জানিয়েছেন । গল্পটি হল এরকম ঃ ছয়টি বানরকে টাইপরাইটার মেশিনের সামনে বসিয়ে দিয়ে তাদেরকে এলোপাতাড়ি টাইপরাইটারের চাবি টিপতে বলা হল । লক্ষ লক্ষ বছর পর কোন এক সময়ে দেখা গেল তারা ব্রিটিশ মিউজিয়মের যাবতীয় বই টাইপ করে ফেলেছে । টাইপ করা পৃষ্ঠার সর্বশেষ পৃষ্ঠাটি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে কোন একটি বানর চমৎকার করে শেক্সপিয়রের একটি সনেট নির্ভুল টাইপ করে ফেলেছে । বুদ্ধিমান মানুষ এটাকে একটা "অবিস্মরণীয় দুর্ঘটনা" বলে বিবেচনা করবে ।

ব্যাপকতর অর্থে অনুবাদ একটা craft, যাতে পেশাগত নৈপুণ্য বা ব্যবহারিক দক্ষতা প্রকাশ পায়, সৃজনশীল সাহিত্যকর্ম নয় । তবে দক্ষ অনুবাদক যিনি, সীমিত ক্ষেত্রে হলেও, তাঁকে সৃজনশীল হতে হয় । তা নাহলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের রসাস্বাদন করা কোনো কালেই সম্ভবপর হতো না । অনুবাদককে শক্তিশালী কল্পনার অধিকারী হতে হয়, নতুবা অন্য দেশের অন্য যুগের চালচলন, হাবভাব বা আচরণ ভিন্ন যুগে বা ভিন্ন পরিবেশে বসে রূপান্তর করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হত না ।

দৈনন্দিন সাদামাটা ঘটনার অনুবাদের ক্ষেত্রেও একই কথা কিছুটা হলেও খাটে । খবরের কোন নির্দিষ্ট বিষয় নেই যে, এ বিষয়ে খবর লেখা হবে, অন্য বিষয়ে নয় । এক কথায় স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালে কোথায় কি ঘটছে, না ঘটছে সে-সম্পর্কে অনুবাদকের সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার । তবেই সার্থক অনুবাদ সম্ভবপর ।

কোন একটি বিশেষ শব্দের অর্থ অনুধাবন করতে না পারায় অনুবাদে যে বিপর্যয় ঘটেছে তার একটি উদাহরণ নিম্নে দেয়া হল ঃ

U.S. businessmen have offered to buy the new U.S. Embassy in Moscow which is currently unusable because of bugs concealed in the walls during construction, according to State Department.

অনুবাদ হয়ে ছাপা হয়েছে ঃ

"মার্কিন ব্যবসায়ী মস্কোস্থ নয়া মার্কিন দূতাবাসটি কেনার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে । দূতাবাস ভবনটি নির্মাণকালে এর দেয়ালে ছারপোকা লুকিয়ে থাকার কারণে এটি এখন বাসের অযোগ্য । মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর এ খবর দিয়েছে ।"

www.pathagar.com

সমগ্র বাক্যটিতে একটি মাত্র শব্দ রয়েছে পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী যার অর্থ অনুবাদকের জানা না থাকায় এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে । শব্দটি হল bug ।

ইংরেজী শেখার প্রাথমিক অবস্থায় Mug, Rug, Cat, Rat, Mat – জাতীয় কতকগুলো ইংরেজী শব্দ অর্থসহ পড়ান হত । সেখানে bug মানে ছারপোকা । এখানে সে অর্থ ঠিকই আছে । অনেক শব্দই ভিন্ন যুগে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন অর্থ ধারণ করে । এ বাক্যে bug-এর অর্থ আড়িপাতার যন্ত্র । সে যন্ত্রের আকার-আকৃতি ছারপোকার মত হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না, তবে ছারপোকা যেমন দেয়ালের পুরনো আস্তরের ভেতর লুকিয়ে থাকে, তেমনি দেয়ালের ভেতর মিনি ট্রান্সমিটারসহ মাইক্রোফোন এমনভাবে বসিয়ে দেয়া হয় যাতে বাইরে থেকে কেউ বুঝতে না পারে দেয়ালের ভেতর কথা শোনার যন্ত্র বসান আছে । এটা গোপনে আড়ি পেতে খবর সংগ্রহ করার পদ্ধতি । গোয়েন্দারা এ পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে ।

টেলিফোনে বা তারে বার্তা প্রেরণ করার সময় পথিমধ্যে গোপনে শোনা যায় । এ হল, টেলিফোন ট্যাপিং (Telephone tapping) বা ওয়্যার ট্যাপিং (Wire tapping)। একে বলে ইলেকট্রিকেল বাগিং (electrical bugging)। দেয়ালে মিনি ট্রান্সমিটারসহ মাইক্রোফোন ব্যবহার করাকে বলে ইলেকট্রনিক বাগিং (Electronic bugging)।

ইলেকট্রিক বাগিং-এ ফোনের তারের সাথে একটা তারের কুন্ডলী বা কয়েল লাগিয়ে সরাসরি আড়ি পেতে দু'জনের কথাবার্তা শোনা যায় । যারা কথা বলল তারা কিছু টের পেল না । আর ইলেকট্রনিক বাগিংয়ের বেলায় ট্রান্সমিটারে একটি দিক্-নির্দেশক কয়েল লাগান থাকে । তা দিয়ে কোন কক্ষে কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা বা যে কোন রকম শব্দ হলে বেশ কিছু দূরে অবস্থান করে নির্দিষ্ট দিক থেকে আসা বার্তা রেডিও গ্রাহক যন্ত্রে ধারণ করে যে কোন লোক তা শুনতে পারে । অর্থাৎ তার যন্ত্রটাও কেউ দেখল না । এবং তার অস্তিত্বও কেউ টের পেল না । অনেকটা কর্ডলেস মাইক্রোফোন (Cordless microphone)-এর মত । Bug-এর আরেকটা ব্যবহার আছে । সেটা হল কম্পুটারের Programme error । অর্থাৎ কম্পুটারের প্রোগ্রামের ভ্রান্তিকে বলে bug। সেটার শুদ্ধ করার পদ্ধতিকে বলে debug।

আলোচ্য খবরটিতে দূতাবাস ভবনটি ছারপোকা লুকিয়ে থাকার জন্য "বাসের অযোগ্য" হয়নি । বেশ কয়েকটি আড়িপাতার যন্ত্র ভবনটির বিভিন্ন কক্ষের দেয়ালে লুক্কায়িত ছিল বলে এটি কাজ চালানোর অনুপযোগী হয়ে পড়েছে ।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালে প্রতিপক্ষের কথা বার্তায় বা আচার-আচরণ থেকে মার্কিন কর্তৃপক্ষ আঁচ করতে পেরেছে যে, তাদের কূটনৈতিক গোপন কথাবার্তা অন্যরা শুনে ফেলেছে । এ ব্যাপারটা এমন এক পর্যায়ে চলে গেল যে, একদা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রেগ্যানকে বলতে হল– এ ভবনটিকে গুঁড়িয়ে দিয়ে এর স্থলে আরেকটি নতুন ভবন তৈরী করতে হবে ।

আলোচ্য খবরটিতে আরেকটি মজার ব্যাপার এই যে, এর শেষাংশে যেখানে eavesdropping device শব্দ দু'টি ছিল তার অনুবাদ ঠিকই হয়েছিল "আড়িপাতার যন্ত্র" । শুরুর বাক্যটাতে bug না থাকলে এত গন্ডগোলের সৃষ্টি হত না । সাংবাদিকরা যেমন নূতন নূতন খবর সংগ্রহ করে, তেমনি নূতন নূতন চটক্‌দার ও সুন্দর সুন্দর শব্দও তৈরী করে । এটা সৃজনশীল কাজের পরিচায়ক ।

www.pathagar.com

শিরোনামের কৌশল ও ব্যাকরণ

খোন্দকার আলী আশরাফ

ভাষা ভাব প্রকাশ করে । ভাবের সঠিক প্রকাশের জন্য রয়েছে ভাষার সুনির্দিষ্ট রীতিনীতি – সেসব লেখা আছে ব্যাকরণ বইয়ে । ভাব ঠিকমতো প্রকাশ করতে চাইলে ভাষার এই নিয়ম কানুনগুলোও ঠিকঠাক মেনে চলতে হবে । লঙ্ঘন করলে সৃষ্টি হবে নানারকম জটিলতা । ভাবটি তখন অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য, অর্থহীন ও বিভ্রান্তিকর হতে পারে ।

সংবাদপত্র যে ভাষায় প্রকাশিত হয় তাতে সে ভাষার রীতিনীতিগুলো মেনে চলতে হয় । সাধারণভাবে সংবাদ–বিবরণী ও সংবাদ–শিরোনাম রচনা উভয় ক্ষেত্রেই ভাষার বিধিবিধান সমানভাবে প্রযোজ্য । তবে রীতিনীতি এক হলেও তাদের ভাষা কিছুটা আলাদা অর্থাৎ প্রকাশভঙ্গিটা পৃথক । সংবাদ লেখা হয় সহজ করে – ঘটনাটা তুলে ধরা হয় সরাসরি – যাতে তা চোখে পড়ে তৎক্ষণাৎ । সংবাদের ভাষাটাকে তাই আনুষ্ঠানিক ও কাজের কথার ভাষা বলা যেতে পারে । এই ভাষা অলংকারবর্জিত ও মেদহীন । কাব্য করার, হেঁয়ালিপনার বা প্যাঁচ কষার কোন সুযোগ নেই এতে । সংবাদপত্রের ভাষা–বিনোদনের বা বিশ্রামালাপের ভাষা নয় ।

নিয়ম ভাঙ্গার নিয়ম

গোড়াতেই একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার । তা হলো : কতকগুলো ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শিরোনাম–রচনার ক্ষেত্রে, ভাষার রীতিনীতি সব সময়ে মেনে চলা সম্ভব হয় না । তখন ভাষার আইন-কানুনের প্রতি আনুগত্যের কিছুটা অভাব ঘটে । এসব ক্ষেত্রে বড় হয়ে ওঠে শিরোনামের নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব ব্যাকরণ, রীতিনীতি ও কৌশল ।

ভাষার ব্যাকরণের সঙ্গে শিরোনামের ব্যাকরণের বিরোধ আছে, একথা কিন্তু মনে করার কোন কারণ নেই । সাধারণভাবে শিরোনামের ব্যাকরণ ভাষার শৃঙ্খলা রক্ষা করেই চলে, কিন্তু কখনো কখনো অবস্থাগতিকে পাশ কাটিয়ে যায় । বলা

www.pathagar.com

যেতে পারে, পাশ কাটিয়ে যেতে বাধ্য হয় । এই ব্যতিক্রমটা কেন করতে হয়, তা বোঝানো যেতে পারে নিচের উদাহরণটির সাহায্যে :

পরিস্থিতি মোকাবেলায় পর্যাপ্ত খাদ্য মওজুদ

শিরোনাম হিসেবে এটা চমৎকার । এর অর্থ বুঝতে পাঠকদের অসুবিধা হবার কথা নয় । কিন্তু এতে কি ভাষারীতির প্রতি নিষ্ঠার পরিচয় আছে ? বোধহয় না । ব্যাকরণবিধি মেনে চলতে হলে শিরোনামটি এভাবে লিখতে হত :

খাদ্য পরিস্থিতি মোকাবেলা করার মতো
(অথবা মোকাবেলার মতো)
পর্যাপ্ত খাদ্য মওজুদ আছে (অথবা রয়েছে) ।

এতে ভাষার রীতিনীতির প্রতি আনুগত্য দেখানো যেত । বাক্যটি হতো ব্যাকরণ-বিধিসম্মত । কিন্তু (১) একই বাক্যে একই শব্দের একাধিকবার ব্যবহার, অন্তত শিরোনামে, কাঙ্ক্ষিত নয় । (২) শিরোনামটি বাহুল্য শব্দভারে পীড়িত ও দুর্বল হয়ে পড়ত । তাছাড়া আছে স্থানের সমস্যা । সংবাদপত্রে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । আসলে শিরোনামের পৃথক ভাষা, রচনারীতি, কৌশল ও ব্যাকরণ গড়ে উঠেছে স্থান সংকুলানের সমস্যা মোকাবেলার তাগিদেই ।

নিচের শিরোনামটি লক্ষ্য করলে কথাটা আরো স্পষ্ট হবে -

অন্যথায় আশ্রয় কেন্দ্রটি বন্ধ হইয়া যাইবে –

চমৎকার শিরোনাম । কিন্তু ভাষারীতির শৃংখলা মেনে চললে শিরোনামটি এভাবে লেখা যেত না । বাক্য হিসেবে এটা অসম্পূর্ণ ও আপেক্ষিক । ভাষারীতি শিরোধার্য করতে হলে শিরোনামটির আদিতে একটি শর্তসংবলিত বাক্যাংশ থাকবার কথা । কিন্তু তা নেই । তা সত্ত্বেও যা বলতে চাওয়া হয়েছে তা ঠিকই বলা হয়েছে । অর্থাৎ শিরোনামটি অর্থবহ হয়েছে । শিরোনামের ক্ষেত্রে সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এ কারণে শিরোনামের ভাষা সবসময়ে ব্যাকরণের রীতি মেনে চলতে পারে না, অনেক সময়ে আশ্রয় নিতে হয় তার নিজস্ব রীতি ও ব্যাকরণের ।

আর একটি উদাহরণ দেয়া যাক :

রোপা আমনের চারার সন্ধানে –

ভাষারীতির বিচারে এটা অসম্পূর্ণ । কিন্তু শিরোনাম হিসেবে সম্পূর্ণ । এটাও লেখা হয়েছে শিরোনামের ব্যাকরণ–অনুযায়ী । আবার

রেংগুনে আরো সৈন্য

ভাষার ব্যাকরণের প্রতি বিশ্বস্ত হতে চাইলে লিখতে হত

রেংগুনে আরো সৈন্য মোতায়েন
(বা মোতায়েন করা হয়েছে)

www.pathagar.com

এখানে 'মোতায়েন করা হয়েছে' বাদ দিয়েও আমরা একটি আকর্ষণীয় ও সুন্দর শিরোনাম পাচ্ছি ।

পুরানো সেই রীতিনীতি

বর্মায় নিহতের সংখ্যা ১০ হাজার

অথবা

বর্মায় ১০ হাজার নিহত

এই শিরোনাম দু'টি পরীক্ষা করা যাক । এই উদাহরণ দুটি বাংলা ভাষায় শিরোনাম রচনার ক্রমবিকাশের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । অতীতে এই শিরোনাম দুটি লেখা হত এভাবে ঃ

বর্মায় নিহত ব্যক্তির (বা ব্যক্তিদের)সংখ্যা ১০ হাজার

এবং বর্মায় দশ হাজার লোক (বা জন বা মানুষ) নিহত

এখন এই 'লোক' বা 'জন' বা 'ব্যক্তি' বা 'মানুষ' শব্দগুলো ছেঁটে ফেলা হয়েছে । ভাষারীতি মানতে হলে ঐ শব্দগুলোর যে কোন একটির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠত । কিন্তু তা না করেও অর্থবহ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিরোনাম লেখা সম্ভবপর হয়েছে । ১০ হাজার বলতে যে ১০ হাজার মানুষ বোঝানো হয়েছে তা বুঝতে পাঠকদের কোন অসুবিধা হয় না । অবশ্য অন্য কোন প্রাণী বোঝাতে হলে শিরোনামের এই কৌশল ব্যবহার করা যেত না ।

এই ধরনের শিরোনাম লেখা হয় ইংরেজী শিরোনাম রচনার কৌশল অনুসরণে । তাতে One killed in road mishap যখন বলা হয় তখন একজন মানুষকেই বোঝানো হয়; অন্য কোনো প্রাণীকে নয় । এখানে আরো লক্ষণীয় যে, শিরোনামটিতে কেবল 'মানুষ'ই অনুপস্থিত নয়, 'to be' ক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট রূপটাও উহ্য রয়েছে ।

শিরোনাম লেখার এই কৌশলে ভাষাকে কেবল খানিকটা পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে । ভাষাকে অবজ্ঞা করা হয়নি, ভাষার সংগে বিরোধসৃষ্টির চেষ্টা করা হয় নি । তবে এতে কাজ হয়েছে চমৎকার । শিরোনামের ভাষা ও রচনাকৌশল গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে । সম্ভব হচ্ছে সুন্দর, সাবলীল ও আকর্ষণীয় শিরোনাম রচনা ।

'নিহতের সংখ্যা' শব্দ দু'টি ব্যবহারের মধ্যেও ভাষারীতিকে কিছুটা অগ্রাহ্য করা হয়েছে । কারণ, এতে বিশেষণকে বিশেষ্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে । ভাষার ব্যাকরণ এটাকে সমর্থন না করলেও শিরোনামের ব্যাকরণ এতে সায় দেয় । তেমনি যদি 'আক্রান্তের সংখ্যা' (কিংবা আক্রান্তদের সংখ্যা) ৫০ বলা হয় তাহলে সেটাও শিরোনামের ব্যাকরণ-অনুগ হবে ।

www.pathagar.com

আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাক ঃ

বন্যা সমাধানে সরকারী প্রয়াস অব্যাহত

এই শিরোনামটি খুবই খাপছাড়া ও অসম্পূর্ণ বলে মনে হয় । ভাষার রীতিনীতি মানতে হলে অবশ্যই এতে 'বন্যা সমস্যার সমাধানে' লিখতে হত । কিন্তু শিরোনামের ব্যাকরণ–অনুযায়ী এটা অশুদ্ধ নয়, যদিও প্রাচীনপন্থী ভাষাবিদরা এমনকি সাংবাদিকরাও এটাকে ভাষা-হনন বলে রায় দিতে পারেন । একই কথা প্রযোজ্য 'পোল্যান্ডে কম্যুনিজম বাতিল দাবী' । এই শিরোনামেও ভাষার রীতিনীতি কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েছে । তবে কেউ কেউ বলবেন, শিরোনামের দাবী এতে ঠিকই পূরণ হয়েছে । এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামত হল, বক্তব্য সঠিকভাবে প্রকাশ করাটাই শিরোনামের ব্যাপারে শেষ কথা ।

ইংরেজী ভাষায় poetic licence বলে একটা কথা আছে । বড় বড় কবি সাহিত্যিকরা ভাষার রীতিনীতি লংঘন করলে ঐ অজুহাতে তাঁদের বেকসুর খালাস করা হয় । রবীন্দ্রনাথ 'ব্যাকুলিত হিয়া' লেখেন ঐ লাইসেন্সের বলে বলীয়ান হয়েই । সংবাদপত্রও জন্মলগ্ন থেকে ঐ ছাড় পেয়ে আসছে । আর এই সামান্য সুবিধাটুকুর ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে সংবাদপত্রের শিরোনামের ভাষা, ব্যাকরণ ও রচনারীতি । এই লাইসেন্সের সুবাদে শিরোনাম থেকে অনেক শব্দ বাদ দেওয়ার অধিকার বর্তেছে সাংবাদিকদের ওপর, ক্রিয়াপদ ছাড়াও আরো অনেক শব্দের ।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক ঃ

এইচ এস সি'র ফল বেরোতে দেরী হবে

এখানে লেখা উচিত ছিল এইচ এস সি পরীক্ষার ফল । কিন্তু পরীক্ষা শব্দটি বাদ দেওয়া হয়েছে, অথচ তাতে কোন ক্ষতি হয়নি । তবে অনেক ক্ষেত্রে এই তথাকথিত লাইসেন্স যথেচ্ছাচারে পর্যবসিত হতে পারে । যেমন একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত নিচের শিরোনামটি ঃ

উত্তরাঞ্চলের সংগে সড়ক যোগাযোগ

এ থেকে কোনো অর্থ বোঝা গেল কি ? কোনো ভাব কি পুরোপুরি প্রকাশ পেল ? শিরোনামটি পড়লে প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগবে উত্তরাঞ্চলের সংগে কোন অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ ? বিচক্ষণ পাঠক না হয় বুঝেই নেবেন যে, এতে ঢাকার সংগে যোগাযোগের কথা বলা হয়েছে । কিন্তু আরো প্রশ্ন দেখা দেবে তাঁর মনেঃ **যোগাযোগ বন্ধ হল না শুরু হল** । এই ধরনের শিরোনাম রচনা দক্ষ ও পেশাদার সাংবাদিকতার লক্ষণ নয় ।

আর একটি শিরোনাম পরীক্ষা করা যাক ঃ

অমাবস্যা ও পূর্ণিমার প্রভাব

এই শিরোনামটিরও কোনো মানে হয়না । অথচ এই ধরনের অর্থহীন ও অনাকর্ষণীয় শিরোনাম আমাদের পত্রিকাগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই বেরোচ্ছে । এই

www.pathagar.com

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শিরোনামের ভাষা, রচনাকৌশল ও ব্যাকরণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন। তবে তার আগে সংবাদপত্রে কেন শিরোনাম ব্যবহার করা হয় তাও জানা দরকার।

শিরোনাম কেন লাগে

সংবাদপত্রে শিরোনাম দেওয়ার লক্ষ্য প্রধানত চারটি। (১) পাঠককে সংক্ষেপে ও তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদের মূল কথাটি জানিয়ে দেওয়া, (২) পাঠকের কৌতূহল জাগিয়ে তোলা, (৩) সংবাদের মূল্যায়ন করা এবং (৪) পৃষ্ঠাসজ্জায় বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করা।

অধিকাংশ পাঠকের পক্ষে সবসময়ে পুরো সংবাদপত্র কিংবা একটি সংবাদের সবটুকু পড়া সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে পাঠক যাতে শিরোনাম পড়েই খবরটি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পেতে পারেন শিরোনাম রচনার সেটা অন্যতম উদ্দেশ্য।

শিরোনাম সংবাদের বিজ্ঞাপনস্বরূপ। পণ্যের বিজ্ঞাপন যেমন গ্রাহকের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করে তেমনি একটি শিরোনামও সংশ্লিষ্ট খবরটি পড়ার ব্যাপারে পাঠককে কৌতূহলী করে তোলে।

পাঠক সাধারণত পত্রিকার পাতায় চোখ বুলিয়ে যায়; প্রতিটি শিরোনামের ওপর তার দৃষ্টি পড়ে মুহূর্তের জন্যে। আর সেই মুহূর্তের দৃষ্টিপাত থেকেই সে সংশ্লিষ্ট সংবাদটি পড়বে কি পড়বে না তা স্থির করে।

শিরোনামের সাহায্যে সংবাদের মূল্যায়নও করা হয়। কোন সংবাদ কতটা গুরুত্বপূর্ণ শিরোনামের দৈর্ঘ্য ও তার হরফের আকার দিয়ে তা বোঝানো হয়।

শিরোনামের বিস্তার এবং হরফের আকার সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাকে পরিচ্ছন্ন, বৈচিত্র্যময় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। তাছাড়া তা পাঠকের মনে স্বস্তি এনে দেয়। সারা পৃষ্ঠা যদি বডি টাইপে ঠাসা থাকে, কোথাও কোন ফাঁক না থাকে তাহলে পাঠকের দম বন্ধ হয়ে যায় এবং সে পাঠের আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

শিরোনামের নিয়ম কানুন

শিরোনাম হচ্ছে সংবাদের সারসংক্ষেপ – সংবাদের সংক্ষিপ্ত রূপ। এতে সবচেয়ে কম শব্দে সংবাদের মূল ভাবটি প্রকাশ পেয়ে থাকে। বাহুল্য শব্দ বর্জন করে পাঠকদের সংবাদের প্রতি আকৃষ্ট করাই হচ্ছে শিরোনামের কাজ।

শিরোনাম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আগে অবশ্য আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ফলে যেগুলো শিরোনাম নয় আমরা ভুল করে সেগুলোকেও শিরোনাম পদবাচ্যে চিহ্নিত করি। সংবাদপত্রে কেবল সংবাদই ছাপা হয় না,

www.pathagar.com

তাতে সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয়, নিবন্ধ আর ফিচার নিবন্ধ তো থাকেই, তাছাড়াও থাকে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ, চিঠিপত্র, মতামত ইত্যাদি । সবগুলোরই মাথার ওপর পরিচয়সূচক কিছু শব্দ থাকে । বাংলা ভাষায় সবগুলোকেই আমরা শিরোনাম বলে অভিহিত করি । আসলে এই সব পরিচয়বাচক শব্দগুলোর সবই শিরোনাম নয় ।

ইংরাজী ভাষায় এসব পরিচয়চিহ্নের পৃথক পৃথক নাম আছে – হেডলাইন, লেবেল টাইটেল ও হেডিং । বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীবিভাগ নেই । এর ফলে শিরোনাম সম্পর্কে আলোচনায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে । এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য আমরা শিরোনাম শব্দটি শুধুমাত্র ইংরেজী হেডলাইন শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে বরাদ্দ করব এবং তার ভিত্তিতেই তার ভাষা, রচনাপদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করব । পাশাপাশি টাইটেল, লেবেল ও হেডিং-এর সারকথা নিরূপণ করলে এবং সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলে শিরোনাম সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হবে ।

শিরোনামের ভাষা, সংজ্ঞা ও রচনাকৌশল নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, শিরোনাম (headline অর্থে) প্রধানত সংবাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ।

রচনারীতি

শিরোনাম (১) অবশ্যই সংবাদ-অনুগ হবে এবং তাতে সংবাদের মূল কথাটি প্রকাশিত হবে, (২) অর্থবহ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে । এ কারণে তা একটি বাক্যের রূপ গ্রহণ করবে অর্থাৎ তাতে একটি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হবে তবে বাংলা ভাষারীতির বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিয়াপদ উহ্য বা অনুচ্চারিত থাকতে পারে, অন্য অনেক শব্দও বাদ পড়তে পারে । এ সম্পর্কে আগেই উদাহরণ দেওয়া হয়েছে । যেমন, 'এইচ এস সি'র ফল প্রকাশ ।' এখন আরো কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক :

বন্যায় ৩৪৫৬ কোটি টাকার ফসল নষ্ট
রোমে বিমান বিধ্বস্ত
জাতীয় সংসদে পাঁচটি বিল পাশ

সবগুলো শিরোনামেই 'হয়েছে' ক্রিয়াপদটি ব্যবহারের অবকাশ ছিল, কিন্তু অপরিহার্য ছিল না । শিরোনাম রচনার এই প্রক্রিয়ায় ভাষার রীতিনীতি লঙ্ঘন করা হয় নি । বস্তুত বাংলা ভাষার ভাববাচ্যে লেখা অধিকাংশ শিরোনামেই 'হয়েছে' ক্রিয়াপদটি ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না । এসব ক্ষেত্রে বিশেষ্য বা বিশেষণ উহ্য ক্রিয়াপদটির দায়িত্ব পালন করে থাকে । যেমন উপরের শিরোনামগুলোতে 'নষ্ট' ও 'বিধ্বস্ত' ইত্যাদি বিশেষণ ক্রিয়াপদের কাজ করছে । আবার 'ত্রিপোলীতে মার্কিন বিমান হামলা' শিরোনামে 'হামলা' বিশেষ্যটি

www.pathagar.com

অনুপস্থিত ক্রিয়াপদের স্থান দখল করেছে । কোন কোন সংবাদপত্র অবশ্য বৈচিত্র্যের জন্য কিংবা হাউজ স্টাইলের কারণে কিংবা গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করার পক্ষপাতী ।

ভবিষ্যৎকাল বোঝাতে হলে কোথাও কোথাও কালবাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে ওঠে । কোথাও কোথাও মোটেও প্রয়োজন হয় না । যেমন ঃ

শনিবার থেকে সংসদ অধিবেশন

এখানে কালবাচক ক্রিয়াটি উহ্য রয়েছে । কিন্তু

বন্যা সমস্যা সার্ক শীর্ষ বৈঠকে তোলা হবে

যুক্তরাষ্ট্র পি এল ও'র সাথে সরাসরি কথা বলবে

এই শিরোনাম দুটিতে কালবাচক ক্রিয়া বর্জন সম্ভব নয় ।

আবার কোন কোন শিরোনাম দুভাবেই লেখা যেতে পারে । যেমন ঃ

৩০শে জানুয়ারী চীনা বিশেষজ্ঞদল ঢাকা আসবেন

৩০শে জানুয়ারী চীনা বিশেষজ্ঞদলের ঢাকা আগমন

অতীতকালের ক্ষেত্রেও সব সময় কালবাচক ক্রিয়াপদ বর্জন করা সম্ভব হয় না । যেমন ঃ

রহিমার আটজন গৃহ শিক্ষক ছিল

আগেই বলা হয়েছে যে, ভাববাচ্যে লেখা অধিকাংশ শিরোনামে ক্রিয়াপদের বালাই থাকে না । যেমন ঃ

আবাহনীর ৪ – ০ গোলে জয়লাভ

আরিচায় বাসযাত্রীদের চরম দুর্ভোগ

কিন্তু এই শিরোনামগুলো কর্তৃবাচ্যে লেখা হলে এভাবে লিখতে হতো ঃ

আবাহনী ৪ – ০ গোলে জিতেছে

আরিচায় বাসযাত্রীরা চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছে

এখানে ক্রিয়াপদের ব্যবহার হতো অপরিহার্য ।

(৩) শিরোনামের শব্দ ভাঙা চলবে না । একটি শব্দের একটি অংশ শিরোনামের এক পংক্তিতে ও অন্য অংশ অন্য পংক্তিতে বসানো যাবে না ।

(৪) কোনো শব্দ একাধিকবার ব্যবহার বাঞ্ছনীয় নয় ।

(৫) সংবাদের তাৎক্ষণিকতা বোঝানোর জন্য শিরোনাম বর্তমানকালে অর্থাৎ ঐতিহাসিক বর্তমানে লিখতে হবে । ভবিষ্যৎকালেও লেখা যাবে । অতীতকালবাচক শিরোনাম রচনা বাঞ্ছনীয় নয় বলা হলেও এই বিধানটি সবসময় মেনে চলা যায় না । যেমন ঃ

৮৮-র বন্যায় সহস্রাধিক লোকের মৃত্যু হয়েছিল

(৬) ইতিবাচক শিরোনাম লেখা বাঞ্ছনীয় ।

(৭) প্রশ্নবোধক শিরোনাম বাঞ্ছনীয় নয় ।

www.pathagar.com

উপরোক্ত রচনা কৌশলগুলো অনুসরণ করলে শিরোনাম হবে বিশ্বস্ত, সংবাদ-অনুগ, অর্থবহ, স্বয়ংসম্পূর্ণ, আকর্ষণীয় ও ত্রুটিমুক্ত ।

টাইটেল : সংবাদ নয় এমন অনেক কিছুই সংবাদপত্রে ছাপা হয় । এগুলোর মাথায়ও পরিচয়চিহ্ন থাকে । সাধারণভাবে বাংলা ভাষায় আমরা এগুলোকে শিরোনাম আখ্যা দিলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলো শিরোনাম অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে হেডলাইন বলে তা নয় । এই তথাকথিত শিরোনামের কোনো কোনোটি হচ্ছে টাইটেল (title)।

শিরোনামের সংগে টাইটেলের মূল পার্থক্য এই যে, তাতে শিরোনামের মতো কোনো ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না, অর্থাৎ এটা বাক্যও নয়, স্বয়ংসম্পূর্ণও নয় । শিরোনাম পাঠ করে পাঠক সংশ্লিষ্ট সংবাদটি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পেতে পারেন; কিন্তু টাইটেল তেমন কোনো ধারণা নাও দিতে পারে ।

একটি সংবাদের শিরোনাম যদি হয় 'নির্বাচনে বুশের জয়লাভ' তাহলে সংবাদে কি থাকবে, পাঠক তা মোটামুটি আঁচ করতে পারেন । খুঁটিনাটি খবরের প্রতি আগ্রহ না থাকলে তিনি কেবল শিরোনামটি পড়েই ক্ষান্ত হতে পারেন । কিন্তু 'বুশের জয়লাভ' সম্পর্কে লিখিত সম্পাদকীয় কিংবা উপসম্পাদকীয় প্রবন্ধে কি বলা হয়েছে তা জানতে হলে পাঠককে পুরো প্রবন্ধটা পড়তে হবে ।

টাইটেল শিরোনামের মতো স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় আর তা ব্যবহার করা হয় প্রবন্ধ, কবিতা, বই ইত্যাদির পরিচয়চিহ্ন হিসেবে । সংবাদপত্র বা সাময়িকীতে কলামের পরিচয়চিহ্নগুলোও টাইটেল হিসেবেই চিহ্নিত ।

এখানে অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনেক ক্ষেত্রে প্রবন্ধে, এমন কি চিঠিপত্রেও শিরোনাম বা হেডলাইন ব্যবহার করা হয়ে থাকে কেবল বাংলা ভাষার নয়, সবভাষার সংবাদপত্রেই ।

লেবেল : প্রতিদিন সংবাদপত্রে কিছু রুটিন সংবাদ প্রকাশিত হয় । এগুলোকে সংবাদ না বলে তথ্য বলাই ভালো । এসব ক্ষেত্রেও স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থবহ শিরোনাম ব্যবহার করা হয় না, প্রতিদিন একই পরিচয়চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তার বদলে । এগুলোকেই বলে লেবেল (label) বা লেবেল হেড । যেমন 'চিঠিপত্র', 'টেলিভিশন', 'বিমানের সময়সূচী' ইত্যাদি । পণ্যদ্রব্যের প্যাকেটের গায়ে যেমন লেবেল সেঁটে দেওয়া হয় সেগুলোকে চিনতে, তেমনি সংশ্লিষ্ট তথ্যের খোঁজ পেতে সংবাদপত্রেও ঐ ধরনের লেবেল লাগানো হয় । এ কারণেই এগুলোকে লেবেল বলা হয় ।

হেডিং : সংবাদ শীর্ষে অনেক সময় স্বয়ংসম্পূর্ণ শিরোনাম ব্যবহার করা হয় না । ইঙ্গিতে করা হয় কিংবা সংবাদের তাৎপর্য তুলে ধরা হয় । যেমন :

হর্ষ বিষাদে পরিণত (শিরোনাম)

www.pathagar.com

হর্ষ বিষাদে পরিণত হল (শিরোনাম)

হরিষে বিষাদ (হেডিং)

মর্মান্তিক ! (হেডিং)

নৃশংস ! (হেডিং)

মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিরোনাম (হেডলাইন), টাইটেল, হেডিং ও লেবেলের মধ্যে পার্থক্য অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম । তাই ভুলক্রমে সংবাদ অ-সংবাদ নির্বিশেষে যে-কোনো একটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে । যেমন ঃ

অমাবস্যা ও সূর্যগ্রহণের প্রভাব

শিরোনামটি হেডলাইন হিসেবে ব্যবহৃত হলেও আসলে এটা হেডিং । কারণ এ থেকে সংশ্লিষ্ট সংবাদ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় না । এতে কোন ক্রিয়াও নিষ্পন্ন হয় নি । কোন পরিষ্কার অর্থও বহন করে না । তবে হেডিং যে সংবাদের মূলসুরটি প্রকাশ করতে পারে না, তা নয় । যেমন ঃ

আর্মেনিয়ায় আর্তনাদ

কোনো কোনো সংবাদে একাধিক শিরোনাম থাকে । এগুলোকে ডেক বা ব্যাংক বলা হয় । ডেক-রচনার ক্ষেত্রেও শিরোনামের রচনারীতি মেনে চলতে হবে । ভাষার দিক থেকে প্রতিটি ডেকই হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ, একটি অন্যটির সম্পূরক নয় । যেমন ঃ

প্রথম ডেক ঃ কাজী জাফর তথ্যমন্ত্রী হলেন

দ্বিতীয় ডেক ঃ মন্ত্রিসভায় রদবদল

কিন্তু **প্রথম ডেক ঃ প্যালেস্টাইন সরকারের,**

দ্বিতীয় ডেক ঃ কার্যালয় কায়রোয় স্থানান্তরিত

এভাবে লেখা যাবে না ।

জানা-অজানার জটিলতা

শিরোনাম রচনার ক্ষেত্রে মূলত চারটি সমস্যা দেখা দেয় ঃ (১) সময়ের স্বল্পতা, (২) সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় স্থানা-ভাব, (৩) অসাবধানতা ও অমনোযোগ, (৪) অজ্ঞতা ।

এছাড়া সংবাদ সম্পাদনায় ত্রুটি, বাচ্যের জটিলতা এবং হাউস স্টাইলও সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে শিরোনাম-রচনার ক্ষেত্রে ।

শিরোনাম-রচনার দায়িত্বে যাঁরা নিয়োজিত সেই সহ-সম্পাদকদের অত্যন্ত দ্রুততার সংগে দায়িত্ব পালন করতে হয় । কাজ অনেক বেশি, সেই তুলনায় সময় তাদের অনেক কম । ফলে সময়ের সংগে তাঁদের অবিরাম লড়াই করতে হয়, অথচ পরিবেশও বৈরী । চারদিকে হৈ চৈ হট্টগোল লেগেই আছে । এর ফলে তাদের স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি হয় । এই অবস্থায় সময়ের সংগে লড়াই করতে গিয়ে হেরে যাওয়া, শিরোনাম-রচনায় ভুলচুক হওয়া বিচিত্র নয় ।

www.pathagar.com

অসাবধানতা ও অমনোযোগ

অনেক সময়ে সহ-সম্পাদকদের অসাবধানতা ও অমনোযোগের ফলে যথার্থ শিরোনাম লেখা সম্ভব হয় না (এটা সময়াভাবজনিত মানসিক চাপের জন্যও হতে পারে)। উদাহরণ ঃ

যান্ত্রিক লবণ তৈরীর কারখানা স্হাপনের বিষয় বিবেচনাধীন

বস্তুতপক্ষে শিরোনামটি হবে ঃ

'লবণ তৈরীর যান্ত্রিক কারখানা স্হাপনের বিষয় বিবেচনাধীন' ।

অসাবধানতা ও অমনোযোগের জন্যই সংশ্লিষ্ট সহ-সম্পাদক 'লবণ তৈরীর যান্ত্রিক কারখানা' ও 'যান্ত্রিক লবণ তৈরীর কারখানা' গুলিয়ে ফেলেছেন । কিন্তু তাড়াহুড়ো করে কাজ করার ফলে এর চাইতেও মারাত্মক ভুল হতে পারে । যেমন ঃ

ডাকাতির দায়ে তিনজনের ৭ বছরের কারাদণ্ড

বলাবাহুল্য, শিরোনামটিতে '৭ বছর করে' বলতে চাওয়া হয়েছিল ।

স্হানাভাব

সংবাদপত্রে শিরোনামের দৈর্ঘ্য কলামের প্রস্হ দ্বারা কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত । কলামের প্রস্হ নির্দিষ্ট এবং তা বাড়ানোর কোন অবকাশ নেই । শিরোনামের অক্ষরসমূহের দৈর্ঘ্য যেভাবেই হোক কলামের মাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে । লাগসই শিরোনাম রচনার ক্ষেত্রে এটা একটা বড় রকমের বাধা । একটি শিরোনামের জন্য হয়তো বড় আকারের হরফ দরকার; কিন্তু তার জন্য বরাদ্দ জায়গার প্রয়োজনীয় সংখ্যক বড় আকারের হরফ আঁটানো সম্ভব না-ও হতে পারে । সুতরাং হরফের আকার ঠিক রেখে কিভাবে সংবাদের মূল বক্তব্যটা শিরোনামে আনা যায়, তা নিয়ে কম সময়ের মধ্যেই অনেক চিন্তাভাবনা করতে হয় । এর ফলে শিরোনাম-রচনায় ভুল হতে পারে বৈকি ।

স্হানাভাবের সমস্যাটি সব ভাষার পত্রিকাতেই আছে । তবে ইংরেজী পত্রিকায় এই সমস্যাটির তীব্রতা অনেক কম । কারণ ঐ ভাষায় অনেক বড় বড় শব্দের ছোট ছোট প্রতিশব্দ আছে । যেমন – attack-এর জায়গায় hit লেখা যায়, accident-এর বদলে লেখা যায় mishap । এতে শিরোনাম রচনার সমস্যাটি বহুলাংশে দূর হয় । আর একটি সমস্যা হল বাংলা ভাষায় স্বরচিহ্ন, ব্যঞ্জনচিহ্ন ও যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রাচুর্য । শিরোনামের স্হান-সংকুলানে এগুলোও বড় রকমের বাধা ।

বাংলায় আদ্যাক্ষর দিয়ে শব্দ সংক্ষেপ করা যায় না – এটাও একটা অসুবিধা । ইংরেজীতে JFK দিয়ে কেনেডীর দীর্ঘ নামটির অনেকগুলো হরফের কাজ চালানো যায় । বাংলায় এই সুযোগটা নেই ।

www.pathagar.com

অজ্ঞতার জন্যেও শিরোনামে ভুল থাকতে পারে । আর তা হতে পারে তিনটি কারণে ঃ ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতা, শিরোনামের রচনারীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞতা ।

ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এলাকার জন্য আরো
অধিকতর সাহায্যের আবেদন ।

এই শিরোনামটিতে দুটি তুলনামূলক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে – 'আরো' ও 'অধিকতর' । 'আরো সাহায্যের আবেদন' বা 'অধিকতর সাহায্যের আবেদন' লিখলে শিরোনামটি শুদ্ধ হত ।

সাতক্ষীরায় ডাকাত দলের সদস্যা
বলে কথিত মহিলা আটক

বলাবাহুল্য, 'কথিত' শব্দটি মহিলার বিশেষণ হিসেবে নয়, 'সদস্যার' বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করা উচিত ছিল । তাতে শিরোনামটি কেবল ভাষারীতির দিক দিয়েই শুদ্ধ হতো না, তার শব্দভার কমিয়ে এভাবে লেখা যেত ঃ

সাতক্ষীরায় ডাকাতদলের
কথিত সদস্যা আটক

শব্দসংখ্যা ৮ থেকে ৬-এ নেমে আসত ।

শিরোনামে গুরুচন্ডালী দোষও দেখতে পাওয়া যায় । যেমন ঃ **'সর্ব প্রকার সাহায্য দেয়া হবে ।'** এক্ষেত্রে **'সবরকম সাহায্য দেওয়া হবে'** অথবা **'সর্বপ্রকার সাহায্য দেওয়া হইবে'**–এর যে-কোনো একটা ব্যবহার করা উচিত । সেক্ষেত্রে অবশ্য হাউস স্টাইলের কথাটা মনে রাখতে হবে । ভাষার রীতিনীতির সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবেই এই ধরনের শিরোনাম লেখা হয়ে থাকে ।

শিরোনামের রচনারীতি সম্পর্কে অজ্ঞতাও অশুদ্ধ ও অর্থহীন শিরোনাম করার অন্যতম কারণ । আগেই বলা হয়েছে যে, শিরোনামে একটি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হবে, তবে ক্রিয়াপদটি অনেক ক্ষেত্রে উহ্য থাকতে পারে । কিন্তু

দেশে বন্যার মহা বিপর্যয়

এতে কোনো ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়নি । তবে এটি যদি এভাবে লেখা হতো

দেশে বন্যা মহা বিপর্যয় ঘটিয়েছে

তাহলে আমরা এটাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিরোনাম বলতাম । কারণ তাতে একটি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হতো এবং তা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতো ।

অতিকথনদুষ্ট শিরোনাম

শিরোনামে বাহুল্য শব্দ বর্জন করলে তা তীক্ষ্ণ, ঋজু ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে । অন্যদিকে অতিকথনে তা দুর্বল হয়, ঝুলে পড়ে এবং অনেক সময়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে । যেমন ঃ

www.pathagar.com

শহরে উঠতি বয়সীদের সাঁতার শেখার ব্যবস্থা নেই

এই শিরোনামটিতে '**উঠতি বয়সীদের**' কোন প্রয়োজন ছিল না । বরং সেগুলো ব্যবহার করার ফলে এমন ধারণারও সৃষ্টি হতে পারে যে, শহরে অন্য বয়সীদের সাঁতার শেখার ব্যবস্থা আছে । এক্ষেত্রে

শহরে সাঁতার শেখার ব্যবস্থা নেই

লিখলেই যথার্থ হত শিরোনামটি । বিভ্রান্তির অবকাশও থাকত না ।

অতিকথনদুষ্ট আর একটি শিরোনাম ঃ

হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্যাম্যাপূজা অনুষ্ঠিত

এখানে 'শ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত' লিখলেই কি যথেষ্ট হতো না ? তেমনি '**পথের পাশের ঝুপড়িতে মানুষ ও পশু একই সংগে বাস করছে**' এই শিরোনামে '**পথের পাশের**' শব্দগুলো অনাবশ্যক । আবার '**সশস্ত্র যুবকদের গুলিতে এক ব্যক্তি আহত**'– এই শিরোনামে '**সশস্ত্র যুবকদের**' উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন । কারণ নিরস্ত্র কারো পক্ষে গুলি করা সম্ভব নয় । তেমনি '**প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতি**' শিরোনামে '**প্রকাশ্য**' অপ্রকাশ্য থাকলেও ক্ষতি নেই ।

বিষয়-সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেও শিরোনাম ভুল হতে পারে । যেমন যে সহ-সম্পাদক খেলা সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না কিংবা বিজ্ঞান সম্পর্কে যাঁর জ্ঞানের অভাব আছে তাঁকে সেসব ব্যাপারে শিরোনাম লিখতে দিলে ভুলচুক হবার আশংকা থাকে ।

সম্পাদনার ত্রুটি

সংবাদ-সম্পাদনার ত্রুটির জন্যও শিরোনাম লেখায় ভুল হতে পারে । সহ-সম্পাদকেরা সাধারণত সম্পাদিত পাণ্ডুলিপির ভাষার ভিত্তিতেই শিরোনাম লেখেন । তবে কাজের দ্রুততা, অসাবধানতা; ব্যস্ততা অথবা অজ্ঞতার ফলে (অর্থাৎ যেসব কারণে শিরোনাম লেখায় ভুল হয়) সম্পাদনা ত্রুটিপূর্ণ হলে শিরোনামেও তার প্রতিফলন ঘটতে পারে ।

ঢাকায় পানি নিষ্কাশন ঃ
দায়িত্ব বদলে
বর্ষায় কাজ শুরুতে বিলম্ব

এই শিরোনামটিতেও এই ধরনের ভুল হয়েছে । খবরটি ছিল এই যে ঃ ঢাকা মহানগরীতে পানি নিষ্কাশনের দায়িত্ব একটি সংস্থা থেকে অন্য একটি সংস্থায় হস্তান্তরিত হয়েছে । কিন্তু খবরটিতে 'হস্তান্তর' শব্দের স্থলে 'বদলে' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে – সম্ভবত যথাযথভাবে সম্পাদনা না করার ফলেই । তাছাড়া 'দায়িত্ব বদলে'-এর জায়গায় 'দায়িত্ব বদলের ফলে' কিংবা 'দায়িত্ব বদলে যাওয়ায়' লেখা উচিত ছিল শিরোনামটিতে । তা না হওয়ায় শিরোনামটি দুর্বল, দুর্বোধ্য ও বিভ্রান্তিকর হয়েছে ।

www.pathagar.com

বাচ্যের জটিলতা

বাচ্য ব্যবহারে অজ্ঞতা, অসাবধানতা ও অমনোযোগও শিরোনামকে দুর্বোধ্য বা অর্থহীন করতে পারে, পাঠকদের বিভ্রান্ত করতে পারে । সাম্প্রতিককালে বাংলা সংবাদপত্রে কর্তৃবাচ্য ও ভাববাচ্যে শিরোনাম লেখা হচ্ছে । অতীতে হত ভাববাচ্যে ও কর্মবাচ্যে । এদেশে কর্তৃবাচ্যে শিরোনাম রচনার সূত্রপাত করেছিল দৈনিক পাকিস্তান (বর্তমানে দৈনিক বাংলা)। উদাহরণ ঃ

কর্তৃবাচ্য – গাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট আজ ঢাকায় আসছেন

ভাববাচ্য – আর্মেনিয়ায় ভূমিকম্পে লক্ষাধিক লোক নিহত

কর্মবাচ্য – সম্রাট কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতা আইনে স্বাক্ষরদান

কর্মবাচ্যে 'কর্তৃক' শব্দটি ব্যবহার অনিবার্য । অথচ এর ফলে শিরোনাম কেবল আড়ষ্টই হয় না, শব্দসংখ্যা বেড়ে যায় – যা স্থানের সমস্যা সৃষ্টি করে । এ ধরনের শিরোনাম এখন বিলুপ্তপ্রায় ।

কোনো কোনো শিরোনাম ভাব ও কর্তৃ উভয় বাচ্যেই লেখা যেতে পারে, আবার কোনো কোনোটা শুধু ভাববাচ্যে এবং কোনো কোনোটা শুধু কর্তৃবাচ্যেই লেখা সম্ভব ।

কর্তৃবাচ্য–বুশ নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন/নির্বাচনে বুশ জয়ী

ভাববাচ্য – নির্বাচনে বুশের জয়লাভ

কর্তৃবাচ্য – কাজী জাফর তথ্যমন্ত্রী হলেন

ভাববাচ্য–কাজী জাফর (কে) তথ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন (নিয়োগ করা হল) ।

তবে এই প্রক্রিয়া সব শিরোনামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় । যেমন, ভাববাচ্যে লেখা নিচের শিরোনামটি–

হিন্দুযাত্রীসহ জংগী শিখদের বাস ছিনতাই

সংশ্লিষ্ট খবরে বলা হয়েছিল, জংগীশিখরা হিন্দুযাত্রীসহ একটি বাস ছিনতাই করেছে; কিন্তু শিরোনাম পড়লে মনে হয়, বাসটিতে হিন্দু যাত্রীও ছিল জংগী শিখরাও ছিল; এবং অন্য কেউ সেটা ছিনতাই করেছে । ভাববাচ্যে লেখার ফলেই শিরোনামটি এমন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে । কিন্তু এটা যদি কর্তৃবাচ্যে এভাবে লেখা হয়

জংগী শিখরা হিন্দুযাত্রীসহ বাস ছিনতাই করেছে

তাহলে আর বিভ্রান্তি থাকে না ।

কর্তৃবাচ্য–ব্যবহারে শিরোনাম হয় তীক্ষ্ণ, ঋজু ও আকর্ষণীয় । একারণে ইদানীং অনেক সংবাদপত্রই এই পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করছেন । তবে এর একটা অসুবিধা এই যে, কর্তৃবাচ্যের শিরোনামে অনেকক্ষেত্রেই ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে হয় বলে শব্দ সংখ্যা কখনো কখনো বেড়ে যেতে পারে; আর তা না বাড়লেও অক্ষরের সংখ্যা বাড়তে পারে । শিরোনাম–রচনায় এর কোনোটাই কাঙ্ক্ষিত

www.pathagar.com

নয় । আর আগেই বলা হয়েছে যে, কোনো কোনো শিরোনাম কেবল ভাববাচ্যেই লেখা সম্ভব । যেমন :

বাস দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত

প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের মৃত্যুতে পাকিস্তানী জনগণ শোকাহত

হাউজ স্টাইল

শিরোনাম-রচনায় হাউজ-স্টাইলও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে; এর ফলে লেখা হতে পারে স্থূল ও অনাকর্ষণীয় শিরোনাম । কোনো কোনো পত্রিকা এই অবস্থার সৃষ্টি করে অতিরিক্ত কোলন ব্যবহার করে ।

ঘূর্ণিঝড় : ১১২৫ জন নিহত : ১৫ হাজার আহত : ২৫ লক্ষ গৃহহীন ।

এ ধরনের কোলন–কণ্টকিত শিরোনাম নিশ্চয়ই সুন্দর শিরোনামের নমুনা নয় । তা দৃষ্টিনন্দনও নয় । শিরোনামটি কোলন বাদ দিয়ে লিখলেও কোন ক্ষতি হত না । যেমন : ঘূর্ণিঝড়ে ১১২৫ নিহত, ১৫ হাজার আহত ও ২৫ লক্ষ গৃহহীন । এমনকি 'কমা' এবং 'ও' বর্জন করলেও তা বুঝতে পাঠকদের তেমন অসুবিধা হত না ।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিতান্ত অপ্রয়োজনেও কোলন ব্যবহার করা হয় । যেমন :

রোজা মোতা : এথলেটিকসে প্রথম বিজয়িনী

এখানে কোলন ব্যবহারের কোনো সার্থকতা নেই ।

তেল ও গ্যাসের সন্ধান : দেশকে ২০টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে

এখানে 'সন্ধান' শব্দটির সংগে 'এ' বিভক্তি যোগ দিলেই কোলনের দরকার হতো না ।

এই শিরোনামে কোলন ব্যবহারের ফলে শব্দসংখ্যা কমেছে বা শিরোনামের উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে এমন দাবী নিশ্চয়ই করা যাবে না । তবে,

বন্যা : চীনা বিশেষজ্ঞদলের ঢাকা আগমন

এতে কোলন ব্যবহার করে অনেকগুলো শব্দ বাদ দেওয়া সম্ভব হয়েছে । কোনো কোনো পত্রিকা কোলনের বদলে দুটো দাড়িচিহ্ন ব্যবহার করে । তাতে আপত্তি নেই । তবে বাড়াবাড়ি না হলেই হল ।

এছাড়াও আমাদের পত্রপত্রিকায় এমন কিছু শিরোনাম চোখে পড়ে যা স্থানাভাব না অজ্ঞতা নাকি অসাবধানতার ফল, তা বোঝা যায় না । যেমন :

শুকনো মাটি জাগছে

শুকনো মাটি জাগে কি করে ? মাটি তো জাগবার পর শুকোয় ।

আরেকটি শিরোনাম লক্ষ্য করুন :

ফুটবলকে নিয়ে ভাবুন, আরো ভাবুন

ফুটবল নিয়ে চিন্তাসমুদ্রে হাবুডুবু খেতে আমাদের আপত্তি নেই, তবে **'ফুটবলকে'** নিয়ে নয় ।

www.pathagar.com

নাটকীয়তা কিংবা চমক সৃষ্টি করার জন্য কোনো কোনো সংবাদপত্র

পিস্তল উঁচিয়ে ছিনতাই/ছোরা দেখিয়ে ছিনতাই

এই ধরনের শিরোনাম ব্যবহার করেন । কোনো প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রে এ ধরনের শিরোনাম ব্যবহার করা উচিত নয় । তাছাড়া ছিনতাই-এর ক্ষেত্রে কাকে ছিনতাই করা হয়েছে এবং কি কি ছিনতাই হয়েছে, প্রধানত এটাই পাঠকদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ । তবে কামান উঁচিয়ে কিংবা মিসাইলের ভয় দেখিয়ে ছিনতাই করা হলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার হত ।

নিয়ম বহির্ভূত শিরোনাম (off-beat headlines)

নিয়মের বাইরেও কিছু কিছু শিরোনাম লেখা হয় । যেমন ঃ

চিনিল কেমনে ?

একবার একটি ষাঁড় একজন দুর্নীতিপরায়ণ ইউনিয়ন কাউন্সিল-সদস্যকে তাড়া করেছিল । তখন একটি পত্রিকা সেই খবরটিতে ঐ শিরোনাম ব্যবহার করে ।

শুকুইয্যা কড়ে/ একখান কুইজ কই

এগুলোও নিয়মবহির্ভূত শিরোনাম ।

পরিশেষে একথা বলা প্রয়োজন যে, কোনো শিরোনাম যদি প্রথমবার পড়ার সংগে সংগে পাঠক তার অর্থ বুঝতে না পারে, তাহলে তা শিরোনাম হিসেবে ব্যর্থ । আমাদের সংবাদপত্রে কেবল ভুল ও বিভ্রান্তিকর শিরোনামই নয়, এমন ব্যর্থ শিরোনামেও কণ্টকিত ।

বর্তমান নিবন্ধে শিরোনামের সংজ্ঞা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ব্যাকরণ ও রচনাকৌশল সম্পর্কে যে আলোচনা করা হলো, তার লক্ষ্য একটাই – আমাদের সংবাদপত্রকে ভুল, বিভ্রান্তিকর ও ব্যর্থ শিরোনাম থেকে মুক্ত করা এবং নির্ভুল, যথার্থ ও আকর্ষণীয় শিরোনাম-রচনায় সম্পাদকদের সহায়তা করা ।

www.pathagar.com

বিদেশী শব্দের ব্যবহার

মনসুর মুসা

বাংলা সংবাদপত্রে বিদেশী শব্দের ব্যবহার সংক্রান্ত কোনো প্রথাবদ্ধ স্পষ্ট নিয়ম নেই । 'শব্দটি বিদেশী' – এই সংকেত দেওয়ার কোনো যান্ত্রিক কৌশলও নেই । ফলে বহুভাষী পাঠকদের পক্ষে অনেক সময়ে অর্থ অনুধাবনে অসুবিধে না হলেও একভাষী পাঠকদের অসুবিধেয় পড়তে হয় । শুধু একভাষী বাঙালী পাঠকদের নয়, কোনো কোনো বিদেশী বাংলা শিক্ষার্থীদেরও অসুবিধে হয় । যেসব চীনা, জাপানী, রাশিয়ান কিংবা অন্যভাষী শিক্ষার্থীরা বাংলা চর্চা করেন, বাংলা সংবাদপত্রে বিদেশী তথা ইংরেজী শব্দের অবারিত ব্যবহার সম্বন্ধে তাঁরা প্রশ্ন উত্থাপন করেন । তাঁরা সংবাদপত্র পাঠ করার সময়ে অচেনা শব্দটি অভিধানে আছে কিনা দেখেন । অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংবাদপত্রে ব্যবহৃত নতুন নতুন ইংরেজী শব্দ বাংলা অভিধানে পাওয়া যায় না । ফলে বাক্যের অর্থ তাঁদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায় । বাংলা সংবাদপত্রে ইংরেজী শব্দ বাংলা হরফে লেখা হয় । ফলে ইংরেজী বানান ঠিক করে ইংরেজী অভিধান দেখাও হয়ে ওঠে না । অবারিতভাবে ইংরেজী কিংবা বিদেশী শব্দ ভাষায় ব্যবহার করা সংগত কিনা ভাবনা-চিন্তা করা যেতে পারে । সাধারণত একভাষীরা, স্বল্প শিক্ষিতেরা, অল্পবয়স্করা, বিদেশীরা এধরনের অবারিত বিদেশী শব্দের ব্যবহারে অসুবিধে ভোগ করেন । ইংরেজী শব্দের অবারিত ব্যবহার সম্বন্ধে যে আপত্তি উত্থাপন করা হয়, তা আরবী, ফারসী, পর্তুগীজ কিংবা অন্য বিদেশী ভাষার শব্দ সম্বন্ধেও উত্থিত হতে পারে ।

বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দ ব্যবহারের বিধি বিধান থাকলে ভাল হতো ।

বাংলা ভাষায় বিদেশী শব্দের ব্যবহার মধ্যযুগ থেকেই চলে আসছে । 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' গোটা পাঁচ-ছয়েক শব্দ নেওয়া হয়েছে আরবী-ফারসী উৎস থেকে । মধ্যযুগের শেষদিকে ভারতচন্দ্রের কাব্যে আরবী-ফারসীর ব্যবহার ব্যাপকতা লাভ করেছিল । ভারতচন্দ্রের সমসাময়িককালে রচিত মুসলমান কবি-শায়েরদের দোভাষী পুঁথিগুলোতে দেদার আরবী-ফারসী-হিন্দুস্থানী শব্দ আমদানী করা হয়েছিল । রাজকার্যে ফারসী প্রচলিত ছিল বলে ফারসীর চর্চা তদানীন্তনকালে বৈদগ্ধের চিহ্ন হিসেবে গণ্য হত । রাজকার্যে বা সাহিত্যকর্মে

www.pathagar.com

নিয়োজিত বাঙালীদের অধিকাংশই দ্বিভাষিক– বহুভাষিক-যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন ।

সেই যুগে বহুভাষাজ্ঞান বিরল-প্রতিভার নজির হয়ে থাকতো । মনে রাখা প্রয়োজন মধ্যযুগে ব্যবহৃত শব্দগুলো সাহিত্যে প্রবর্তিত হওয়ার আগেই সমাজে প্রচলিত হয়েছিল । সমাজে প্রচলিত হওয়ার পর সাহিত্য-সাধনায় সেগুলো গৃহীত হয়েছে । সে ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবহারসহ সংশ্লিষ্ট অর্থ সাহিত্য বা ভাষাকর্মকে প্রভাবিত করেছিল । তবু মধ্যযুগের অবসানে আরবী-ফারসী-হিন্দুস্হানী কণ্টকিত ভাষারীতির প্রতি বৈরী মনোভাব গড়ে উঠেছিল বাঙালী সমাজের কোনো কোনো অংশে । সাধারণত ভাষায় ঋণগ্রহণ প্রথা যখন মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে পৌঁছোয় তখন ভাষীদের মধ্যে ভাববিনিময়ের সংকট দেখা দেয় । তখন অত্যধিক ঋণগ্রহণের বিরুদ্ধে মনোভাব দানা বাঁধতে থাকে । অতিরিক্ত আরবী-ফারসী শব্দব্যবহার করার 'দোভাষী রীতি' পরবর্তীকালে ক্রমেই পরিত্যক্ত বলে গণ্য হয় । তবে আরবী-ফারসীর যে 'দ্বার' বাংলা ভাষার জন্য মধ্যযুগে উন্মোচিত হয়েছিল, তা এখনও পর্যন্ত সীমিত ক্ষেত্রে উন্মুক্ত আছে । মুসলমানদের ধর্মীয় আচরণ, প্রতিষ্ঠান ও পার্বণের সংগে সেসব শব্দ জড়িয়ে আছে । বাংলা ভাষায় আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্হানী শব্দের আগমন সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁদের কেউ কেউ দেখিয়েছেন যে, এইসব বিদেশী ভাষার শব্দ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম ও ক্রিয়া এই চতুর্বর্গে আগমন করেছে । এক হিসেবে দেখা যাচ্ছে সর্বমোট ১৪১৪ টি শব্দের মধ্যে ৬১৫ টি শব্দ আরবী, ফারসী ও হিন্দুস্হানী থেকে এসেছে । আবার এই ৬১৫টি শব্দের মধ্যে ৫০১টি বিশেষ্য ১৬টি সর্বনাম ২৪টি ক্রিয়া আর ৭৪টি ক্রিয়া বিশেষণ বা বিশেষণ কিংবা অন্য শব্দ হিসেবে এসেছে ।

আরবী ফারসী হিন্দুস্হানী শব্দ মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য হিসেবেই বাংলা সংবাদপত্রে এতদিন ব্যবহৃত হয়েছে । 'আল্লাহ', 'খোদা', 'নামাজ', 'রোজা' ইত্যাকার শব্দ সে যুগেই বাংলা ভাষায় এসেছিল । সম্প্রতি কোনো কোনো বাংলা সংবাদপত্রে প্রচলিত ফারসী শব্দের পরিবর্তে আরবী শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে । এইসব সংবাদপত্র 'নামাজের' পরিবর্তে 'সালাত', 'রোজা'র পরিবর্তে 'সীয়াম', খোদার পরিবর্তে 'আল্লাহ' ব্যবহারকে শ্রেয়োজ্ঞান করছে । সংবাদপত্রে ব্যবহৃত কোনো কোনো জলসা সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের অর্থ-উদ্ধার কষ্টসাধ্য । রমজান মাসে এই ধরনের ব্যবহারের আধিক্য ঘটে ।

১। আখেরী মোনাজাত
২। ঈদ মোবারক
৩। উম্মাহ
৪। এজতেমা
৫। এস্তেমা
৬। ওফাৎ
৭। ওমরা হজ্জ্ব
৮। ওয়াজ

www.pathagar.com

৯। কবুল	১৯। বাহাস
১০। জছনে জলুছ	২০। বেদায়াৎ
১১। জাকাত	২১। মাগফেরাত
১২। জানাজা	২২। মাহে রমজান
১৩। তাফসীর	২৩। মিলাদ
১৪। দোয়া	২৪। মিলাদুন্নবী
১৫। পহেলা	২৫। মিলাদ মহফিল
১৬। ফানা	২৬। মুসলিম উম্মাহ
১৭। ফেৎরা	২৭। রিজিক
১৮। বয়ান	২৮। শিরক

আরো অনেক শব্দ বাংলা সংবাদপত্রে ব্যবহৃত হয় মুসলমানদের ধর্মজীবনের অনুষংগী শব্দ হিসেবে ।

আরবী-ফারসী শব্দের সংগে বাংলা শব্দ মিশিয়ে অনেক যুগ্মশব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে সংবাদপত্রে । যেমন সীয়াম-সাধনা, বিশ্ব-এস্তেমা, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ইত্যাদি ।

আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সম্প্রতি আরো একটি প্রবণতা চোখে পড়ে । সেটা হচ্ছে প্রচলিত শব্দের বানান পরিবর্তন করে শুদ্ধ করার প্রচেষ্টা । কয়েকটি শব্দের উদাহরণ দেওয়া যায় ঃ

আগে লেখা হতো	এখন লেখার চেষ্টা হচ্ছে
জামাত	জামায়াত
তফসীর	তাফসীর
তবলিগ	তাবলীগ
দোয়া	দু'আ
মওলানা	মাওলানা
মহফিল	মাহফিল
রসূল	রাসূল
রহমানির রহিম	রাহমানির রাহীম

আধুনিককালের বাংলা সংবাদপত্রে ইংরেজী শব্দের ব্যবহারও যথাযোগ্য গুরুত্ব-সহকারে আলোচিত হওয়া উচিত । আমাদের সংবাদপত্রের পাঠকদের মধ্যে আরবী-ফারসী জানা পাঠক যেমন আছেন, তেমনি ইংরেজী জানা পাঠকও আছেন কিন্তু আরবী-ফারসী কিংবা ইংরেজী জানেন না, এমন পাঠকের সংখ্যাও উপেক্ষা করার মতো নয় । ইংরেজী ও আরবী-ফারসী ব্যতীত অন্যান্য বিদেশী

www.pathagar.com

ভাষার শব্দের আগমন সীমিত অথবা ইংরেজীনির্ভর । ইংরেজী-ভাষীরা বাংলায় আগমনের পরই সংবাদ-মাধ্যম হিসেবে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠালাভ করে । বাংলা সংবাদপত্র জগতের প্রধান সংবাদ-উৎস ইংরেজী ভাষা । সংবাদপত্রের সংগে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দ এখনও ইংরেজী বলেই আমরা জানি । ধরুন হেডিং, হেডলাইন, টাইটেল, লেবেল, ডেক, হাউজ স্টাইল, কলাম, প্যারাগ্রাফ, এডিটোরিয়াল, সাব এডিটর, নিউজ আইটেম, কম্পোজ, কম্পোজিটর, হকার, লিড আর্টিকল, প্রেস, প্রেস-রিলিজ, শিফট, শিফট ইনচার্জ, ডেইলি, উইকলি, মানথলি, ক্যাপশন, রিপোর্টার, চীফ রিপোর্টার, আরো কতকি । এসব শব্দ সংবাদপত্র শিল্পের সংগে সংশ্লিষ্ট । ইচ্ছা করলেই এগুলোর বাংলা করা যায় । কিন্তু তেমন ইচ্ছা কেউ সক্রিয়ভাবে, পরিকল্পিতভাবে করেনি বলেই এগুলো ইংরেজী রয়ে গেছে । কোনোকোনোটা বাংলা হয়েছে, সবগুলো হয়নি । সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, সংবাদপত্র, সংবাদদাতা, এরকম আরো কিছু হয়েছে, কম্পোজ কম্পোজিটর হয়নি । তবে সংবাদপত্র জগতের সংগে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা এ-সব শব্দের অর্থ ও ব্যবহার জানেন । পেশাগত কারণে তাঁদের জানতে হয় । না-জানা অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হতে পারে । সেকারণে এ-সব বিদেশী শব্দকে বাংলা করা কিংবা না করে যেরকম আছে সেরকম রেখে দেওয়া সম্বন্ধে মিশ্র মনোভংগী আছে । কেউ কেউ বলেন এসব শব্দ বাংলা হয়ে গেছে । কোনো শব্দ বাংলা হয়ে গেলে তাকে আর বাংলা করে লাভ কি ! অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন কেউ কেউ ।

একভাষার শব্দ অপর ভাষায় অনুপ্রবেশ করা অস্বাভাবিক ঘটনা নয় । প্রাচীনকাল থেকেই দেখা যায় যখন দুইভাষা ও সংস্কৃতি পরস্পরের নৈকট্য লাভ করে তখন এক ভাষার শব্দ অপর ভাষায় অনুপ্রবেশ করে । বাংলা ভাষা একসময়ে ফরাসী ভাষা ও সংস্কৃতির নৈকট্য লাভ করেছিল, সেই সূত্রে অনেক ফারসী শব্দ বাংলায় এসেছে, ফারসীর মাধ্যমে আরবী শব্দ এসেছে । পরবর্তীকালে পর্তুগীজ শব্দ এসেছে । সর্বশেষে এসেছে ইংরেজী শব্দ । এখনও ইংরেজী শব্দের আগমনের দ্বার 'উন্মুক্ত' । তবে সামাজিক মেলামেশার মাধ্যমে বিদেশী শব্দের আগমন এক রকম ব্যাপার, আর টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে বিদেশী শব্দের আগমন কিঞ্চিৎ ভিন্ন ব্যাপার । বাংলা সংবাদপত্রে যেসব বিদেশী শব্দের আগমন ঘটছে, সেগুলো মূলত সংবাদ সংস্থা থেকে প্রচারিত টেলিপ্রিন্টারে ধৃত ও বিতরিত বিদেশী শব্দ । সামাজিক মেলামেশার মাধ্যমে যেসব শব্দ আসে সেগুলো তার শব্দার্থিক বৃত্তিসহ আসে কিন্তু টেলিপ্রিন্টারে যা আসে তা শব্দার্থিক বৃত্তি নিয়ে আসে না । শব্দের অবয়ব নিয়ে আসে, নিয়ে আসে প্রতিবেশকাতর (context sensitive) একমাত্রিক অর্থ । ফলে শব্দের অবয়ব মূল ভাষার অর্থের বহুমাত্রিকতা থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে । যে প্রতিবেশের সহযোগী হয়ে শব্দের

www.pathagar.com

আগমন ঘটে অর্থ সেই প্রতিবেশ নির্ভর সংজ্ঞা (sense) থেকে বিমুক্ত হতে পারে না। বিদেশী শব্দের আত্মীকরণের কোনো প্রথাবদ্ধ নিয়ম গড়ে ওঠেনি বলে সাংবাদিককে নানাভাবে বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়।

বাংলা সংবাদপত্রে ব্যবহৃত ইংরেজী শব্দগুলোকে নানা বর্গে বিভক্ত করে দেখা যায়ঃ প্রথম বর্গ ঃ বিশেষ্য। বাংলা সংবাদপত্রে নানা ধরনের ইংরেজী বিশেষ্যের আগমন ঘটে। এগুলো কখনো আসে স্থাননাম, কখনো বস্তুনাম, কখনো প্রতিষ্ঠানের নাম আর কখনো বা ব্যক্তিনাম হিসেবে। কতকগুলো ইংরেজী নামের প্রতিনাম আছে, অন্যগুলো প্রতিবর্ণীকরণ মাত্র।

ইংরেজীনাম	বাংলা প্রতিনাম
১। ইউনাইটেড স্টেটস অব এমেরিকা	১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
২। ইন্ডিয়া	২। ভারত
৩। ইন্ডিয়ান ওশেন	৩। ভারত মহাসাগর
৪। ঈজিপ্ট	৪। মিশর
৫। গ্রেট ব্রিটেন	৫। যুক্তরাজ্য
৬। নিউ ডেলহি	৬। নয়াদিল্লী
৭। প্যাসিফিক ওশেন	৭। প্রশান্ত মহাসাগর
৮। বে অফ বেঙ্গল	৮। বঙ্গোপসাগর
৯। ব্ল্যাক সী	৯। কৃষ্ণ সাগর
১০। মেডিটারেনিয়ান সী	১০। ভূমধ্যসাগর
১১। রেড সী	১১। লোহিত সাগর

ইংরেজী নাম	বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ
১। ওয়াশিংটন	১। ওয়াশিংটন
২। কলম্বো	২। কলম্বো
৩। ক্যালকাটা	৩। কলকাতা
৪। চায়না (চুংওয়া)	৪। চীনা
৫। জাপান (নিপপন)	৫। জাপান
৬। জার্মানী (ডয়সল্যান্ড)	৬। জার্মানী
৭। টিবেট	৭। তিব্বত
৮। ডেট্রয়েট	৮। ডেট্রয়েট
৯। তেল আবিব	৯। তৈল আবিব
১০। বেঙ্গলী	১০। বাংলা
১১। ভিয়েনা	১১। ভিয়েনা
১২। হনলুলু	১২। হনলুলু

www.pathagar.com

বাংলায় অনেক প্রতিষ্ঠানের নাম ও পদবীর প্রতিবর্ণীকরণ হয়েছে :

১. ইউনিভার্সিটি
২. ইউনিয়ন কাউন্সিল
৩. ইনসিউরেন্স কোম্পানি
৪. ইনস্টিটিউশন
৫. একাডেমিক কমিটি
৬. একাডেমী
৭. এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার
৮. এসিস্ট্যান্ট লোকোমটিভ মাস্টার
৯. কন্ট্রাকটর
১০. কনস্ট্রাকশন-কোম্পানি
১১. কলেজ
১২. কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স
১৩. চেয়ারম্যান
১৪. টাস্কফোর্স
১৫. টিকেট এটেন্ডেন্ট
১৬. টেলিফোন এক্সচেঞ্জ
১৭. ডিভিশন
১৮. ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড
১৯. ডিসিপ্লিনারী বোর্ড
২০. ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং অথরিটি
২১. প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট
২২. প্রেস ইনস্টিটিউট
২৩. প্রেস ক্লাব
২৪. প্রেসিডেন্ট
২৫. প্রেসিডিয়াম
২৬. ফার্স্ট লেডী
২৭. বাস টার্মিনাল
২৮. বাস-স্ট্যান্ড
২৯. মিনিস্টার
৩০. মেট্রোপলিটান চেম্বার
৩১. মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট
৩২. মেডিক্যাল সেন্টার
৩৩. স্টেশন মাস্টার
৩৪. সাব রেজিস্ট্রার
৩৫. সার্জারী
৩৬. সার্জেন
৩৭. সার্জেন্ট
৩৮. সিন্ডিকেট
৩৯. সিভিল সার্জেন
৪০. সুপারিন্টেন্ডেন্ট
৪১. সুপ্রীম কোর্ট
৪২. স্কুল
৪৩. স্টক এক্সচেঞ্জ
৪৪. হাইকোর্ট

প্রকৃতপক্ষে বাংলা সংবাদপত্রে ইংরেজী বিশেষ্যের তালিকা প্রস্তুত করতে হলে ছোটখাটো অভিধান রচনায় বসতে হবে । অনেক ইংরেজী ব্যক্তিনাম ও ডাকনাম বাংলা সংবাদপত্রে প্রতিবর্ণীকৃত হয়ে ব্যবহৃত হয় । অনেক ইংরেজী তথা ইউরোপীয় ডাকনাম বাংলায় ব্যবহৃত হয় । যেমন ঃ ডলি, পপি, রাসেল, লেনিন টপী । এগুলো কোন কোন সামাজিক শ্রেণীতে গৃহীত হয়ে গেছে ।

কোনো কোনো বিদেশী নামের বানানে একাধিক রূপ ব্যবহৃত হয় । যেমন রিগান/রেগান, কুইলার/কুইয়ার, হোসেন/হোসাইন । সামাজিক শ্রেণীতে গৃহীত নামগুলো বেশ পরিচিত সাংবাদিক মহলে । এগুলোর প্রতিবর্ণীকরণ তেমন সমস্যা সৃষ্টি করে না ।

অপরিচিত বিদেশী নাম যখন সংবাদ-মাধ্যমে সাংবাদিকের টেবিলে আসে

www.pathagar.com

তখন তার উচ্চারণ আসে না, বানান আসে । বানান দেখেই সাংবাদিককে প্রতিবর্ণীকরণ করে নিতে হয় । মূল বানানের সঙ্গে মূল উচ্চারণের প্রভেদ থাকলে সেটা সহজে জানতে পারা যায় না । ফলে Chad বানানটি বাংলায় সাদ, শাদ, স্যাদ, এমনি একাধিক রকমে লিপিধৃত হয়েছে । 'কুইলার' ও 'কুইয়ার' সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিয়েছে । বাংলা-ইংরেজী কিংবা ইংরেজী-বাংলা শব্দ সংযোজন করে যৌগিক শব্দ তৈরী করা বাংলা সংবাদপত্রের একটি লক্ষণীয় কর্ম । যেমন ঃ

প্রথম বর্গ

১। এইডস–রোগ
২। এসিড–নিক্ষেপ
৩। কার্টুন–আঁকা
৪। ক্যান্সার–রোগ
৫। ডিউটি–রত
৬। তদন্ত–কমিশন
৭। নির্ধারিত–টার্গেট
৮। বিশেষ–স্কোয়াড
৯। ব্যাঙ্ক–ঋণ
১০। রুট–বিন্যাস
১১। শ্লোগান–মুখর
১২। সেচ–স্কীম
১৩। স্কীম–তৈরী
১৪। স্কীম–প্রণয়ন
১৫। স্কোয়াড–গঠন
১৬। স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন–পদ্ধতি
১৭। হেরোইন–সেবী

দ্বিতীয় বর্গ ঃ ক্রিয়া

বাংলা ভাষায় বিদেশী ভাষার শব্দ আগমনের অন্য পন্থা হচ্ছে ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার (Verb Process) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া । মূল বিদেশী (সাধারণত ইংরেজী) ক্রিয়াগুলো বাংলায় স্বাধীনভাবে আসেনা, আসে কোনো বাংলা মৌলক্রিয়ার আশ্রিত হয়ে । যেমন ঃ

১। ইনডেন্ট করা
২। কমিশন দেওয়া
৩। কার্ফু দেওয়া
৪। গোল করা
৫। চেক-আপ করা
৬। চেক-করা
৭। চ্যালেঞ্জ করা
৮। টিকেট করা
৯। ট্যাক্স দেওয়া
১০। ডিসপোজ করা
১১। নক-আউট করা
১২। পাশ-করা
১৩। ফাইল করা
১৪। বাউন্ডারী করা
১৫। বুক করা
১৬। রান করা
১৭। রিজার্ভ করা
১৮। রিপোর্ট করা
১৯। রেকর্ড করা
২০। রেশন দেওয়া
২১। লোন দেওয়া
২২। সেনচুরী করা
২৩। স্কোর করা
২৪। স্ক্রুটিনি করা
২৫। হাইজ্যাক করা

www.pathagar.com

তৃতীয় বর্গ

১। ডিমনিটাইজড
২। ডিমোবিলাইজড
৩। ডিসমিসড
৪। প্রাইভেট
৫। রিজার্ভড
৬। রেজিস্টার্ড

বাংলা সংবাদপত্রগুলো বিদেশী শব্দ গ্রহণ ও প্রচারের অন্যতম মাধ্যম । নানা কারণে সাংবাদিকেরা বিদেশী শব্দ বাংলা সংবাদপত্রে ব্যবহার করেন ।
এক, শব্দটি কিংবা প্রকাশভঙ্গিটি বিদেশী । তার বাংলা হয় না ।
দুই, শব্দটি কিংবা প্রকাশভঙ্গিটির অর্থ বাংলায় রূপান্তরের সময়াভাব ।
তিন, শব্দটির কিংবা প্রকাশভঙ্গিটির সমার্থক উপাদান বাংলায় দুষ্প্রাপ্য ।
চার, শব্দটি নানাভাবে হয়ত পরিচিত, বাংলা রূপান্তর অর্থহীন ।
পাঁচ, শব্দটি সমাজে বহুলপ্রচলিত ।

এ-সব কারণের মধ্যে কোনটি কখন প্রধান সরেজমিনে সমীক্ষা করা না হলে বলা মুশকিল । বাংলা পত্রিকার সাংবাদিক/অনুবাদকদের মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে এ ব্যাপারে জ্ঞান আহরণ করা যেতে পারে । বিদেশী শব্দ ব্যবহার করতে গেলে একজন সাংবাদিক নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করবেন ঃ

এক, শব্দটি সমাজে প্রচলিত আছে, না প্রথমবার ব্যবহৃত হচ্ছে । ইতিপূর্বে শব্দটির প্রয়োগ যদি সংবাদপত্রে হয়ে থাকে, তবে ধরে নেওয়া যায় তা সাধারণ পাঠক বুঝতে পারবে সহজে । উদ্দিষ্ট অর্থ পাঠকের কাছে পৌঁছবে নির্বিঘ্নে । আর যদি তা না হয়, শব্দটি যদি প্রথমবার ব্যবহৃত হয় তবে শব্দটি পাঠকসাধারণ সহজে বুঝবে না । সেক্ষেত্রে সাংবাদিককে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে হবে শব্দটির অর্থ স্বচ্ছ করার প্রয়োজনে । সে কাজটির নাম দেওয়া যায় 'পরিচায়ন কর্ম ।' সাংবাদিক/অনুবাদক প্রথম পদক্ষেপেই শব্দটির একটি ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি দিয়ে শব্দটি প্রবর্তন করবেন । ব্যাখ্যাটি কি রকম হবে তার দু একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক ঃ

'কমপিউটার নামের একটি যন্ত্র' 'পেনিসিলিন নামের একটি ওষুধ'
'এইডস নামের একটি দূরারোগ্যব্যাধি' 'ওপেন হার্ট

সার্জারী নামের একটি চিকিৎসা পদ্ধতি এভাবে শব্দটি কিংবা ধারণাটি প্রবর্তন করলে পাঠকের অপরিচিতির অন্ধকার কিঞ্চিৎ কমে যায় । বিষয়টি সম্বন্ধে অনুমান করা সহজ হয় । সেজন্য 'পরিচায়ন কর্ম' সম্পন্ন করে পরবর্তী প্রসঙ্গে যাওয়া সমীচীন । এতে পাঠকের বিভ্রান্তি কিঞ্চিৎ হ্রাস পায় ।

দুই, সাংবাদিক/অনুবাদক যে শব্দটি ব্যবহার করছেন সেটা কোন দ্বিভাষিক, ত্রিভাষিক কিংবা বহুভাষিক অভিধান বা শব্দকোষে আছে কিনা । শব্দটি অভিধানে না থাকলে তার অর্থ ব্যাখ্যা করে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন ।

www.pathagar.com

তিন, শব্দটি পারিভাষিক কিনা। কোনো শব্দ বা প্রকাশভঙ্গি যদি পারিভাষিক হয়, তবে পাঠকদের সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন যে, শব্দটি পারিভাষিক। 'ব্লাকহোল' শব্দটি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের একটি পরিভাষা কিংবা 'ক্যাটাসট্রফি' অংকশাস্ত্রের একটি পরিভাষা। এভাবে নতুন বিদেশী শব্দ পাঠকের গোচরে আনা অর্থান্তরকে সহজ করে।

চার, সাংবাদিক/ অনুবাদককে তাৎক্ষণিকভাবে শব্দ তৈরি করতে হয়। সেজন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক সংশয় দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। এস্ট্রোনটের বাংলা করা হয়েছিল 'মহাশূন্যচারী' 'নভোযাত্রী' 'চন্দ্রনট' ইত্যাদি। 'চন্দ্রনট' গৃহীত হয়নি। অন্য দুটো এখনও চলছে। সেজন্য প্রতিদিন বা প্রতিসপ্তাহে যেসব নতুন শব্দ তৈরি করা হল তাদের মূল্যায়ন প্রয়োজন। অনেক পাঠকও সুন্দর পারিভাষিক শব্দ তৈরি করতে পারেন। তাঁদের মতামত লক্ষ্য করা যায়।

পাঁচ, বিদেশী শব্দ অনুবাদ/উচ্চারণে সংশয় থাকে বলে অনেক সময়ে পরবর্তী বিবেচনায় শুদ্ধ করে নেওয়ার পন্থা থাকা উচিত। 'আণবিক শক্তি কমিশন' সম্প্রতি পরমাণু শক্তি কমিশনে রূপান্তরিত হয়েছে অর্থগত শুদ্ধির বিবেচনায়।

ছয়, বিদেশী শব্দের যথার্থ উচ্চারণ ধারণ করতে হলে সেই ভাষার সহায়তা প্রয়োজন। যেহেতু ভাষীদের মধ্যে উচ্চারণের পার্থক্য থাকে সেই কারণে তাও নির্ভরযোগ্য হয়না। বিষয়টি জটিল ও কষ্টসাধ্য। সেইকারণে বাংলা উচ্চারণের প্রবণতাকে গুরুত্ব দেওয়া বাংলা সংবাদপত্রের জন্য সমীচীন। রেলকার Rail car শব্দটির আদর্শ উচ্চারণ 'রেইল কাহ্' হবে কিন্তু সেই বানান বাংলায় গৃহীত হবে না। 'প্রাইভেট কার' ইত্যাদির অনুষঙ্গে 'রেইল বা রেলকার' হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পরিভাষা

বাংলা সংবাদপত্রের জগতে বিদেশী পরিভাষার আগমন একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। সংবাদ বলতে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমররীতি, কূটনীতি তথা তাবৎ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়কে বুঝতে হবে। সংবাদ যে-বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, সেই বিষয়ের পরিভাষা সংবাদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ফলে সংবাদপত্রে যখন যেই বিষয় সংবাদ হবে তখন সেই বিষয়ের পরিভাষাও আসবে। বাংলা সংবাদের অন্যতম উৎস ইংরেজী ভাষা হওয়ার কারণে ইংরেজী ভাষায় বিভিন্ন বিষয়-ভিত্তিক যে-পরিভাষা প্রচলিত থাকে তাই হাজির হয় বাংলা সংবাদপত্রের সাংবাদিকের সামনে। তাঁকে পারিভাষিক মর্যাদায় রূপান্তরিত করতে হয় বাংলায়। সুতরাং বাংলা সাংবাদিকের ঘাড়ে দ্বিবিধ দায়িত্ব এসে পড়ে। এক, ইংরেজীর মূল পরিভাষাটি যথাযথ বুঝতে পারা; দুই, তার যথাযথ বাংলা রূপান্তর করন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের ইংরেজী সংবাদপত্রের সাংবাদিককে প্রথম কাজটি করতে হয় । দ্বিতীয়টি করতে হয় না । বাংলা সংবাদপত্রের কর্মীদের দুটো কাজই সমান দক্ষতার সংগে করতে হয় । সে কারণে বাংলা সংবাদপত্রের সাংবাদিক/অনুবাদককে বিষয়জ্ঞান ও ভাষাজ্ঞান দুটোই নিয়ন্ত্রণ করতে হয় । কোনোটির কমতি ঘটলে তখনই বিপর্যয় ঘটে ।

প্রতিটি ভাষায় অজস্র শব্দ থাকে । কোনো শব্দ প্রাত্যহিক, কোনো শব্দ সাহিত্যিক, কোনো শব্দ প্রচলিত, কোনো শব্দ অচলিত, কোনো শব্দ নিজস্ব, কোনো শব্দ ঋণকৃত । পরিভাষাও এক ধরনের শব্দ । পরিভাষার বিশেষত্ব এই যে, এগুলো যে-কোনো জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় প্রাধান্য বিস্তার করে, পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহৃত হয় । রাজশেখর বসু বলেছেন,

> পরিভাষা হচ্ছে সংক্ষেপার্থ শব্দ । অর্থাৎ যে শব্দের দ্বারা সংক্ষেপে কোনোও বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্ত করা যায়, তা পরিভাষা । যে শব্দের অনেক অর্থ, সে শব্দও যদি প্রসংগ-বিশেষে নির্দিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হয় তবে তা পরিভাষাস্থানীয় । সাধারণত 'পরিভাষা' বললে এমন শব্দ বা শব্দাবলী বোঝায় যার অর্থ পন্ডিতগণের সম্মতিতে স্থিরীকৃত হয়েছে এবং যা দর্শন বিজ্ঞানাদির আলোচনায় প্রয়োগ করলে অর্থবোধে সংশয় ঘটেনা ।

এই শতাব্দীতে তথ্য ও জ্ঞানের যে অভাবিত উন্নতি ঘটেছে, তার অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়েছে পরিভাষার সংখ্যাবৃদ্ধিতে । এখন কমপিউটার, জেনেটিক্স ভাষাবিজ্ঞান ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এত রকম পরিভাষা সৃষ্টি হচ্ছে, তার খোঁজ রাখা এসব বিষয়ের পন্ডিতের পক্ষেই দুঃসাধ্য । এ ধরনের পরিস্থিতিতে সাংবাদিকতাও যে নাজুক অবস্থায় পড়বে তা বলা বাহুল্য । আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের মধ্যে ব্যাকরণভীতি আছে । ব্যাকরণ-কণ্টকিত বিষয়াবলী তাঁরা অপছন্দ করেন । কিন্তু ভাষার ব্যবহার বিষয়টিই ব্যাকরণিক । যিনিই ভাষা প্রয়োগ করবেন, শুনবেন, বুঝবেন, লিখবেন, বলবেন, তাঁকেই জেনে হোক না জেনে হোক, ব্যাকরণের দরবারে ধরণা দিতে হবে ।

পরিভাষা নির্মাণ করতে হলেও ব্যাকরণের কিছু সাধারণ জ্ঞান প্রয়োজন । ভাষার কাজকর্ম করব অথচ ব্যাকরণ উপেক্ষা করব, তা হয় না ।

ব্যাকরণ শব্দটিও একটি পরিভাষা । ভাষার নিয়মকানুনের বিবরণই ব্যাকরণ । ভাষায় শব্দ তৈরীর নিয়ম আছে । মানুষ নানা প্রয়োজনে নতুন শব্দ নির্মাণ করে । পরিভাষা এক ধরনের নতুন শব্দনির্মাণকৌশল ছাড়া আর কিছু নয় ।

বাংলা ভাষায় পরিভাষা নির্মাণ করতে হলে কিংবা বিদেশী পরিভাষা অর্থান্তর করতে হলে সাংবাদিককে শব্দনির্মাণের নীতিমালা সম্বন্ধে জানতে হবে ।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষার রূপতত্ত্বে (morphology) উপসর্গ, অনুসর্গ, প্রত্যয় ও বিভক্তি, সন্ধি ও সমাস গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । এগুলো হলো শব্দগঠনের কৌশল । কীভাবে কোন উপাদানের সঙ্গে কোন উপাদান যোগ করবেন, কোন শব্দের সঙ্গে কোন শব্দ যোগ করে কোন অর্থ নির্দেশ করবেন তার কৌশল হলো রূপতত্ত্ব । পরিভাষা নির্মাণ করতে হলে ভাষা উপাদানের বৃত্তি বা function সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে । ধরুন, 'বিদ্যা' একটি শব্দ আমরা জানি । এই শব্দটির আগে 'অতি' + যোগ করে 'অতিবিদ্যা', 'অধি' + যোগ করে 'অধিবিদ্যা', "অপ" + যোগ করে "অপবিদ্যা", "অনু" + যোগ করে 'অনুবিদ্যা' হয় । সবগুলো শব্দ আমাদের প্রয়োজন নেই বলে আমরা তৈরী করি নি । শুধু 'অধি' যোগ করে 'অধিবিদ্যা' 'পরা' যোগ করে 'পরাবিদ্যা' করেছি । কিন্তু 'অতিবিদ্যা' কিংবা 'অনুবিদ্যা' করিনি । এমন এক সময় আসতে পারে যখন প্রয়োজন হবে শব্দদুটো তৈরী করার । শব্দগঠন-প্রক্রিয়া জানা থাকলে, উপাদানগুলোর বৃত্তি বা functions জানা থাকলে, কাজটি সহজ ও যুক্তিগ্রাহ্য হয় ।

সাংবাদিকেরা পরিভাষা তৈরী করতে পারেন, পরিভাষা প্রচার করতে পারেন ও পরিভাষায় মূল্যায়ন করতে পারেন । জ্ঞানবিস্তারে সাংবাদিকদের জুড়ি পাওয়া ভার ।

প্রতিবর্ণীকরণ

সংবাদপত্রের কর্মীরা প্রতিদিন বিদেশী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ করার সমস্যার মুখোমুখি হন । প্রতিবর্ণীকরণ বলতে দুধরনের কর্ম বোঝানো হয় । কোনো ধ্বনিকে বর্ণে ধারণ করার নিয়ম এক ধরনের প্রতিবর্ণীকরণ, আর এক ভাষার লিখিত শব্দকে অন্য ভাষায় লিখিত রূপ দিয়ে তার ধ্বনিমূল্য স্থানান্তর করা অন্য ধরনের প্রতিবর্ণীকরণ । সংবাদপত্রের কর্মীদের কাছে ধ্বনিময় শব্দ আসে না, আসে রেখাময় শব্দ (word), সাধারণত বিদেশী ভাষার শব্দ । বাংলা সংবাদ-মাধ্যমগুলো ইংরেজী ভাষানির্ভর বলে অধিকাংশ বিদেশী শব্দ আসে ইংরেজী বর্ণমালার মাধ্যমে । শব্দের উচ্চারণের ইঙ্গিত থাকে না বলে সংবাদপত্রের কর্মীদের সাধারণত নির্ভর করতে হয় কান্ডজ্ঞানের ওপর অথবা ঐতিহ্য হিসেবে পাওয়া রেওয়াজের ওপর ।

সংবাদ-মাধ্যমে আসা নাম কিংবা শব্দ যদি পূর্ব-পরিচিত হয় তবে তার বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে সমস্যা হওয়ার কথা নয় । ক্লাইভ, এলিজাবেথ, জেম্‌স্ কেনেডী, আব্রাহাম লিংকন, জেসী জ্যাকসন, সোফিয়া লরেন, চার্লস, ডায়ানা কিংবা লন্ডন, ওয়াশিংটন, মস্কো, বন, মক্কা, রিয়াদ ইত্যাদি নামের প্রতিবর্ণীকরণ রেওয়াজের মাধ্যমে স্থিরতা লাভ করেছে । সমস্যা দেখা দেয় তখন যখন নামটি পূর্ব-পরিচিত হয় না । কিংবা নামের বানানে ও উচ্চারণে বৈষম্য থাকে । কলকাতা

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৫-৩৬ সালে বাংলা বানানের নিয়ম সূত্রবদ্ধ করতে গিয়ে বিদেশী শব্দের বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের কিছু নীতিও নির্ধারণ করেছিলেন। 'চলন্তিকা' ও 'সংসদ অভিধান' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়মের মধ্যে প্রদত্ত প্রতিবর্ণীকরণ সূত্র ধারণ করে আছে।

বাংলা বানানের ১০ নং সূত্রের কিছু অংশের উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে:
"বিদেশী শব্দে মূল উচ্চারণ অনুসারে s স্থানে স, sh স্থানে শ হইবে, যথা– 'আসল, ক্লাস, খাস, জিনিস, পুলিস, পেনসিল, মসলা, মাসুল, সবুজ, সাদা, সিমেন্ট, খুশি, চশমা, তক্তপোশ, পশম, পোশাক, পালিশ, পেনশন, শখ, শৌখিন, শয়তান, শরবৎ, শরম, শহর, শার্ট, শেক্স্পিয়র"। এই সূত্রের কিছু ব্যতিক্রমও নির্দেশ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে – ইস্তাহার (ইশ্তিহার), গোমস্তা (গুমাশতাহ্), ভিস্তি, (বিহিশ্তী), খ্রিস্ট (Christ)। বিদেশী শব্দের s- ধ্বনির জন্য বাংলায় 'ছ' বর্ণ বর্জনীয় বলে মত প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু প্রচলিত বাংলা বানানে ছ থাকলে এবং উচ্চারণে ছ হলে সেখানে প্রচলিত বানানই বজায় থাকবে– যথা কেচ্ছা, ছয়লাপ, তছনছ, পছন্দ। 'তছনছ' ছাড়া অন্য শব্দের বানান এখন 'স'কে স্বীকার করে নিয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে প্রতিবর্ণীকরণ সূত্র নির্দেশ করেছেন তা বাংলায় প্রতিবর্ণীকরণ কিছুটা সুশৃংখল করতে পেরেছে। অধুনা গবেষকেরা যে ধরনের প্রতিধ্বনিকরণ ছক ব্যবহার করছেন, সাংবাদিকেরাও যতটা সম্ভব সেই ছক ব্যবহার করলে বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ পদ্ধতি সমরূপতা অর্জন করতে পারবে।

সার্থক প্রতিবর্ণীকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ভাষাগুলোর ধ্বনি-প্রতিসাম্য সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে ইংরেজী ভাষার অনেক শব্দের লেখ্য রূপও উচ্চারিত রূপের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য আছে। অনেক শব্দে অনুচ্চারিত বর্ণ কিংবা বর্ণগুচ্ছ থাকে। প্রতিবর্ণীকারী অনুচ্চারিত বর্ণের প্রতিবর্ণীকরণ করে অনর্থক সমালোচনার সম্মুখীন হতে পারেন। অনুচ্চারিত বর্ণের তথ্য না জানার ফলে লেস্টারকে লাইসেসটার গ্লস্টারকে গ্লসেস্টার বানান করা হয়ে যেতে পারে। ইংরেজী উচ্চারণ-অভিধান এ ধরনের উচ্চারণ ও বানান বিভ্রাটের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

ইংরেজী বর্ণমালার বাংলা প্রতিবর্ণীকরণের একটি সাধারণ নমুনা ছক দেওয়া হল:

a = অ যেমন: all, call.
a = আ architecture, barbara, pamela.
b = ব bus, abrupt, superb.

www.pathagar.com

c = ক cab, lacuna, lac.
স ceiling, cellophane.
ch = চ chagrin, chenevix.
ch = চ channell, chaucer, choice chalk.
ch = ক choir, cholera.
c = স cider, circulation, ciger.
cl = ক্ল clay, clerk.
cy = স cyrllic, cyrus.
cz = জ czar.
cz = চ czech.
d = দ damascus, dehradun, dante.
d = ড daffodil, diary.
dr = ড্র drive, drum.
e = ই effect, electron, english.
e = ঈ each, eager, east.
e = এ eamon, ebony.
ec = এক eccentricity.
ed = এড৺এজ education.
e = আ early, earn
ex = এক্স extra, extreme.
ex = এগ examination, example.
e = আ eye.
f = ফ face, fact.
g = গ game, gaboon.
h = হ habit, hysteria.
i = আ ibis, ice, ideal, ivory.
i = ই igloo, ill.
j = জ jacket, jag.
k = ক key.
kn = ন knee, knife.
l = ল lack, lady.
m = ম man, musk
mc = ম্যাক্ mcbride, mcdonald.
mn = ন mnemonic

www.pathagar.com

n = ন name, nancy.
o = ও over, bone.
o = অ otis, orly, organ, oxford.
o = আ out, oust.
p = প pain, park.
ph = ফ phallic, phantom.
pn = ন pneumonic.
ps = স pseudo, psychology.
pt = ট ptolemy.
q = ক quantity, quantum.
r = র race, radio.
rh = র rhythm.
s = স sabotage, safari
sc = স্ক scotch, scooter.
sh = শ shall, shampoo.
sk = স্ক sky, skinner.
sl = স্ল slag, slate.
sn = স্ন snow, snigger.
sy = সি syndicate, sympathy.
t = ট table, taboo, tax, taxi.
t = ত tatar, tunis
th = থ thanks, theatre.
tr = ট্র tragedy, train.
u = উ uganda, ursula.
u = আ ugly, ultra, umbrella.
u = ইউ unisex, university.
v = ভ vote, van gogh, venus.
w = ওয়া wagon, water.
wh = হ whip, white.
wr = র wrangler, wrench.
x = জ xylophone.
xh = ক xhosa.

www.pathagar.com

মুদ্রণ ঃ প্রযুক্তিগত সমস্যা

কামাল লোহানী

"পুরাকালে গ্রীসে মেফিস্টোফিলিস নামে একজন অতি গোবেচারা দেবতা ছিল। সে ছিল অত্যন্ত সজ্জন ও ভদ্রলোক। শৈশবেই সে বিদ্যার্জনে ব্রতী হয়ে অচিরেই বিপুল বিদ্যার অধিকারী হয়। এতে গ্রীসের বিদ্যাদেবী তার উপর কুপিত হয়ে তার বিদ্যা কেড়ে নেয় এবং তাকে গ্রীসের দেবলোক থেকে বহিষ্কার করে দেয়।

ভাগ্যবিড়ম্বিত মেফিস্টোফিলিস মানুষকে ভুল বিদ্যা শেখানোর এবং তার বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জনে অন্তরায় সৃষ্টির মাধ্যমে তার উপর এই অবিচারের প্রতিশোধ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই উদ্দেশ্যে সে কয়েক কোটি বছর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে বেড়ায়। ১৪৫৬ সালে গুটেনবার্গ যখন ছাপাখানা আবিষ্কার করেন মেফিস্টোফিলিস তখন জার্মানীতে। তক্ষুনি সে ফুড়ুৎ করে ছাপাখানায় ঢুকে পড়ে। কারণ এটাই বিদ্যা ও জ্ঞান ছড়িয়ে দেবার আসল জায়গা। এখান থেকেই সে বিদ্যার মূলে আঘাত হানতে পারবে। এরপর ছাপাখানায় ভুলচুক হতে থাকে তার কারসাজিতেই।

এর কিছুদিন পরেই ফাউস্টের সংগে মেফিস্টোফিলিসের ঠোকাঠুকি শুরু হয়। ফাউস্ট তাকে এই অপকর্ম থেকে বিরত থাকতে বলে। কিন্তু মেফিস্টোফিলিস তাতে আরো চটে যায়।

গ্যেটের মূল ফাউস্ট মহাকাব্যে এই বিষয়ের উল্লেখ ছিল। কিন্তু মহাকাব্যটি যখন প্রকাশিত হলো তখন দেখা গেল ঐ অংশটি একেবারে গায়েব হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, এটা ছিল মেফিস্টোফিলিসের কীর্তি।

এরপর যেখানে ছাপাখানা স্থাপিত হয়েছে, সেখানেই মেফিস্টোফিলিস তার চেলাচামুণ্ডাদের পাঠিয়েছে এবং তারা আজতক দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে।"

ছাপাখানার ভুলের উৎস ঘাঁটতে গিয়ে হাল জামানার এক গল্পকার 'ছাপার ভুলের আসল রহস্য' নামে একটি চমৎকার গল্পই ফেঁদে বসেছেন। কিন্তু গল্পে যাই থাক না কেন, মুদ্রণ-প্রমাদ সংবাদপত্রের একটা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তবে এর যেমন মানবিক কারণ আছে, তেমনি রয়েছে যান্ত্রিক কারণও।

www.pathagar.com

"মুদ্রাকর প্রমাদবশতঃ 'তুষার পাতে ৭ জনের মৃত্যু' শিরোনামে প্রথম পাতায় প্রকাশিত সংবাদের তৃতীয় পংক্তিতে' ----- তুষার পাতে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে'র স্থলে 'তোষা পাটে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে' ছাপা হয়েছে । এজন্য আমরা দুঃখিত ।" অথবা অমুখ খবরের অমুক লাইনে 'ব্যাপক' শব্দের বদলে 'রিপোর্ট' পড়তে হবে । ----- এমন সংশোধনী আগে প্রায়শঃই দেখা যেতো । নিচে লেখা থাকত 'বার্তা সম্পাদক' । একটু খেয়াল করলেই মনে পড়বে সংবাদপত্রের পাতায় আপনার চোখে পড়তো এমন একটি ছোট্ট 'বক্স' ।

সংবাদপত্র বা অন্য যে কোন প্রকাশনার ক্ষেত্রে মুদ্রণের সবচেয়ে বড় একটি সমস্যা হলো ছাপার ভুল । ছাপাখানার ভুলের একটা নিজস্বতা বা বৈশিষ্ট্য আছে । তার শুরু ছাপাখানার জন্মলগ্ন থেকেই । তাই 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' -- ভুল যেই করুক আর যেকোন কারণেই ভুল হোক না কেন, ছাপাখানার ঐ ভূতের কাঁধেই যত দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব সেরে ফেলি অথবা এড়িয়ে চলি ।

সংবাদপত্রে বাংলাভাষা ব্যবহারের রীতিনীতির সংগে মুদ্রণ-প্রযুক্তির একটা গভীর যোগ রয়েছে, একথা অনস্বীকার্য । মুদ্রণ পদ্ধতির পরিবর্তন যেমন হয়েছে, তেমনি হরফের রূপান্তর ঘটেছে । সংগে সংগে অলংকরণেও যুক্ত হয়েছে নানা কৌশল । আমরা কাঠের হরফ থেকে শুরু করে প্রবেশ করেছি অত্যাধুনিক কম্পিউটার-প্রযুক্তির যুগে । কিন্তু নানাবিধ খুঁটিনাটি সমস্যা ছাড়া এ যাবৎ আমাদের কাছে ছাপার ভুলটাই সবচেয়ে বড় মুদ্রণ-সমস্যা বলে মনে হয়েছে । অবশ্য কম্পিউটার-প্রযুক্তি যে হারে আমাদের দেশের দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রয়োগ করা শুরু হয়েছে তাতে মনে হচ্ছে – একসময় আসবে, যখন কৃচিৎ কদাচিৎ ভুল হওয়া ছাড়া নিয়মিত সংশোধনী বিভাগ দরকারই হবে না, এমনকি সাংবাদিকের প্রয়োজনও তুলনামূলকভাবে কমে আসবে এবং তখন বেকারত্বের সমস্যাটাই প্রকট হয়ে দেখা দেবে ।

যেহেতু কম্পিউটারে খরচ অনেক কম, ভুলও অনেক কম হয় এবং অফসেট ছাপায় কাগজও দেখতে সুন্দর লাগে । আর নতুনত্বের ছাপতো আছেই । তাই, মালিকরা আজকাল সংবাদপত্রে এই নতুন প্রযুক্তি-প্রয়োগে আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসছেন ।

হ্যান্ড, মনো বা লাইনো কম্পোজের তুলনায় ফটোকম্পোজ পদ্ধতির যন্ত্রপাতির খরচ অনেক বেশি কিন্তু জনশক্তির প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে কম । ফলে সরঞ্জাম একবার বসাবার পর কম খরচে আয় হয় ঢের । ছাপা ঝকঝকে, টাইপফেস আকর্ষণীয়, পরিচ্ছন্ন চেহারা, কে না চায় এমন তকতকে ছাপা একটি পত্র- পত্রিকা, বই বা যে কোনো প্রকাশনা । তাই অনেকেই সাহস করে ফটোটাইপ সেটারে কম্পোজ করে কাগজ প্রকাশ করছেন । কিন্তু মুদ্রণের ক্ষেত্রে ভুলের আশঙ্কা কমে আসলেও থেকেই যাচ্ছে ।

www.pathagar.com

ভুলের কারণ

যাই হোক, আমাদের ধারণা, ছাপার ভুলের অনেক কারণ আছে । আর ভুলের জন্য দায়ী সবাই । কেবলমাত্র ছাপাখানার ভূত এর জন্য দায়ী নয় । এর জন্য দায়ী সম্পাদক, কম্পোজিটর, সংশোধনী বিভাগের কর্মী, ছাপাখানার সংশোধক, এবং অন্য কোনো কোনো শাখার ছাপাখানা-কর্মী অর্থাৎ যেকোন স্তরেই এ ভুল হতে পারে ।

খুঁজতে গেলে দেখা যাবে যে, অজ্ঞতা, অসাবধানতা, তাড়াহুড়া ও গাফিলতিই তাদের ভুলের কারণ । তাছাড়া যান্ত্রিক কারণেও ছাপার ভুল হওয়া বিচিত্র নয় । তবে ছাপার ভুলের জন্য রিপোর্টারদেরই শুধু দায়ী করা যাবে না । তাদের রিপোর্টে তথ্যগত বা ভাষাগত যেকোন ভুল শুদ্ধ করার দায়িত্ব ডেস্কে কর্মরত সাংবাদিকদের । সুতরাং রিপোর্টে যদি বানান, যতিচিহ্ন, বা শব্দ ব্যবহারে ভুল থাকে তাহলে সম্পাদকদের তা অবশ্যই দূর করতে হবে । সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক যদি তা দূর করতে ব্যর্থ হন তাহলে ছাপার ভুল থেকে যাবার আশংকা থাকবেই ।

ছাপা হয়ে বেরোতে সংবাদপত্রের কয়েকটি স্তর পেরোতে হয় । মুদ্রাক্ষর-বিন্যাস, হাতে কিংবা মনো অথবা লাইনো মেশিনে, ফটোটাইপসেটারে বা কম্পিউটারে– যে পদ্ধতিতেই হোক না কেন প্রুফ সংশোধন, ছাপাখানার কারেকশন হ্যান্ডের সংশোধন, তারপর আরও কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে পত্রিকা ছাপার মেশিনে পৌঁছায় । ধরুন, সম্পাদক ভাষাগত ভুল সংশোধন করলেন না এবং পরবর্তী কোনো স্তরেও তা শুধরে দেওয়া হলো না কিংবা হয়তো সম্পাদক ঠিকই কপি সংশোধন করে দিলেন কিন্তু কম্পোজিটর কম্পোজে ভুল করলেন আর প্রুফ রীডার ভুল সংশোধন করলেন না, এমন অবস্থাতেও তো ছাপার ভুল থেকে যাবে । কিংবা প্রুফ রীডার যে সংশোধন করলেন ছাপাখানার সংশোধনকর্মীরা তা হয়তো সংশোধন করলেন না । সেক্ষেত্রেও ভুল থেকে যেতে পারে ।

বাংলা খবরের কাগজে ভুলের একটি প্রধান কারণ হাতে লেখা কপি । ইংরেজী সংবাদপত্রে কপি সাধারণতঃ টাইপ করে দেয়া হয় এবং এতে ভুলের আশংকা থাকে কম । কিন্তু যেহেতু বাংলা কপি হাতে লিখে দিতে হয়, তার ফলেই ভুলের এই আশংকা উড়িয়ে দেওয়া বেশ কষ্টকর, কারণ বিভিন্ন লোকের হাতের লেখা বিভিন্ন ধরনের । কারো কারো হাতের লেখা এমনই যে পাঠোদ্ধার করাই দুঃসাধ্য । আবার কোনো কোনো প্রুফ রীডারের হাতের লেখাও খুব একটা সহজবোধ্য হয় না । তাই বাংলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ছাপার ভুলের আশংকা থেকে যায় । ফলে ছাপার ভুল কখনও এমন মারাত্মক হয় যে, মুদ্রণ বিভ্রাটের জন্য সংবাদপত্রের ক্ষমা চাইতে হয় । মাঝে মাঝে লজ্জায় পড়তে হয় । এমনকি সম্পাদককে আদালত অবমাননা কিংবা মানহানির জন্য মামলায় পড়ে কাঠগড়ায়ও দাঁড়াতে হয় ।

www.pathagar.com

যতিচিহ্ন ব্যবহার

অজ্ঞতা, অসাবধানতা, দ্রুততা এবং গাফিলতির জন্য যথাস্থানে অনেক সময় যতিচিহ্ন বসানো হয় না বা পড়ে না । আর এ ভুল সম্পাদক থেকে শুরু করে সংবাদপত্র প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত যে কোনো কর্মীর হাতেই হতে পারে ।

ধরুন, 'এখানে বসিবেন না, বসিলে জরিমানা করা হইবে' এই বাক্যটি বসবে । এই বাক্যটি প্রকাশের সময় 'না' শব্দটির পরে যে কমা চিহ্নটি বসার কথা তা যদি কোনো কারণে আগে অর্থাৎ "বসিবেন" এই শব্দটির পরে বসে, তাতে বাক্যের অর্থ একেবারেই পাল্টে যাবে নাকি ? এটি একটি সাধারণ উদাহরণ । কিন্তু যতিচিহ্ন কিংবা উর্ধ্বৃতিচিহ্ন সঠিকভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় না বসলে যে কী অঘটন ঘটায় ছাপার পর নিজেদের চোখে পড়লে তখন বোঝা যায় । অথবা টেলিফোনে পাঠকেরা বিরক্তি প্রকাশ করেও তা বুঝিয়ে থাকেন । অনেক সময়ে লজ্জায়ও পড়ে যেতে হয় ।

যান্ত্রিক সমস্যা

তবে যান্ত্রিক কারণেও যে অনেক সময়ে মুদ্রণে সমস্যা সৃষ্টি হয় না তা নয় । যেমন, ফর্মা ঠিকমতোন ইম্পোজ করা না হলে, চারদিকের লোহার বাঁধুনি যদি খুবই জমাট বা টাইট না হয় তবে যে কোনো ফর্মা ভেঙে যাবার আশংকা থাকে । কখনো কখনো টাইপ উঠে যায় । ফলে শব্দের কোনো কোনো অক্ষর ছাপাই হয় না । অথবা স্টোন ইম্পোজিশনে চাবি দিয়ে লোহার ভারি চৌকোণা বেড়ের সঙ্গে সাজানো অক্ষরের ঐ বিশেষ পাতাটাকে টাইট করে লাগানোর পর কোথাও উঁচু নিচু থাকলে 'চিপ্পি' দিয়ে সে জায়গাটাকে সমান করতে হয় । নাহলে ছাপার সময়ে দেখা যায় যে ঐ জায়গাটা হয়তো উঠলই না অথবা অস্পষ্ট ছাপা হলো । তাই পিচবোর্ডের গায়ে লেই বা আঠা লাগিয়ে ফর্মার পেছনে ঠিক জায়গায় ওটাকে সেঁটে দিতে হয় । তবেই সঠিক ছাপা পাওয়া যায় ।

সনাতনী প্রথায় ছাপতে গেলে কখনোবা দেখা যায়, ছাপাযন্ত্রের চাপ পড়তে পড়তে হাল্কা ফেসের অক্ষরটার মাথা ভেঙে গেছে, ফলে ছাপা সুদৃশ্য, মসৃণ লাগছে না । তাই তখনই বিশেষ অক্ষরটাকে পাল্টে দিতে হয় । মনোটাইপে সুবিধা, তাতে হটমেটালে কাজ হয় এবং প্রতিনিয়ত ইচ্ছা করলেই বা মনোটাইপ মেশিন থাকলেই টাইপ প্রতিদিনই পাল্টে নতুন টাইপ ব্যবহার করা সযায় । লাইনো টাইপেও প্রতিদিনই নতুন টাইপ ব্যবহার করতে পারা যায় । লাইনকে লাইন শুধরে দেয়া যায় । কারণ কম্পোজের সময় ওটা এককে লাইন টাইপ করে বের হয়ে আসে ।

এই তো তিন দশক আগেও রাত তিনটে চারটেয় যখন প্রেসে শেষ সংবাদ পৌঁছে দিয়ে ভোররাতে দলবেঁধে রাতের বার্তা বিভাগের কর্মীরা রাস্তায় বেরুতাম, তখনও ছাপার ব্যবস্থা এমন সনাতন ছিল যে, মেল ধরার কোন তাড়াই ছিল না ।

www.pathagar.com

একেবারে ছিলনা বললে ভুল হবে, তবে আজকের মতন রাত বারোটা না বাজতেই Last News দিতে হতো না। কারণ রাতের শিফট শুরুই হতো রাত দশটা থেকে। প্রেস ম্যানেজার বা ফোরম্যানের হাতে নিউজ প্রিন্টের প্যাড ভাঁজ করে তখনকার সাতকলামের খবর কাগজের প্রথম পাতা কিভাবে সাজানো হবে, তা দেখিয়ে দিয়ে চলে গেলেই পরদিন কাগজ ঠিকমতনই বেরিয়ে যেতো। তবে অবশ্য তখন কাগজে যে সব সংবাদ যে যে পাতায় পরিবেশন করা হতো, তাতে শিরোনামের ধরন বহুবিধ ছিল এবং রাইট-আপ বা সংবাদ সূচনাও বিভিন্ন আকারে নানা হরফে তৈরি হতো। আর প্রথম পাতার সংবাদগুলো কোনটা কোনভাবে অর্থাৎ ফার্স্ট নিউজ, সেকেন্ড নিউজ, থার্ড নিউজ– এমনভাবেই নির্দেশ করে দেওয়া হতো, প্রেসে পাঠাবার সময়েই। তাছাড়া কত পয়েন্টে ক'কলামে কোন শিরোনামটা হবে এবং কোন খবরের কটা শিরোনাম থাকবে তাও বলে দেওয়া হতো। ফলে প্রেসের স্টোনে বসিয়ে শুধু মেকআপ করে ইম্পোজ শেষে ফ্ল্যাটবেড ছাপার মেশিনে চাপিয়ে দিলেই কাগজ ছেপে বেরিয়ে আসতো। ডেসপ্যাচ সেকশনে ভোর রাতে লোক আসতো, হাতে ভাঁজ করে এজেন্টের মাধ্যমে হকারদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। অনেক খবরের কাগজেই এ পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিকতার ছোঁয়ায় রোটারী মেশিনে ছাপার সময়ে কাগজ মেশিনেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাঁজ হয়ে এবং একশো একশো কোরে ভাগ হয়ে এসে জমা হচেছ। শুধু প্যাকিং করেই বিতরণ করা সম্ভব হচ্ছে আজকাল।

মুদ্রণপদ্ধতির প্রযুক্তিগত বিবর্তন

মুদ্রণ গণযোগাযোগের অন্যতম পুরনো মাধ্যম। আর তাই সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত – এই সুদীর্ঘ অভিযাত্রায় এর পরিবর্তনও হয়েছে অকল্পনীয়। প্রাথমিক পর্যায়ে লিথোগ্রাফি এবং অফসেটের সমন্বয়ে ছাপার ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক বিবর্তন সাধন করা হলো – তাকে বলা হয়েছে প্লেনোগ্রাফিক মুদ্রণপদ্ধতি এবং এই পদ্ধতির প্রবর্তনের সংগে সংগে প্রাচীন ও আদি লেটারপ্রেস কম্পোজরীতির পরিবর্তে ফোটোগ্রাফিক কম্পোজ পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং বাস্তবায়ন বেশ খানিকটা দ্রুততার সংগেই এগিয়ে গেল। ফলে অত্যন্ত অভিজ্ঞ এবং যশস্বী ছাপাখানা-কর্মীও এই পরিবর্তনের সংগে তাল মিলিয়ে চলতে বেশ অসুবিধাই বোধ করছিলেন। এছাড়া এই নতুন রীতির সংগে নিজেদের খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সহজলভ্য যন্ত্রপাতির অভাবও অন্তরায় সৃষ্টি হলো এবং এর ফলে সমস্যার সৃষ্টি হলো ব্যবস্থাপনা ও পেশার ক্ষেত্রেও।

সুতরাং ষোড়শ শতাব্দীর শুরু থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর ফটো মেকানিক্যাল পদ্ধতি অর্থাৎ লিথোগ্রাফি ও অফসেট রীতির মুদ্রণ ব্যবস্থার উদ্ভাবন পর্যন্ত লেটারপ্রেসে কাজ হতো, কম্পোজ হতো বিচল হাতেধরা হরফ বিন্যাস করে,

www.pathagar.com

অলংকরণে ব্যবহার করা হতো কাঠের খোদাইকরা ব্লক আর ফ্ল্যাট মেশিনে ছাপা হতো । ১৯১০ সালে অফসেট পদ্ধতির আবিষ্কারের সংগে সংগে লিথোগ্রাফিও মুক্তি পেতে শুরু করলো, পুরো পাতা কম্পোজ মেটারে ইম্পোজ করে দারুণ ওজনী স্টোন ব্যবহার শেষ হয়ে গেল । স্টোনের পরিবর্তে এবার এলো 'জিংক শীট' । আর সেই শীট সিলিন্ডারে পেঁচিয়ে নতুন ছাপা রীতির উদ্ভাবন হলো, মুদ্রণযন্ত্রেও এলো নবতর পরিবর্তন, ফলে ফ্ল্যাটবেড মেশিনের জায়গায় এলো রোটারী মেশিন । রোটারী ছাপাযন্ত্র এলে কি হবে, পঞ্চাশের দশকেও কিন্তু নানান কারণে লেটারপ্রেসের (সরাসরি মুদ্রণপদ্ধতি) প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হলো না । কিন্তু ক্রমোন্নতির সংগে সংগে দুনিয়াজোড়া অফসেট প্রেসে ছাপার ঝোঁক বাড়তে লাগলো । ছাপার মান উন্নত হলো । রংবেরংয়ের ছাপা শুরু হলো । বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে লেটেরপ্রেসের প্রাধান্য অব্যাহত রইলো বহুদিন পর্যন্ত । বাংলা সংবাদপত্রের দুই শত বছর পূর্ণ হলেও তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে সংবাদপত্রের সংখ্যা ছিল হাতে গোণা এবং পাঠক সংখ্যা ছিল নগণ্য । সুতরাং ছাপার প্রয়োজনে প্রেসের পরিবর্তন সাধন অথবা নব্য প্রযুক্তিগ্রহণ খুব একটা আকর্ষণীয় ছিল না, কারণ বাণিজ্যিক দিক থেকেও তা লাভজনক হয়ে ওঠেনি তখনও । প্রকাশনা-ক্ষেত্রেও এর খুব একটা ব্যতিক্রম ঘটেছিল বলে উল্লেখ করা যাবে না । তবে সংবাদপত্র-জগতে এই বিস্ময়কর পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল এইদেশে, ইংরেজী দৈনিক মর্নিং নিউজ পত্রিকায় শীট-ফেড রোটারী মেশিন বসানোর মাধ্যমে ।

অক্ষরবিন্যাস বা টাইপ-ফেস

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইউরোপ ও অন্যান্য দেশে নতুন পদ্ধতিতেই হরফ তৈরি করা হলেও হরফ তৈরির জন্য প্রাথমিক অবস্থায় নির্ভর করতে হতো ওলন্দাজদের ওপর । তারাই বিশ্বের সবখানে টাইপ সরবরাহ করতো । ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংলন্ডের মুদ্রাকররা হরফের জন্য একমাত্র ওলন্দাজদের ওপরই নির্ভরশীল ছিল । তারপর আবিষ্কৃত হলো নতুন ধরনের হরফ । কিন্তু ওলন্দাজদের হরফের ছাঁচে করতে হয়েছিল সে নিরীক্ষাও এবং সেটা করেছিলেন বিলেতের উইলিয়াম ক্যাসলন নামে এক ভদ্রলোক । তিনি প্রথম হরফ ঢালাইয়ের কারখানা স্থাপন করলেন । তবে হরফের উৎকর্ষ বা আকর্ষণীয় চরিত্র ও সস্তা দামের জন্য ওলন্দাজরা তখনও ব্যাপকভাবে বাজার দখল করেছিল । দু-একজন প্রসিদ্ধ বিলাতি প্রকাশক এখনও তাদের বই হল্যান্ড থেকে ছাপিয়ে নেন । কেননা, অন্যান্য দেশের তুলনায় হল্যান্ডে মুদ্রণের খরচ কম ।

কিন্তু মুদ্রণশিল্প এগিয়ে চলছিল দ্রুতলয়ে । তাই ছাপার কাজে সময় বাঁচাবার জন্য নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারে সবাই চিন্তিত ছিলেন । মুদ্রণের জন্য

www.pathagar.com

নানান ধরনের মেশিন আবিষ্কৃত হতে লাগল । কিন্তু হরফের ক্ষেত্রে কি হল ? ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মরগানথেলার নামে এক ভদ্রলোক এক নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন, এতে আর হাতে হরফ সাজিয়ে মুদ্রণের কাজ করতে হয় না । টাইপরাইটারে যেমন কী বোর্ড থাকে, এবং টিপলেই কাগজের ওপর অক্ষরের ছাপ পড়ে, আবিষ্কৃত যন্ত্রের সামনে তেমনি ভিন্ন ভিন্ন হরফের চাবি রয়েছে সাজানো এবং টিপলেই একটা গোটা লাইন বেরিয়ে আসে হটমেটালে ঢালাই হয়ে । আবিষ্কৃত এই মেশিনের নাম লাইনো মেশিন । এই যন্ত্রের পিছন দিকে একটি ম্যাগাজিনে বিভিন্ন হরফের ম্যাট্রিকসগুলো সুন্দর করে সাজানো থাকে । ম্যাট্রিকসগুলোর গায়ে হরফের ছাঁচ খোদাই করা । যন্ত্রের সামনের কী-বোর্ডে টিপ দিলে সেই বিশেষ অক্ষরটির 'ম্যাট্রিকস' নিজে থেকে বেরিয়ে চ্যানেলের ভেতর দিয়ে সামনে আসে । যন্ত্রের যে-অংশের ওপর এসে হাজির হয়, তাকে 'লাইনার' বলে । 'লাইনার' বিভিন্ন মাপের হয় । যে মাপের লাইন তৈরির প্রয়োজন, সেই মাপের 'লাইনার' এই যন্ত্রে লাগিয়ে নেওয়া যায় । এমনিভাবে এক লাইন পরিমাণ ম্যাট্রিকস সামনে পাশাপাশি এসে হাজির হলেই লাইনো অপারেটর যন্ত্রের একধারে বসানো একটি হাতলে চাপ দেয় । হাতলে চাপ দেওয়ার সংগে সংগেই ওই সাজানো ম্যাট্রিকসগুলো যন্ত্রের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট ঢালাই কলের ভেতর গিয়ে পড়ে । সেখানে গরম সীসার ওপর ম্যাট্রিকসগুলো একটা গোটা লাইন তৈরি করে দেয় । তারপর এই লাইনোগুলো পর পর সাজিয়ে ছাপার কাজে লাগানো হয় । ছাপা হয়ে গেলে, লাইনগুলো গলিয়ে ফেলে, আবার লাইন তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয় । ফলে ছাপার কাজে 'জাস্টিফিকেশন' অথবা পরে টাইপ 'ডিস্টিবিউশন' করতে হয় না । 'ইণ্টাটাইপ' নামে আর এক রকম হরফ সৃষ্টি করা হয়েছে । তা অনেকটা লাইনো টাইপের মত ।

এছাড়া 'মনোটাইপ' । এ পদ্ধতি লাইনো কম্পোজপদ্ধতি থেকে ভিন্ন । কিন্তু এতেও টাইপরাইটার-এর মতন কী-বোর্ড আছে । বোর্ডের বোতাম টিপলে 'রোল' করা কাগজের ওপর কতকগুলো ছিদ্র হয় । ওই ছিদ্রগুলো প্রয়োজনীয় অক্ষরের আকৃতিতে তৈরি । এই ছিদ্রযুক্ত কাগজটি ঢালাই ইউনিটের সংগে লাগিয়ে দিলে অক্ষর ঢালাই হয়ে যাবে এবং প্রতিটি হরফ ভিন্ন ভিন্ন থাকবে, লাইনো টাইপের মতন একটি লাইন হোয়ে বেরুবে না । যন্ত্রে স্বয়ংক্রিয় 'জাস্টিফিকেশন'-এর ব্যবস্থাও আছে । তার ফলে অক্ষরগুলো সাজাবার সময়ে আর 'জাস্টিফাই' করার দরকার হয় না । 'লাইনোটাইপ' আর 'মনোটাইপ'-এর মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য হচ্ছে, লাইনোটাইপে রচিত লাইনে কোনো ভুল থাকলে পুরো লাইনটাকেই পাল্টে দিতে হয় । মনোটাইপে শুধু অক্ষর বা হরফটা পরিবর্তন করলেই চলে ।

এক সময়ে খবরের কাগজের জন্য 'লাইনো' ও 'মনোটাইপ' বিশেষ উপযোগী

www.pathagar.com

ছিল । অধিকাংশ খবরের কাগজই এর কোন একটি ব্যবহার করত । তবে লন্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকা গোড়া থেকেই 'মনোটাইপ' যন্ত্র ব্যবহার করে আসছে । এ শতাব্দীর গোড়া থেকে আমরাও লাইনোটাইপ ব্যবহার করতে শুরু করেছি । আজ ফটোটাইপ সেটার ও কম্পিউটারে নতুন বৈপ্লবিক মুদ্রণ ব্যবস্থার সূচনা করেছে, তবু মনোটাইপ অনেক ছাপাখানায়ই আজও বর্তমান ।

এক সময়ে মুদ্রণবিদ বা টাইপ ফাউন্ডীর সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হতো নতুন কিছু না করার জন্য । হরফ তৈরিতে তাঁরা গোঁড়ামির আশ্রয় নিতেন । কিন্তু এখন এ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সনাতনী মনোভাব কেটে গেছে এবং নতুন নতুন আকৃতি-অবয়বে হরফ তৈরি করছেন শিল্পীরা, তাঁদের সৃজনী প্রতিভার মাধ্যমে ।

বিষয়বস্তু ছাপার জন্য আমরা ব্যবহার করি লাইনো ও মনোটাইপ । কিন্তু রচিত সংবাদ বা নিবন্ধ অথবা যে কোনো শিরোনামের জন্য বিশেষ ফেসের বড় বড় অক্ষর বা টাইপ ব্যবহার করা হয়, তাকে বলা হয় 'লুডুলো' । মেট্রিকসগুলো সাজিয়ে ইপ্সিত শব্দ বা বাক্য, যা শিরোনামের জন্য প্রয়োজন, তাকে ঐ মেশিনে চাপিয়ে দিলেই ঢালাই হয়ে একেবারে লাইনবদ্ধ হেডিং বা শিরোনাম বেরিয়ে আসে ।

নবযুগের সূচনা

তবে ছাপার জন্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সংগে সংগে হরফবিন্যাসের ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের শেষ অবদান কিছুদিন আগেও ছিল কম্পিউটারাইজড কম্পোজিং ও ফটোটাইপ সেটিং । ইদানীং ফটোকম্পোজের সুন্দর ফেস, অফসেটে পরিচ্ছন্ন ছাপা প্রকাশনা-জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে । সমৃদ্ধ হয়েছে সংবাদপত্রসহ বিভিন্ন ধরনের মুদ্রিত বইপুস্তক পত্র-পত্রিকা । পরিচ্ছন্ন কম্পোজ আকর্ষণ করছে পাঠকদের । বিশ্বের বহু দেশের মতন আমাদের দেশেও এই ছাপা পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে, দেরীতে হলেও । ইতিমধ্যে কম্পোজিংয়ের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করেছে কম্পিউটার প্রযুক্তির নবতর অবদান – ডেস্কটপ পাবলিকেশন (ডি টিপি) পদ্ধতি । সংবাদপত্র প্রকাশকদের অনেকেই ইতিমধ্যে ঝুঁকে পড়েছেন এই দিকে । মুদ্রণশিল্পের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী এ পরিবর্তনের সূচনা করেছে– কম্পিউটার প্রযুক্তিতে ভিন্ন স্বাদের ও ছাঁদের হরফ বিন্যাস । দৃষ্টিতে নতুনত্বের ছোঁয়া লাগিয়েছে । প্রকাশনা-ব্যয় হ্রাস পেয়েছে বহুলাংশে । এবারে প্রকাশকদের অনেকেই মেতেছেন । ঘরে ঘরে কম্পিউটার বসে গেছে । প্রতিযোগিতায় পেরে উঠছে না সনাতনী প্রথার সময় ও অর্থব্যয়ী লাইনো বা মনো পদ্ধতি । এমনকি ফটোটাইপসেটার থেকেও অনেকে কম খরচে ভালো প্রকাশনার আশায় কম্পিউটার নিয়ে বসছেন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ।

www.pathagar.com

মুদ্রণশিল্পের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে সব সমস্যা সামনে উপস্থিত হচ্ছে, তাকে নিরসন করেই এ জগৎ উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে । নতুনের পাল উড়িয়ে যে জাহাজ দিগন্তে দৃশ্যমান, আসুন আমরা তাকে হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাই ।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার

আনিসুজ্জামান

বাংলা সংবাদপত্রের আবির্ভাবকালে বাংলা গদ্যের অবস্থা ছিল অনেকখানি বিশৃঙ্খল । তা সত্ত্বেও বাংলা সংবাদপত্র এই বিশৃঙ্খলার দ্বারা আক্রান্ত হয়নি, বরঞ্চ এই বিশৃঙ্খলা দূর করতে সমর্থ হয়েছিল । সেকালের সংবাদপত্রের ভাষা সম্পর্কে তো বটেই, সাধারণভাবে বাংলা সংবাদপত্রের ভাষা সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য সমীক্ষা- সমালোচনা এ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি । তবু সুকুমার সেনের মতো ইতিহাসবিদের মত অগ্রাহ্য করা যায় না । তিনি বলেছেন, "সাধারণ পাঠকের উপযোগী সংবাদ ও সরস কাহিনী পরিবেশনের দ্বারা সাময়িকপত্র বাঙ্গালা গদ্যের পঙ্গুত্ব ঘুচাইয়া ইহাকে প্রতিদিনের কাজকর্মের উপযোগী এবং সর্বসাধারণ উপভোগ্য রসসৃষ্টির বাহন করিয়া তোলে ।" ('বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য', তৃতীয় সং; কলিকাতা, ১৩৫৬, পৃ ৪৭ ।) এ সামান্য কথা নয় । ১৮০১ থেকে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে প্রকাশিত বাংলা বই যা সাধন করতে পারেনি, ১৮১৮ থেকে ১৮৩৫-এর মধ্যে বাংলা সাময়িকপত্র তা পেরেছিল ।

এটা-যে সম্ভবপর হয়েছিল, তার একাধিক কারণ ছিল নিশ্চয় । কিন্তু মনে হয়, প্রধান কারণ ছিল এই যে, এসব পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের লক্ষ্য ছিল সাধারণ পাঠকের কাছে সহজে কথাটা পৌঁছে দেওয়া । ভাষায় ঋজুতা ও প্রত্যক্ষতা আনতে তাঁরা চেষ্টার ত্রুটি করেননি এবং সে-চেষ্টায় অনেকখানি সাফল্য লাভ করেছিলেন । কাজটি সহজসাধ্য ছিল না । কেননা যেসব বিষয়ে পাঠকদের কোনো ধারণা ছিল না, এমন অনেক বিষয়ে তাঁদের লিখতে হতো । এর মধ্যে ছিল নতুন আইনকানুনের ব্যাখ্যা, ব্যবসাবাণিজ্যের নতুন সব দিক – যেমন স্টক-এক্সচেঞ্জ কি ব্যাংক বা বীমা, পাবলিক লাইব্রেরি, নেটিভ হসপিটাল বা বন্ডেড ওয়্যারহাউজের মতো প্রতিষ্ঠান, তন্ডুল-সম্পাদক নূতন যন্ত্র অর্থাৎ ধানভানা কলের মতো যন্ত্রপাতি কিংবা ঘোড়দৌড় বা ডুয়েল লড়ার মতো ব্যাপার । জ্ঞানবিজ্ঞানের অনেক সংবাদও এসব পত্রিকায় পরিবেশিত হতো । তাই বহু পরিভাষা সৃষ্টি করেও তাঁরা বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন ।

পরবর্তীকালে দৈনিক পত্রিকার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় । সংবাদপত্র যদিও আগের দায়িত্বই পালন করে, কিন্তু তার কাজের ধারায় যুক্ত হয় দ্রুততা । এদিকে আন্তর্জাতিক সংবাদ-বিনিময়ের ব্যবস্থাও বিস্ময়কর অগ্রগতি লাভ করে । সংবাদ-পরিবেশন অনেক বেশি পরিমাণে অনুবাদ-নির্ভর হয়ে পড়ে । অবশ্য পত্রিকার নিজস্ব সংবাদ-সংগ্রহের ব্যবস্থাও বিকাশলাভ করে । তার সঙ্গে যুক্ত হয় নানা ধরনের বিভাগীয় পাতা এবং গুরুত্ব লাভ করে প্রেরিত পত্র ।

www.pathagar.com

এতসব চাহিদা মেটাতে গিয়ে সংবাদপত্রের ভাষায় অনিবার্যভাবে দেখা দেয় অমসৃণ বৈচিত্র্য । শিশু-কিশোরদের পাতার ভাষা আর খেলাধূলা সংক্রান্ত পাতার ভাষা এক নয়; মহিলাদের জন্যে নির্ধারিত পাতার ভাষা সাহিত্য সংক্রান্ত পাতার ভাষা থেকে আলাদা হয়ে পড়ে; সিনেমা-থিয়েটার-বিষয়ক পাতার ভাষার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না সম্পাদকীয়-উপসম্পাদকীয়ের ভাষা । চিঠিপত্র স্তম্ভের ভাষা অনেক সময়ে লেখকভেদে বেশ ভিন্ন হয়ে ওঠে ।

এই বৈচিত্র্য আমরা মেনে নিয়েছি । কিন্তু সাম্প্রতিককালে সংবাদপত্রের ভাষা সম্পর্কে একটি অভিযোগ আমাদের আন্দোলিত করছে বিশেষভাবে । তা এই যে, বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও ব্যাকরণকে অগ্রাহ্য করে সংবাদপত্রে ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে, তার বানানে দেখা যাচ্ছে ভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা, শব্দপ্রয়োগে দেখা যাচ্ছে অমনোযোগ ও অনৌচিত্য । এই অভিযোগের সত্যতা কতটুকু, তা একটু তলিয়ে দেখা দরকার ।

দুই

বেশ বড় বড় অক্ষরে শিরোনাম ছাপা হয়েছে : "ইটালী মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন" (দৈনিক বাংলা, ১-৯-৮৭) । হয় ইটালীয় হবে, নয়তো ইটালীর হবে, এ তো সহজ কথা । হয়তো ছাপার ভুল । তবু সংশয় থেকে যায় : এত বড় হরফে ছাপার ভুল চোখে পড়ল না ? কিন্তু এর পাশাপাশি অন্য কাগজে পাওয়া যায় ফ্রান্স ভাষা কিংবা জার্মানে ট্রেনিংপ্রাপ্ত । প্রথমটিতে ফ্রেঞ্চ বা ফরাসি ভাষা বোঝানো হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে জার্মানি নামের দেশকে বোঝানো হয়েছে ।

যে-শিরোনাম ওপরে উদ্ধৃত হলো, তার ভেতরের খবর এরকম : "রোববার এখানে ফাইনালে ইটালী ৯৭–৮৯ পয়েন্টে চীনকে হারিয়ে ফরাসী উন্মুক্ত মহিলা বাস্কেটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ।" খুব বিশ্বস্ত আক্ষরিক অনুবাদ, সন্দেহ নেই, তবে মহিলার আগে উন্মুক্ত শব্দের ব্যবহারে আমাদের চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় । ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত মহিলাদের উন্মুক্ত বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা বললে কি ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধে হতো না ?

এ হয়তো অনুবাদের সমস্যা । ইংরেজি বাক্যের গঠনরীতি ও অন্বয় অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলায় অনুবাদ করলে তা অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর হতে বাধ্য । যে-ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে, তার গঠনরীতি ও অন্বয় অনুসরণ করাই আবশ্যক ।

ইংরেজি ভাষার মেজাজের অনুসরণে এখন আমাদের সংবাদ-পরিবেশনে এবং অন্য ক্ষেত্রেও বাংলা ভাষার ব্যবহার করতে গিয়ে আমরা নিজেদের ভাষার ওপর কিছু অহেতুক জোর খাটাচ্ছি । আগে যেখানে বলতাম অমুকের সঙ্গে অমুকের খেলা, এখন সেখানে বলি অমুকের বিরুদ্ধে অমুকের খেলা । আগে যেখানে বলতাম, তিনি অমুক সম্পর্কে বই লিখেছেন, সেখানে এখন বলছি তিনি অমুকের ওপর বই লিখেছেন । আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী অন্য দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করেন না, সাক্ষাৎ করেন তাঁর বিদেশী প্রতিপক্ষের সঙ্গে । আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান অথবা বিদেশী অতিথি এক সময়ে গার্ড অফ অনার নিতেন, তারপর গার্ড অফ অনার পরিদর্শন করতেন, এখন নাকি গার্ড অফ অনার

www.pathagar.com

পর্যালোচনাও করেন । এখন ঢাকায় চতুর্থ বর্ষাকালীন হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা হয় কিংবা অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম দামাল সামার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা : ওতে যে বর্ষাকালটাকে চতুর্থ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে কিংবা পঞ্চম জর্জের মতো দামালকে পঞ্চম বলে বিশেষিত করা হচ্ছে, তা আমরা খেয়াল করি না । কয়েকজন একসংগে ঘুমোলে আমাদের সংবাদপত্রে তা "গণনিদ্রা" (ইত্তেফাক, ১৪-৯-৮৭) বলে আখ্যা পায়, এমন কি আমরা অনায়াসে "৩২ জনের গণ-আত্মহত্যা" (সংবাদ, ২৯-৮-৮৭) লিখি । ইংরেজির অনুবাদ করি বলেই "পরস্পরকে ধাওয়া করে" না লিখে আমরা লিখি ধাওয়া ও পাল্টা ধাওয়া করে ।

কিন্তু এর চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে পারে । "খবর প্রকাশের জন্য সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যমূলকভাবে নাজেহাল করার বিরুদ্ধে ভারতের প্রেস কাউন্সিল উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ।" (দৈনিক বাংলা, ২৫-৮-৮৭) বাংলায় যাকে বলে নাজেহাল করায় উদ্বেগ প্রকাশ, অনূদিত বাংলায় তা হয়ে দাঁড়ালো নাজেহাল করার বিরুদ্ধে উদ্বেগ প্রকাশ । উদ্দেশ্যমূলকভাবে বোধহয় ইচ্ছাকৃতভাবের রূপান্তর – ঐ শব্দ ব্যবহার না করলেও অর্থবোধে কোনো অসুবিধে হতো না ।

"প্যালেস্টাইনী ভূখন্ডে ১৪ লাখ লোকের নরকতুল্য জীবনযাপন" (খবর, ১৮-৮-৮৭)–এখানে নারকীয় বলতে নরকতুল্য বলা হয়েছে, তা নাহয় বোঝা গেল । কিন্তু নিচের বাক্যের অর্থগ্রহণ কি সহজ ? "খোরাসানী বলেন, এই পদক্ষেপ নিজের দিক হইতে যদিও উস্কানিমূলক নয়; কিন্তু আপাততঃ দৃষ্টিতে এই সিদ্ধান্ত কুয়েতী তেলবাহী জাহাজের প্রহরার মার্কিন নীতির সহায়ক ।" (ইত্তেফাক, ১৩-৮-৮৭) বাংলায় পদক্ষেপের আর নিজের দিক হয় না, আপাততঃ দৃষ্টিতে চলে না এবং জাহাজের প্রহরার নীতির – পরপর এই তিনটি র বিভক্তি নিতান্তই খারাপ শোনায় । অনুবাদের সময়ে এটাও খেয়াল করা হয়নি যে, নিজের দিক হতে বাক্যাংশ উস্কানিমূলকের আগে বেমানান ।

আর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে এ-প্রসংগ শেষ করি : "মার্দান কাবুলপন্থী পাকিস্তানের একটি বিরোধীদলের জনৈক নেতার ঘাঁটি বলিয়া পরিচিত ।" (আজাদ, ১২-৮-৮৭) এখানে টীকা নিষ্প্রয়োজন ।

তিন

ইংরেজি বাক্যের অনুকরণে বাংলা বাক্যে শব্দের বিন্যাস করাও আমাদের প্রায় মজ্জাগত হয়ে গেছে । আমরা যখন অনুবাদ করি না, বাংলা ভাষাতেই খবর লিখি, তখন এই ইংরেজি ধাঁচ কতটা প্রাধান্য পায়, তার এক-আধটা নমুনা দেওয়া যেতে পারে ।

"লালবাগ থানার পুলিশ শনিবার জনৈক ঠিকাদারের নিকট থেকে হুমকি দিয়ে চাঁদা আদায়ের সময় আজিমপুর থেকে ইব্রাহিম (৩0) নামে এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে ।" (দৈনিক বাংলা, ৩0-৮-৮৭) হঠাৎ সন্দেহ হবে, পুলিশই বুঝি ঠিকাদারকে হুমকি দিয়ে টাকা আদায় করছিল । বাক্যের প্রথম চারটি শব্দ শেষ তিনটি শব্দের আগে বসালে দেখবেন এই ভুল বোঝার সম্ভাবনা একেবারেই থাকবে না । তখন বাক্যটা দাঁড়াবে এরকম : "জনৈক ঠিকাদারের নিকট থেকে হুমকি দিয়ে চাঁদা আদায়ের সময়

www.pathagar.com

আজিমপুর থেকে ইব্রাহিম (৩০) নামে এক ব্যক্তিকে লালবাগ থানার পুলিশ শনিবারে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে ।"

একই পত্রিকায় একই দিনে আরেকটি খবরের প্রথম বাক্য ছিল এরকম : "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট গত মধ্য জুলাইয়ে ক্যাম্পাসে খুনের ঘটনার সংগে জড়িত ব্যক্তিদের সনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ।" এই বাক্য পাঠ করার পর যে-প্রশ্ন মনে জাগে, তা এই যে, সিন্ডিকেট কি জড়িত ব্যক্তিদের সনাক্ত করেছে এবং তারপর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে, না আহ্বান জানিয়েছে তাদের সনাক্ত করার এবং তারপর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ? যদি সিন্ডিকেট এসব ব্যক্তিকে সনাক্ত করে থাকে, তাহলে বাক্যটি ঠিকই আছে বলতে হবে । কিন্তু ঘটনাটা তা নয় বলেই মনে হয় । সুতরাং এখানে বাক্যের গোড়ার "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট" শব্দগুলি বাক্যের শেষে "আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের প্রতি"র পরে বসতো ।

একটি প্রধান খবরের শিরোনামে জনৈক মন্ত্রীর বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছে : "চিনি প্রশ্নে আমার বিরুদ্ধেও অপপ্রচার চালাচ্ছে" (খবর, ২৫-৮-৮৭) । আমরা কি কখনো এই ভাষায় কথা বলি ? চিনির ব্যাপারে আমার সম্পর্কেও অপপ্রচার চলছে – এটিই বোধহয় সবচেয়ে স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হতো, এমন কি চিনি নিয়ে বললেও চলতো । তার উপরে, যে-বাক্যে কর্তা নির্দিষ্ট করা নেই, সেখানে চালাচ্ছে ক্রিয়াপদের সার্থকতা কোথায় ?

"তিনদিনব্যাপী দেশের উত্তরাঞ্চলের বন্যা উপদ্রুত বগুড়া, গাইবান্ধা, রংপুর ও পাবনা সফর শেষে ঢাকা ফেরার পথে তিনি এই জনসভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন ।" (আজাদ, ১২-৮-৮৭) এ-বাক্যের অনেক দোষ । এটি অহেতুক দীর্ঘ, তিনদিনব্যাপী কথাটা ভুল জায়গায় বসেছে এবং ফেরার পথে আর করিতেছিলেন একই সংগে ব্যবহৃত হওয়ায় সাধু-চলতির মিশেল ঘটেছে । মনে হয়, এখানেও সংবাদদাতার মনে ইংরেজি বাক্যের ভাবটা আগে এসেছিল । তাই তিনদিনব্যাপী কথাটায় জোর দিতে গিয়ে সবটা এলোমেলো হয়ে গেছে ।

বাংলায় আমরা একই সংগে একাধিক বহুবচনচিহ্নের ব্যবহার করি না । ইংরেজিতে ফাইভ ম্যান হয় না, ফাইভ মেন হতে হয়; তেমনি বাংলায় পাঁচজন লোকেরা হয় না, পাঁচজন লোক হয় । কিন্তু ইংরেজির প্রভাবে আমরা এখন অন্যান্য নেতৃবৃন্দ, প্রমুখ বক্তারা হরদম ব্যবহার করছি ।

চার

বাংলা লেখার সময়ে আমরা ভাষাগত যেসব সমস্যার সম্মুখীন হই, তার সবটা নিশ্চয় অনুবাদজনিত সমস্যা নয় । ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা কিছুটা অসুবিধেয় পড়ি, শব্দ চয়ন করতে গিয়েও খানিকটা গোলমাল করে ফেলি ।

আরেকটি শিরোনাম ধরা যাক । জনৈক মন্ত্রীর বক্তৃতার মূলকথা তাতে প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে : "তাহাদের আমলে মানুষের কোন কল্যাণ করিতে পারেন নাই"

www.pathagar.com

(ইত্তেফাক, ১-৯-৮৭) । এখানে কর্তৃবাচ্য আর ভাববাচ্য গেছে মিলে । এখানে বলা যেত "নিজেদের আমলে তাহারা মানুষের কোন কল্যাণ করিতে পারে নাই" অথবা "তাহাদের আমলে মানুষের কোন কল্যাণ হয় নাই" (কোন শব্দটাও অপরিহার্য নয়) ।

বাচ্যের এই গোলমাল আরও দেখা যাচ্ছে : "সরবরাহকারী সংস্থা বাতাসের গতিবেগ সংক্রান্ত জটিলতার বিষয়টি বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দেওয়া হয় ।" (ইত্তেফাক, ১৩-৮-৮৭) একটু সতর্ক থাকলেই যে এ ধরনের ভ্রান্তি এড়ানো যায়, তা বলা বাহুল্য ।

"আশেপাশের নিম্নাঞ্চলের ঘর-বাড়ী ডুবিয়া যাওয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষ খাওয়ার পানি ও প্রয়োজনীয় রান্না করা খাবার হইতে বঞ্চিত হইয়া মানবেতর জীবনযাপন করিতেছে ।" (আজাদ, ১২-৮-৮৭) যাদের সম্পর্কে একথা বলা, তাদের জন্যে আমাদের দুঃখ হয় নিশ্চয়, কিন্তু যেভাবে বলা তাতেও দুঃখ হয় । খাওয়ার পানি ও রান্নার সুযোগ থেকে বঞ্চিত–এই যদি হয় বক্তব্য, তাহলে রান্না করা খাবারের প্রশ্ন ওঠে না, তার আগে প্রয়োজনীয়ও বসে না – যদি প্রয়োজনীয় কথাটা ব্যবহার করা খুব জরুরী হয়ে থাকে, তাহলে খাওয়ার পানির আগেই বসতে পারত, আর তাদের অসুবিধে খুব মারাত্মক হলেও সে-অবস্থাকে মানবেতর জীবনযাপন বলা ঠিক হয় না ।

এই বন্যা-প্রসঙ্গেই উদ্‌ধৃত করা যায় আরও একটি বিবরণী : "গতকাল (শনিবার) বুড়িগঙ্গা-শীতলক্ষ্যার পানি ১ সেন্টিমিটার কমিয়াছে । কিন্তু গতকালের আটকাপড়া পানিতে রাজধানীর কোন কোন অংশে পানি এক ফুট পর্যন্ত বাড়িয়া যায় ।" (ইত্তেফাক, ২৩-৮-৮৭) শীতলক্ষায় হঠাৎ য-ফলা ভেসে এলো কেন, সে-সম্পর্কে নাহয় খোঁজ নাই নিলাম, কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটির শিথিলতা লক্ষ্য না করে পারা যায় না ।

যিনি সংবাদ রচনা করছেন, তাঁকে একটু ভেবে দেখতে হয় যে, পাঠকেরা তাঁর লেখা ঠিকমতো অনুধাবন করতে পারবেন কিনা । ক্রীড়া-সাংবাদিক লিখছেন, "গোলশূন্য প্রথমার্ধের পরবর্তী ১৪ মিনিটে ব্রাদার্সের বাদল দাস এবং অতিরিক্ত সময়ের আড়াই মিনিটে মোহামেডানের এমিকা এ গোল করেন ।" (সংবাদ, ১-৯-৮৭) এটি শুধু একটি বাক্য নয়, সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদ । পাঠক এ থেকে কি বুঝবে ? খেলার প্রথমার্ধ বোধহয় গোলশূন্য ছিল । তাহলে তো দ্বিতীয়ার্ধের ১৪ মিনিটে গোল হয় বললেই চুকে যেত । না, একটি বাক্যে পুরো খেলার ছবি ফুটিয়ে তুলতে চেয়ে তিনি এই জটিলতার আশ্রয় নিলেন এবং বাক্যের শেষে যেখানে "এ গোলদুটি" বলা উচিত ছিল, সেখানে এ গোল বলে ছেড়ে দিলেন ।

কিন্তু ক্রীড়াশীলতাই শুধু জটিলতার উৎস নয় । দেশের পরিস্থিতি জটিল হলে সে-সম্পর্কে লেখা বিবরণীও কেমন জটিল হয়ে উঠতে পারে, তা দেখা যায় এই বাক্যে : "বিরোধী দলের কোন পরিকল্পনা ও কৌশলের ফাঁদে যাতে পড়তে না হয় সরকারী মহল সে সম্পর্কে সতর্ক থেকেই তাঁর পরবর্তী করণীয় কৌশল নির্ধারণ করেছেন বলে সরকারী মহল সূত্রে আভাস দিয়ে বলা হয়েছে, বিরোধী দলের দাবীর মুখে সরকারকে পদত্যাগ করার প্রশ্নই আসে না ।" (খবর, ১৪-৯-৮৭) বাক্যটি খুবই দীর্ঘ, অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ ।

www.pathagar.com

বস্তুতঃ এটি বিন্যস্ত হওয়া উচিত ছিল একাধিক বাক্যে – তা না হওয়ায় এর অর্থগ্রহণে অসুবিধে হয় । তাছাড়াও এর তিনটি উল্লেখযোগ্য দিক আছে : সরকারী মহলকে একবচন হিসেবে গণ্য করে তাঁর সর্বনামের প্রয়োগ; কৌশল শব্দের আগে অপ্রয়োজনীয় ও অশুদ্ধভাবে করণীয় শব্দের ব্যবহার; এবং সরকারের পদত্যাগ না লিখে সরকারকে পদত্যাগ লেখা– বিভক্তির গোলযোগ ।

পাঁচ

বিভক্তির গোলযোগ, মনে হয়, খুব সাধারণ ব্যাপার আমাদের সংবাদপত্রের পাতায় । সংবাদ-শিরোনাম : "১০ জন ছাত্র বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে" (খবর, ১৯-৯-৮৭) । এর সরল অর্থ, দশজন ছাত্র কাউকে অথবা কাউকে কাউকে কোথাও থেকে বহিষ্কার করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে । কিন্তু বাক্যের অর্থ বুঝলেই আপনার চলবে না । লেখকের অভিপ্রায়ও অনুধাবন করতে হবে, আপনাকে । অতএব, আপনি বুঝে নেবেন অথবা পুরো খবর পড়ে জানবেন যে, অনুচ্চারিত কর্তা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দশজন ছাত্রকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । এ-ধরনের বাক্যের ত্রুটি সম্পর্কে আমরা আগেও আলোচনা করেছি, এখানে শুধু বিভক্তির দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করছি ।

আবার শিরোনাম : "চট্টগ্রামের নিখোঁজ জেলে পরিবারদের ক্ষতিপূরণ দিন" (খবর, ৩০-৮-৮৭) । যে-কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, জেলে পরিবারগুলো নিখোঁজ হয়ে থাকলে, ক্ষতিপূরণ দেবো কাকে ? আসলে আবেদন জানানো হয়েছে নিখোঁজ জেলেদের পরিবারবর্গকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্যে ।

যখন শিরোনামে বলা হয়, "প্রেসিডেন্টের বন্যা ত্রাণ তৎপরতা পর্যালোচনা" (দৈনিক বাংলা, ১৯-৮-৮৭), তখন পাঠক কি বুঝবে ? প্রেসিডেন্টের তৎপরতার পর্যালোচনা – এই অর্থই স্বাভাবিক । কিন্তু বুঝে নিতে হবে যে, প্রেসিডেন্টই পর্যালোচনা করেছেন বন্যা ত্রাণ-তৎপরতার । সাধুভাষায় কর্তৃক দিলে কাজ হতো; চলতি ভাষায় তা অচল । কিন্তু সাংবাদিকদের অন্য কৌশল আছে –– কোলনের ব্যবহার । সুতরাং বন্যাত্রাণ তৎপরতা : প্রেসিডেন্টের পর্যালোচনা লিখলে আর কোনো অস্পষ্টতা থাকত না ।

কিন্তু কোলনের ব্যবহারেও গোলমাল হয় । "মনসুর হত্যা মামলা : আসামীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে" (খবর, ২-৯-৮৭) । এখানে কোলনের কোনো তাৎপর্যই নেই, বস্তুতঃ তা বিভ্রান্তিকর । কোলনের বদলে ব্যবহার করতে হতো র বিভক্তি : মামলা শব্দের বদলে মামলার । তাহলেই কাজ হতো ।

"মেয়েরা স্বাধীন : তবে সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়" (দৈনিক বাংলা, ২১-৮-৮৭) – চীনের মেয়েদের সম্পর্কে একটি ফিচারের শিরোনাম । এ কি বিবৃতি না সতর্কবাণী ? নিরাপদ দেশলাইয়ের মতো বিস্ফোরক হতে পারে মেয়েরা, এ কি আমাদের অজানা ? কিন্তু লেখক জানাতে চান যে, চীনের মেয়েরা স্বাধীন হলেও সম্পূর্ণ নিরাপদে নেই, অথবা নিরাপত্তার অভাব তাদের । ঐ বিভক্তির বিষয় আবার – একটা এ বসালেই হতো ।

www.pathagar.com

যেখানে দরকার সেখানে যদি এ না বসে, ভুল জায়গায় খুঁজে পাবেন তাকে। "পিএলও অফিস বন্ধে মার্কিনী সিদ্ধান্তের নিন্দা" (ইনকিলাব, ১৯-৯-৮৭) — এখানে বন্ধে অচল, বন্ধ করার হবে। কিন্তু এমন অনেক পাচ্ছি। "উপসাগরীয় যুদ্ধ-বন্ধে আরব লীগের উদ্যোগ" (খবর, ২৭-৮-৮৭), "বিচিন্তা নিষিদ্ধের প্রতিবাদ" (দৈনিক বাংলা, ৩-২-৮৮), এমন কি বিমান বিধ্বস্তের ব্যাপার পর্যন্ত। বন্ধ, নিষিদ্ধ, বিধ্বস্ত এগুলো বিশেষণ পদ (বন্ধ বিশেষ্য হলেও এই ক্ষেত্রে নয়) – তার পরে ক্রিয়াপদ বসাতেই হবে, নইলে বাংলা ভাষার প্রকৃতির ওপর জুলুম করা হয়।

এইসঙ্গে আরেকটি উদ্ধৃতি নেওয়া যাক : "কাজী শামসুর রহমান এম, পি'কে টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাকে পাওয়া যায় নি।" (সংবাদ, ১৫-৯-৮৭) এটা কি বিভক্তির হেরফের, না ধারণার গোলযোগ ? আমরা কাউকে যোগাযোগ করি না কারো সঙ্গে যোগাযোগ করি ? টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও কাজী শামসুর রহমান এম, পি, কে পাওয়া যায় নি– এই ছিল বক্তব্য। কিন্তু বাক্যের একটি অংশ স্থানচ্যুত হয়ে অন্য জায়গায় চলে গিয়ে বিভ্রাট সৃষ্টি করেছে।

বিভ্রাট যে কতভাবে সৃষ্টি হয়, তার হিসেব পাওয়া দুষ্কর। "উপাচার্য বলেন, যুবকরা তিনি ও তাকে দেখতে আসা শিক্ষকদের অশালীন ভাষায় গালি গালাজ করতে থাকে।" (সংবাদ, ২-২-৮৮) আঞ্চলিক ভাষায় কোথাও হয়তো "তিনিকে" বলা হয়, কিন্তু শিষ্ট ভাষায় কখনোই নয়। তাঁকে ও যেসব শিক্ষক তাঁকে দেখতে এসেছিলেন তাঁদেরকে বললে কি ক্ষতি হতো ? অনেক সময়ে সন্দেহ হয়, সহজ করে বলতে আমরা ইচ্ছুক নই। অনেক সময়ে মনে হয়, যাঁরা লেখেন, ভাষার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় একটু ঘনিষ্ঠ হওয়া দরকার। তা না হলে "আবার একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি হবে" (দৈনিক বাংলা, ৩-২-৮৮)।

ছয়

ভাষার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা খুব বড়। সংবাদপত্র যাদের নিত্যসঙ্গী, তারা ভাষা ব্যবহার করতে শেখে সংবাদপত্র পড়ে। পাঠ্য বইয়ের তুলনায় খবরের কাগজকে মনে করা হয় অনেক জীবন্ত, অনেক আধুনিক। কারো বানান বা বাক্যের ভুল ধরিয়ে দিলে সে বলে, আজকাল এরকম লেখা হয় এবং প্রমাণ হিসেবে দাখিল করে সংবাদপত্র। টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতির প্রভাবও খুব বেশি, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু খবরের কাগজের প্রভাব সম্ভবতঃ সবচেয়ে বেশি। সংবাদপত্রে ভাষা-ব্যবহারের দিকটি তাই এত গুরুত্বপূর্ণ।

সেজন্যে সংবাদপত্রে যখন শব্দের অপপ্রয়োগ লক্ষ্য করি, তখন বিমর্ষ বোধ না করে পারি না। অনেক সময়ে শব্দের সামান্য ইতরবিশেষে অর্থের পার্থক্য যে অনেকখানি হয়, সে সম্পর্কে, মনে হয়, আমরা সচেতন নই। তাই কাগজে যখন পড়ি, "সে আন্দোলনের লক্ষ্যবস্তু সরকারের পতন হলেও ----" (খবর, ১৪-৯-৮৭) তখন প্রমাদ গণি। বলা বাহুল্য, সরকারের পতন আন্দোলনের লক্ষ্য, তা লক্ষ্যবস্তু নয়। যেখানে লক্ষ্য বললেই চলে, সেখানে আর তার সঙ্গে বস্তু যোগ করা কেন ?

আরেকটি শব্দের কথা মনে পড়ে গেল। ফলশ্রুতি। যেখানে ফল বললেই চলে,

www.pathagar.com

সেখানে তার সংগে শ্রুতি যোগ করা কেন ? অথচ, ফলশ্রুতি শব্দের অর্থ যদি কেউ অভিধানে দেখেন, তাহলে জানতে পারবেন যে পুণ্যকর্ম করলে যে-ফল হয়, তা শোনাকেই বলে ফলশ্রুতি । আবার, বড় শব্দকে ছোট করার নমুনা হচ্ছে প্রেক্ষিত । শব্দটি পরিপ্রেক্ষিত, কিন্তু পরি বাদ দিয়ে প্রেক্ষিত করা হলো, যার অর্থ হয় না । প্রেক্ষণ থেকে প্রেক্ষিত হয়, মানে হবে দৃষ্ট । কিন্তু পরিপ্রেক্ষিত অর্থে প্রেক্ষিত্ একেবারেই অচল ।

কেউ কেউ বলবেন, আমরা নতুন অর্থে এসব শব্দ প্রয়োগ করতে চাই – তার কি কোনো সুযোগ নেই ? বড় লেখকেরা, এমন কি, অজ্ঞাতনামা সাংবাদিকেরাও নতুন শব্দ তৈরি করেছেন এবং তা ভাষায় চলেছে । কিন্তু যেসব শব্দের অর্থ অভিধানে গৃহীত, তা বদলাবেন কেন ? বড় লেখকেরাও অনেক সময়ে ভুল করেন । বঙ্কিমচন্দ্র ছাদ অর্থে সৌধ লিখেছিলেন । কিন্তু তা কেউ মেনে নেয়নি । রবীন্দ্রনাথ বালুচর শব্দ প্রয়োগ করেছিলেন যে-বালুতে চরে এই অর্থে । কিন্তু তাঁর এই সজ্ঞান প্রয়াস গৃহীত হয়নি ।

তাই যখন আগামীতে ও পরবর্তীতে প্রয়োগ দেখি, তখন মনে হয় ভবিষ্যতে কথাটি লেখকের মনে পড়েনি, এমন কি পরবর্তীকালে কথাটিও নয় । আমরা নৈরাজ্যের বদলে নৈরাজ্যকর অবস্থা (সংবাদ, ৮-৯-৮৭) লিখছি, সমৃদ্ধের বদলে সমৃদ্ধশালী (সমৃদ্ধিশালী নয়) । সভা কিংবা কারফিউ চলার সময়ে বা চলাকালে না লিখে আমরা লিখছি চলাকালীন সময়ে । প্রস্তাব অর্থে লিখছি প্রস্তাবনা (খবর, ২৭-৯-৮৭), এতদ্দ্বারার বদলে এতদ্বারা, সপক্ষে আর স্বপক্ষে একাকার করে ফেলছি, পূর্বে অর্থে অনায়াসে ব্যবহার করছি পূর্বাহ্নে । সময় আর সময়ে এ শব্দদুটির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাকে অনায়াসে ঘুচিয়ে দিচ্ছি । বান-ভাসি ঠিক আছে, কিন্তু তার সাধুরূপ কি হবে বন্যা-ভাসি (সংবাদ, ২৬-৮-৮৭) (বঙ্কিমচন্দ্র কাঁকালের সাধুরূপ দিয়েছিলেন কঙ্কাল) । অথবা জলদস্যুর ঘরোয়া রূপ হবে জলডাকাত (ইত্তেফাক, ১৩-৯-৮৭), ভবিষ্যতে যা রূপান্তরিত হবে পানি-ডাকাতে ? হতে ও সাথের মতো পদ্যগন্ধী শব্দ কি নির্বাসিত করবে থেকে ও সংগেকে ? উল্লিখিত শব্দ উঠে গিয়ে কি জায়গা করে দেবে উল্লেখিতকে ? বোমাবাজি ও বন্দুকবাজি শব্দ দুটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে, তার অনুকরণে কি অস্ত্রবাজি (ইত্তেফাক, ১-৯-৮৭) চলবে ?

অস্ত্রের কথায় মনে পড়ল, শিরোনামে পড়েছি, "অস্ত্রের মুখে বাস ডাকাতি" (দৈনিক বাংলা, ২৮-৮-৮৭) এবং "অফিসে ঢুকিয়া পিস্তলের মুখে ডাকাতি" (ইত্তেফাক, ১-৯-৮৭) । মনে হয়, এ-ধরনের প্রয়োগ ব্যাপকতা লাভ করতে যাচ্ছে । কিন্তু আসলে কি ডাকাতি হয়েছিল অস্ত্রের মুখে বা পিস্তলের মুখে ? অস্ত্রের মুখে পড়েছিল বেচারি বাসযাত্রীরা, অফিসের লোকজন পড়েছিল পিস্তলের মুখে । যারা ডাকাতি করেছিল, তারা অস্ত্র দেখিয়েছিল – তা পিস্তল হোক অথবা আর কিছু হোক । এই ভেদটা কিন্তু উড়িয়ে দেবার মতো নয় ।

"রুটি বোঝাই ট্রাক লুট" (দৈনিক বাংলা, ৩১-৮-৮৭) বললে বোঝাবে, ট্রাকটাই লুট হয়েছে রুটিসমেত । কিন্তু আসলে যা হয়েছে, তা হলো ট্রাকবোঝাই রুটি লুট । আপাততঃ এটা পাত্রাধার তৈল ও তৈলাধার পাত্রের মতো কূটতর্ক বলে মনে হতে পারে, বস্তুতঃ তা নয় ।

www.pathagar.com

ভাষা-পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা যেকথা বলছি, তা শুধু সংবাদ-পরিবেশনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, এর ঢেউ এসে লেগেছে সম্পাদকীয় স্তম্ভেও । যেমন,

> ষাটটি কলেজের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী গত জুন মাস হইতে বেতন পাইতেছেন না । সবগুলি কলেজই সরকারী এবং সম্প্রতি জাতীয়করণকৃত । যেসব কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী অনিয়মিত বেতনের শিকার, নবীনগর কলেজ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহিলা কলেজ উহার মধ্যে অন্যতম ।---
>
> ---জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির মুখে জীবন এমনি দুর্বিসহ । --- বহু অভিভাবক প্রাইভেট টিউটর বন্ধ করিয়া দিয়াছেন । জীবন রক্ষার ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের ব্যর্থতা উহার মূল । ---যে দোকানী আগে ১00 টাকার জিনিস ধারে বিক্রি করিতে আপত্তি করিত না, এখন সে ১0 টাকার জিনিসও দিতে চায় না । উহার কারণ, তাহার নিজের সংকট ও ধার পরিশোধের অনিশ্চয়তা ।---
>
> জুন মাস হইতে বেতন না পাওয়ার প্রধান কারণ আনুষ্ঠানিকতা । --- সময়মত ফাইলপত্র ডিসপোজ আশা করা হইতেছে না । আশা করিতেছি, কর্তৃপক্ষীয় দৃষ্টি শিক্ষক-কর্মচারীদের বিড়ম্বনা দূর করার সহায়ক হইবে । (ইত্তেফাক, ৩0-৯-৮৭)

অথবা,

> ঢাকা থেকে মাত্রাতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই করে 'অভিযাত্রিক' নামের বাসটি নরসিংদীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে । --- অতঃপর রাস্তার পার্শ্ববর্তী একটা গাছের সাথে ধাক্কা খেয়ে যাত্রী বোঝাই বাসটি প্রায় ১৫ ফুট গভীর খাদের মধ্যে উল্টে পড়ে । ---- বিকট শব্দে বাসটির সম্পূর্ণ অংশ পার্শ্ববর্তী খাদের পানিতে নিমজ্জিত হলে মাত্র ৬/৭ জন যাত্রী কোনমতে জানালা গলিয়ে বেরিয়ে প্রাণরক্ষা করতে সক্ষম হয় । ---- ২৮ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে । ---জনৈক আহত যাত্রী তার আত্মীয়-পরিজনদের বিয়োগান্তক ঘটনায় আকস্মিক সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে ।
>
> ---যেসব কর্মকর্তা ত্রুটিপূর্ণ বাস ও ট্রাককে রাস্তায় চলাচলের ছাড়পত্র দিচ্ছেন, দুর্ঘটনার জন্যে তাকেও দায়ী করতে হবে । ---
>
> ---ট্রাফিক রুলস-এর এ জাতীয় গুরুতর ভায়োলেশন প্রায়শঃই দৃষ্টিগোচর হয় এবং বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সড়ক দুর্ঘটনার এটাও একটা প্রধান কারণ । ---(খবর, ৩0-৯-৮৭)

সাত

বাংলা গদ্যে সাধু ও চলতি রীতির যে-ধারা দুটি দেখা যায়, আমাদের সংবাদপত্রে তা প্রবহমান । কিছু পত্রিকার ভাষা সাধু, কিছু পত্রিকার চলতি – সংখ্যাধিক্য চলতি ভাষার পত্রিকার । সাধু ভাষার পত্রিকাও আর পুরোপুরি সাধু থাকতে পারছে না, উপসম্পাদকীয়তে কি বিভিন্ন বিভাগীয় পাতায় প্রাধান্য পাচ্ছে চলতি রীতি । চলতি

www.pathagar.com

ভাষার পত্রিকায় মাঝে মাঝে পাঠকের চিঠি ছাপা হয় সাধু ভাষায়, কিংবা সাধু ভাষায় লেখা সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি চলতি ভাষায় রূপান্তরিত করতে গিয়েও তাতে রয়ে যায় সাধু ভাষার ছাপ । অনেক সময়ে চলতি ভাষার বাক্যে অবাঞ্ছনীয়ভাবে উঠে, তুলে, বুঝে প্রভৃতি অসমাপিকা ব্যবহৃত হয় সমাপিকা ক্রিয়াপদ হিসেবে । তবু সাধু ও চলতি রীতির পার্থক্য ঘুচে যায় নি এবং এই পার্থক্যের জন্যে শব্দব্যবহারে যে কিছু পার্থক্য ঘটবে, তা স্বাভাবিক ।

কিন্তু কিছু প্রবণতা আছে, যা এই রীতিগত বৈশিষ্ট্য-নিরপেক্ষ । কোনো কোনো পত্রিকায় যেমন ইংরেজি শব্দব্যবহারের ঝোঁক বেশি, কোথাও কোথাও আরবি-ফারসির প্রতি পক্ষপাত । এরই মধ্যে আবার ছায়া ফেলে আঞ্চলিক ভাষা ।

ইংরেজি শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো প্রেসিডেন্ট শব্দের ব্যবহার । বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রপ্রধানকে রাষ্ট্রপতি বলে আখ্যা দেওয়া সত্ত্বেও একাধিক বাংলা পত্রিকায় তাঁকে বলা হয় প্রেসিডেন্ট (বেতার ও টেলিভিশনেও তাই বলা হয়) । এমন প্রয়োগের মনস্তাত্ত্বিক কারণ আছে নিশ্চয় ।

যেসব ইংরেজি শব্দ আমাদের সংবাদপত্রে বেশ আসন জাঁকিয়ে বসেছে, তার মধ্যে রয়েছে : আইটেম, ওভারটেক, কমান্ডো, কয়েল, কার্ফু, গার্মেন্টস, টীম, ডায়রিয়া, ডেটলাইন, প্রাইভেট কার, ফ্যাক্টরী, ভার্সিটি, ভায়োলেশন, ভিসি, ব্রিজ, মার্কেট, রিলিফ, রুল্‌স, শো-কজ নোটিস, সাবলেট ও হেডম্যান ।

এই প্রসঙ্গে ইংরেজি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণের কথাটাও উল্লেখ করা যায় । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ সালে বানানের যে-সংস্কার করেছিলেন, তাতে বলা হয় যে, এস-এর জায়গায় স ও এসএইচ-এর জায়গায় শ হবে । সেই নিয়মে এস-এর পরে টি থাকলে বাংলা প্রতিবর্ণীকরণে তা স্‌ট বা স্ট হওয়া বিধেয় । কিন্তু এখনও প্রায়ই ইষ্ট বেংগল, ওয়েষ্ট এন্ড, কাষ্টমস, প্যালেষ্টাইন, মাষ্টার, ষ্টেডিয়াম ও ষ্টেশন প্রভৃতি দেখা যায় । "রুল নিসি" প্রায় সর্বত্রই রুল নিশি লেখা হয়, কি কারণে তা বলা শক্ত ।

আঞ্চলিক ও অশিষ্ট শব্দও যে সংবাদপত্রে খানিকটা জায়গা করে নিয়েছে, তার উদাহরণ, আজতক, আগ মুহূর্তে, ঘাপলা, পাত্তা । ক্রিজ ও চাপাতিকে কি বলব, ঠিক জানি না, তবে শব্দদুটি এখনো অভিধানে জায়গা পায়নি ।

শব্দব্যবহারের যেসব অসংগতি লক্ষ্য করা যায়, তার একদিকে আছে অজ্ঞতাপ্রসূত প্রয়োগ : একত্রিত (একত্র), দারিদ্রতা (দারিদ্র্য, দরিদ্রতা), নিরপরাধী (নিরপরাধ), নির্ধনী (নির্ধন), বৈশিষ্ট্যতা (বৈশিষ্ট্য, বিশিষ্টতা), ও সখ্যতা (সখ্য) । ঐক্যতান (ঐকতান) ও ঐক্যমত (ঐকমত্য, মতৈক্য) যাঁরা লেখেন, তাঁরা বোধহয় ইচ্ছাকৃতভাবেই এই ব্যাকরণবিরুদ্ধ প্রয়োগ করেন । ইংরেজির অনুবাদ করতে গিয়ে ভাষায় এসেছে অবস্হান (পজিশন; অবস্হা, স্হান), ভর্তিচ্ছু (অ্যাডমিশন-সীকার্স, ভর্তি হতে ইচ্ছুক), মান (স্ট্যান্ডার্ড; প্রমিত) ও স্হাপনা (এসট্যাবলিশমেন্ট; বিষয়সম্পদ-অর্থে) । অনুবাদের ফলেই বাড়িঘরের একতলা-দোতলা-তিনতলা প্রথম তলা, দ্বিতীয় তলা, তৃতীয় তলারূপে লেখা হচ্ছে ।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রায়ত্তকরণের বিকল্প শব্দ জাতীয়করণ, কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্তের বিকল্প জাতীয়কৃত, অথচ প্রায়ই যে অশুদ্ধ শব্দটি লেখা হচ্ছে তা জাতীয়করণকৃত । এর বিপরীতার্থক শব্দ খুঁজে পেতে হবে, বিরাষ্ট্রীয়করণ শব্দটি চলা উচিত নয় ।

সংবাদপত্রের পাতায় — অবশ্য শুধু সেখানেই নয় -- ভুল বানানের অনুপ্রবেশ পাঠককে পীড়া দেয় । কিছু বানান ভুল হয় প্রায়-সমোচ্চারিত দুটি ভিন্ন শব্দের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যাওয়ায় । যেমন,

অণু : বস্তুর ক্ষুদ্রাংশ
অনু : পশ্চাৎ

অর্ঘ : মূল্য
অর্ঘ্য : পূজার উপকরণ; শ্রদ্ধাসূচক উপহার

আভাষ : ভূমিকা
আভাস : ইঙ্গিত

আহুত : যা বা যাতে আহুতি দেওয়া হয়েছে
আহূত : যা বা যাকে আহ্বান করা হয়েছে

উদ্দেশ : সন্ধান, ঠিকানা
উদ্দেশ্য : অভিপ্রায়, মতলব

কৃতি : কার্য
কৃতী : কৃতকর্মা

ধূম : ধোঁয়া
ধূম্র : কপিশবর্ণ

পড়া : পাঠ করা, পতন ঘটা
পরা : পরিধান করা

বাধা : প্রতিবন্ধক
বাঁধা : বন্ধন করা

শিষ : শিখা, শস্যের মঞ্জরী
শিস : ঠোঁট ও জিভ দিয়ে বাঁশির মতো শব্দ করা

সত্ব : সত্তা, অস্তিত্ব
স্বত্ব : অধিকার

সুদ্ধ : সমেত
শুদ্ধ : নির্ভুল, পবিত্র, কেবল

www.pathagar.com

সচরাচর যেসব বানান ভুল লক্ষ্য করা যায়, তার একটা তালিকাও এখানে দেওয়া হলো (বন্ধনীর মধ্যে শুদ্ধ বানান দেওয়া হয়েছে) ঃ

অত্যাধিক (অত্যধিক)
অনুসংগী (অনুষংগী)
অন্তর্ভূক্ত (অন্তর্ভুক্ত)
আকাংখা (আকাংক্ষা)
আত্মসাত (আত্মসাৎ)
আবিস্কার (আবিষ্কার)
আয়ত্ব (আয়ত্ত)
আয়ূ (আয়ু)
উচিৎ (উচিত)
উজ্জল (উজ্জ্বল)
উপচার্য (উপাচার্য)
কৌতুহল (কৌতূহল)
গড্ডালিকা (গড্ডলিকা)
গন্ডার (গণ্ডার)
গ্রস্হ (গ্রস্ত)
জীবীকা (জীবিকা)
তান্ডব (তাণ্ডব)
ত্রান (ত্রাণ)
দুর্বিসহ (দুর্বিষহ)
নিয়ন্ত্রন (নিয়ন্ত্রণ)
পরিবহন (পরিবহণ)
পুরষ্কার (পুরস্কার)
পুস্করিনী (পুষ্করিণী)
পোষাক (পোশাক)
পৌরহিত্য (পৌরোহিত্য)
প্রতিযোগীতা (প্রতিযোগিতা, তবে প্রতিযোগী)
বন্দোপাধ্যায় (বন্দ্যোপাধ্যায়)
বহিস্কার (বহিষ্কার)
বিদ্যূৎ (বিদ্যুৎ)
বিশৃংখলা (বিশৃঙখলা)
বুদ্ধিজীবি (বুদ্ধিজীবী)
ব্যাবসা (ব্যবসা)
ব্যার্থ (ব্যর্থ)
ব্যায় (ব্যয়)

www.pathagar.com

ভিন্নতরো (ভিন্নতর)
ভৌগলিক (ভৌগোলিক)
মনযোগ (মনোযোগ)
মনিষী (মনীষী)
মূল্যায়ণ (মূল্যায়ন)
যক্ষা (যক্ষ্মা)
রূপায়ন (রূপায়ণ)
লজ্জাস্কর (লজ্জাকর)
শশ্মান (শ্মশান)
শষ্য (শস্য)
শ্রদ্ধাঞ্জলী (শ্রদ্ধাঞ্জলি)
শ্রীমতি (শ্রীমতী)
সংগে (সঙ্গে)
সচ্ছন্দ (স্বচ্ছন্দ)
স্বচ্ছল (সচ্ছল)
সন্মান (সম্মান)
সম্বর্ধনা (সংবর্ধনা)
সহযোগীতা (সহযোগিতা, তবে সহযোগী)
স্বায়ত্বশাসন (স্বায়ত্তশাসন)

ধস শব্দটি অনেকক্ষেত্রে ধ্বস-রূপে দেখা যায় এবং তার পেছনে অন্ততঃ একটি অভিধানের সমর্থন দেখানো সম্ভবপর। 'চলন্তিকা'র অনুসরণে ধস-ই একমাত্র শুদ্ধ বানানরূপে গৃহীত হবার যোগ্য। তেমনি দেয়া ও নেয়া বানান কোনো কোনো অভিধানসম্মত হলেও দেওয়া ও নেওয়া রূপই শুদ্ধ বলে বিবেচ্য।

পুঁথি বেড়ে যাচ্ছে, এবারে শেষ করার সময় হলো।

আমাদের সংবাদপত্রে একটি জিনিস চাক্ষুষ হয়, তা হলো সমাস-সন্ধি ভাঙার, বিশেষ করে, সমাস ভাঙার প্রবণতা। সমাজেও তা লক্ষ্য করা যাবে, যেমন "সংবাদ পত্র বিক্রয় কেন্দ্র" (সংবাদপত্র-বিক্রয়কেন্দ্র)। পত্রিকার পাতায় শহরকেন্দ্রিক হয়ে যায় শহর কেন্দ্রিক, মন্ত্রিপরিষদ হয়ে যায় মন্ত্রি পরিষদ। এতে অনেক সময়ে অর্থের গোলযোগ হয়। এই ভাঙাজোড়ার ফলে অনেকে বানানের বিভ্রাটেও পড়েন। যাঁরা মন্ত্রী লেখেন দীর্ঘ ঈকার দিয়ে, কিন্তু সমাসবদ্ধ পদে সংস্কৃত নিয়মে দীর্ঘকে হ্রস্ব করে মন্ত্রিসভা লিখতে চান, তাঁদের এত চিন্তার ফসল যখন মন্ত্রি সভায় রূপান্তরিত হয়, তখন তাঁরা দুঃখিত হন নিশ্চয়। পাঠকও বিভ্রান্ত হন।

কেউ কেউ প্রশ্ন করেন, কোন্‌টা লিখব? মন্ত্রিসভা না মন্ত্রীসভা, বুদ্ধিজীবিগণ না বুদ্ধিজীবীগণ, বিদ্রোহিরা না বিদ্রোহীরা? দীর্ঘ ঈকারকে হ্রস্ব করার সংস্কৃত নিয়ম বাংলায় অনুসরণ করার দরকার আছে বলে মনে হয় না। মন্ত্রিসভা ও মন্ত্রীসভা,

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবিগণ ও বুদ্ধিজীবীগণ – দুইই চলতে পারে । কিন্তু বহুবচন-চিহ্ন যখন একান্তই বাংলার, সেখানে দীর্ঘ ঈকার অক্ষুণ্ন থাকা বাঞ্ছনীয় । তাই বিদ্রোহীরাই লিখব, বিদ্রোহিগণও লিখতে পারি, কিন্তু বিদ্রোহিরা লিখব না ।

তবে সব কথার শেষ কথা, যা-ই লিখি, যত্ন করে লিখব, সহজ করে লিখব; জেনে লিখব, লেখার জন্যে শিখে নেব; পরিশ্রম করব, ভাষাকে সব অর্থে ভালোবাসব ।

আট

সবশেষে একটি নিবেদন আছে । সংবাদপত্রের ভাষার আলোচনা করতে গিয়ে আমি নানা পত্রিকা থেকে উদ্‌ধৃতি ব্যবহার করেছি । পত্রিকাগুলির মধ্যে কোনো তারতম্য করা আমার উদ্দেশ্য নয় । দৈনিক পত্রিকায় যে-দ্রুততার সংগে কাজ করতে হয়, তাতে ভুল হওয়া স্বাভাবিক । যেসব উদাহরণ আমি ব্যবহার করেছি, তার রচয়িতাদের প্রতি অশ্রদ্ধাপ্রকাশও আমার অভিপ্রায় নয় । আমি নিজেকে অভ্রান্ত বিবেচনা করি না । আমার এই সামান্য প্রয়াস যদি সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অধিক সচেতন, মনোযোগী ও যত্নবান হতে সাংবাদিক বন্ধুদের সাহায্য করে বা অনুপ্রেরণা দেয়, তাহলেই আমি কৃতার্থ হবো ।

www.pathagar.com

সেমিনার

প্রথম দিনের অধিবেশন

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট ১৯৮৪ সালের ১৫ ও ১৬ জুন 'সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার' শীর্ষক দুদিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করে । এতে ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক আমানউল্লাহ্ স্বাগত ভাষণে বলেন ।

"প্রতিদিন সকালে সংবাদপত্র পাঠকালে অন্যান্য অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতির সাথে শব্দপ্রয়োগ, বাক্য গঠনরীতি ও রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম ভাষা-সচেতন ও বোদ্ধা পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন করতে পারে । তবে তা দূরীকরণে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে একটি আনুষ্ঠানিক আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারায় বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট গৌরববোধ করছে ।

উল্লিখিত ত্রুটি-বিচ্যুতির কোন প্যাটার্ন আছে কিনা অথবা ভাষার সার্বিক ব্যবহার তথা ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে এর সুদূরপ্রসারী কোন প্রভাব পড়বে কিনা, অথবা যান্ত্রিক কারণে দৈবাৎ ঘটে গেছে– এসব প্রশ্ন খতিয়ে দেখার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আনিসুজ্জামানকে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট অনুরোধ জানিয়েছিল । তাঁর গবেষণালব্ধ ফল আপনাদের সামনে উপস্থিত করতে পারায় আমরা আনন্দিত ।

বিষয়টি জটিল ও মৌলিক । আমি এর দু'একটি দিক উল্লেখ করতে চাই । তার মধ্যে একটি হচ্ছে, আমাদের সংবাদপত্রে খবর হয়ে যা বের হয়, তার অধিকাংশই ইংরেজী থেকে অনূদিত । ইংরেজী বাক্য গঠনরীতি ও রচনাশৈলীর কিছু প্রভাব আমাদের লেখার মধ্যে থাকাটা অস্বাভাবিক নয় । এছাড়া যা পাঠকের কাছে সম্ভবত পীড়াদায়ক হতে পারে, তা হলো সংবাদপত্রের কোন কোন লেখায় সাধু ও চলতি ভাষার শ্রুতিকটু ব্যবহার । শুধু তাই নয় বাক্য রচনায় শব্দের যথার্থ প্রয়োগ না হলে অনেক ক্ষেত্রে অর্থের তারতম্য কিংবা অনর্থের সৃষ্টি করে । এ বিষয়ে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ।"

স্বাগত ভাষণের পর ডঃ আনিসুজ্জামান আলোচনার সূত্রপাত করে তাঁর রচিত মূলপ্রবন্ধ "সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার" পাঠ করেন । পঠিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন সেমিনারে যোগদানকারী ভাষাগবেষক ও শিক্ষক, বিজ্ঞানী, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক ।

আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো ।

খোন্দকার আলী আশরাফ
সহকারী সম্পাদক
দৈনিক বাংলা

খোন্দকার আলী আশরাফ পিআইবির উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং আলোচনাকালে বলেন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের ভুল স্বীকার করে নিলেও কিছু

www.pathagar.com

বলার আছে আমার । মূল গলদ হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থার । এই গলদ দূর করার কাজ শুরু করতে হবে শিক্ষা বোর্ড থেকে । ভুল সাংবাদিকদের একচেটিয়া নয় । আমাদের সাহিত্যিক ও শিক্ষকরাও কম যান না । মাননীয় অধ্যাপকরাও যেখানে অহরহ ভুল করে থাকেন সেখানে সাংবাদিকদের, অর্থাৎ তাদেরই ছাত্র, ভুল করার অধিকার রয়েছে ।

শিরোনাম প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, শিরোনামের নিজস্ব ব্যাকরণ আছে । তা সাধারণ ব্যাকরণের সঙ্গে মেলে না । বাংলায় এখনো ইংরেজীর মত ভালো শিরোনাম তৈরি করা হয়ে ওঠেনি ।

ভুল বানান ও প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর অভিমত : ভুলটি দেখিয়ে দিলে যে আমরা দেখব তা মনে হয় না । আমাদের না দেখার, না জানার এবং জেনেশুনে ভুল করার একটা প্রবণতা রয়েছে । আঞ্চলিক ও অশিষ্ট শব্দ সম্পর্কে যা বলা যায়, তা হলো এর ব্যবহার আমরা কোনোমতেই ঠেকাতে পারব না । এর যতবেশি ব্যবহার হবে ভাষাও ততবেশি সমৃদ্ধ হবে ।

তিনি সুপারিশ করেন, সাংবাদিকরা যে ভুলগুলো করে থাকেন, তা শোধরানোর সুযোগ আমাদের অবশ্যই নিতে হবে । 'নিরীক্ষা'র প্রতি সংখ্যায় সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভুলের একটা তালিকা প্রকাশ করা উচিত । এধরনের একটা কলাম হলে ভুল শোধরানো সম্ভবপর হবে ।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম বলেন, যে ভুলত্রুটি ডঃ আনিসুজ্জামান চিহ্নিত করেছেন সে কাজটির জরুরি প্রয়োজন ছিল । মওলানা আকরম খাঁ বৃদ্ধ বয়সে লাল কালিতে দাগ দিতেন, ভ্রম সংশোধন করতেন । আবুল মনসুর আহমদের তাঁতি বাজারের বাসায় প্রতি রোববার অন্য বিষয়ের সঙ্গে ভাষাব্যবহার, বাক্যগঠন, অনুবাদ, পরিভাষা, প্রতিশব্দ ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা হতো । আজকাল তেমন হয় কিনা, তা তাঁর জানা নেই ।

তিনি বলেন, সাংবাদিকরা লাগসই ও জুতসই শব্দ তৈরি ও ব্যবহার করেছেন, তার প্রশংসা করতে হয় । 'সেশন জট' শব্দটি আজকাল ব্যবহার করা হচ্ছে । আরো কয়েকটি ব্যঞ্জনাবাহী শব্দ সংবাদপত্র তুলে ধরেছে যেমন – শহীদ, জেহাদ, ইনকিলাব, ঝান্ডা ইত্যাদি ।

সংবাদপত্রে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে হয়, তাই ভুলভ্রান্তির বাস্তব কারণ রয়েছে । এ মন্তব্য করে তিনি বলেন, ভুলভ্রান্তি হবেই সংবাদপত্রে । তবে সংশোধনের দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে । আমি মনে করি প্রতি সপ্তাহান্তে সংবাদপত্রে ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে একটি রিভিউ করার নিয়ম থাকা উচিত । এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ইংরেজী শেখার জন্য ছোটবেলায় আমাদেরকে স্টেটসম্যান (কলকাতার ইংরেজী দৈনিক 'দি স্টেটসম্যান') পড়তে বলা হত । বাংলা শেখার জন্য আমরা আমাদের সন্তানদের বাংলা পত্রিকা পড়তে বলতে চাই ।

www.pathagar.com

আবদুল্লাহ্ আল মুতী

সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানী

আবদুল্লাহ্ আল মুতী বলেন, ডঃ আনিসুজ্জামান তাঁর প্রবন্ধে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও সুন্দরভাবে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন । আমরা স্কুলে যত না বাংলা শিখি তার চেয়ে বেশি শিখি বাইরে । প্রধানত খবরের কাগজ পড়ে, রেডিও শুনে, টি ভি দেখে।

সংবাদপত্র থেকে তিনি বেশকিছু শব্দের ব্যবহার ও বানান শিখেছেন, একথা জানিয়ে বলেন, 'অনুষ্ঠিতব্য'কে খবরের কাগজে ইদানীং লেখা হচ্ছে 'অনুষ্ঠেয়' । ধ্বস শব্দটি 'ধ'-এর সংগে 'ব' যুক্ত না করেই লেখা হচ্ছে । খবরের কাগজ 'পোষাক' শব্দকে 'পোশাক' লিখছে । ঐকমত্য – এই শব্দটিকেও খবরের কাগজে লেখা হচ্ছে ঐক্যমত । 'লাগাতার' শব্দটি আগে জানতাম না । আমরা প্রতিদিন খবরের কাগজ থেকে অনবরত শিখছি ।

পাঠককে শেখানোর একটা দায়িত্ব সংবাদপত্রের রয়েছে, এই মন্তব্য করে তিনি বলেন, খবরের কাগজে যে ভুল হয় সেগুলো পাঠকরা পড়ে সংগত কারণেই ভুল শেখে । এই ভুল যাতে কম শেখানো হয় সেদিকে খবরের কাগজের লোকদের লক্ষ্য রাখতে হবে ।

নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে সমস্যার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আজকাল লাইনো টাইপ, কমপিউটার, ফটোকম্পোজের প্রবর্তন হবার ফলেও অনেক বানান বিভ্রাটের সৃষ্টি হচ্ছে । অক্ষরের অনেক রূপ বদলে যাচ্ছে । কেবল কি খবরের কাগজের লোকদেরই দোষ ? চিঠিপত্র কলামেও ভুলভ্রান্তি চোখে পড়ে । বাংলা ভাষা ব্যবহার রীতিতেই এখনো বেশ কিছুটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন ।

বিরাজমান বানান সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা দুটি শব্দ কখন জোড়া দেবো কখন দেবো না, এখনো ঠিক করে উঠতে পারিনি । সংবাদপত্র বিক্রয়কেন্দ্র না সংবাদ পত্র বিক্রয় কেন্দ্র ? আলাদাভাবে লিখবো না জোড়া দিয়ে একসংগে লিখবো, আমরা এখনো নির্ধারণ করতে পারিনি । কেউ লিখি 'হতো', কেউ লিখি 'হত' । কোনটি ভুল, এখনো চিহ্নিত করা যায়নি । ভুল যাতে কম হয় তার জন্য প্রত্যেক পত্রিকায় একটি বিধিনিষেধ থাকা প্রয়োজন । কি কি ভুল আমাদের এড়ানো প্রয়োজন তা আমাদের জানতে হবে ।

তাঁর মতে, খবরের কাগজের ভাষা যত সুন্দর হবে, আমাদের ভাষার ব্যবহারও তত সুন্দর হবে । আমরা প্রতিদিন দুথেকে তিনটি খবরের কাগজ পড়ি অথচ মাসে একটি বইও আমাদের অনেকের পড়া হয় না ।

বেগম জাহানআরা

অধ্যাপিকা, ভাষাবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ জাহানআরা পদক্রম, ক্রিয়া, বহুবচনের ব্যবহার, বিশেষভাবে, ব্যাকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন । তিনি বলেন, ইংরেজী বা জার্মান ভাষায় কর্তার পরে ক্রিয়া আবশ্যিক

www.pathagar.com

এবং সেইখানে মোটামুটিভাবে বাঁধাধরা নিয়ম হিসাবে পালন করা হয়। বাংলায় পদক্রমটা আমরা সেই অর্থে ব্যবহার করি না। তবে এই ধরনের ভুলের সংশোধনের জন্য দরকার সাধারণ কিছু প্রশিক্ষণ। যখন সুষ্ঠুভাবে এবং ব্যাকরণিক অর্থে আমরা জানব, তখনই সম্ভব হবে পদক্রম নিয়ে খেলা করা। পর পর বহুবচনের ব্যবহার– যেমন, অন্যান্য নেতৃবৃন্দ– কেন ভুল, তা আমরা কজন বলতে পারব ? ফলে ছেলেমেয়েরা পাঁচ জনেরা দশ জনেরা বলছে, লিখছে। ইংরেজীর আক্ষরিক অনুবাদ করছে। এটা ভুল। সার্বিক ব্যবস্থার দোষ। এই ক্ষেত্রে আমাদেরই উদ্যোগ নিতে হবে।

তাঁর মতে, সংবাদপত্রের ভাষা যেমন আমাদের প্রভাবিত করে, তেমনি রেডিও টেলিভিশনের ভাষাও প্রভাবিত করে। উচ্চারণের ক্ষেত্রে রেডিও টিভির অনেকখানি ভূমিকা আছে। দেশজ শব্দ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এসব শব্দ আসবে, এসেছে এবং আসছে।

দানীউল হক

চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নতুন প্রযুক্তি কম্পিউটারের সমস্যার কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক দানীউল হক বলেন যে, চার প্রকার কম্পিউটার রয়েছে যা আমাদের বাংলা ভাষা মুদ্রণে সহায়তা করে। কম্পিউটার-ব্যবহারকারী একটি সংবাদপত্র কয়ে রফলা লিখতে কয়েহ্রস্বউকার লেখে। যেমন শুক্রবার লিখতে লেখে শুক্রুবার। তিনি এ-প্রসঙ্গে বলেন, ভুল কেবল সাংবাদিকরাই করেন না। বিজ্ঞাপনদাতারাও ভুল করেন। বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রের বৃহৎ অংশ। শিশু থেকে শুরু করে বড়রাও বিজ্ঞাপনের ভাষাকে শুদ্ধ বলে জ্ঞান করে। বিজ্ঞাপনের শুধু বানানেই শুধু নয়, ভাষাতেও অজস্র ভুল থাকে।

সাবেক ও নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে সংবাদপত্রের অসতর্কতার নজির তুলে ধরতে গিয়ে তিনি বলেন, আমরা বহুদিন পূর্বে টাকা আনা পাই গজ ফুট বাদ দিয়ে দশমিক পদ্ধতিতে এসেছি। অথচ কিছু কিছু সংবাদপত্রের একটি লাইনে লেখা হয় অমুক জায়গায় এত ফিট পানি জমেছে অমুক জায়গায় এত মিটার রাস্তা ভেঙ্গে গেছে।

তিনি বলেন, মুস্তাফা নূরউল ইসলামের একটি কথা আমি উদ্ধৃত করতে চাই। তিনি বলেছেন, সংবাদপত্র ভাষার জন্ম দেয়। সেদিক থেকে বলতে গেলে "ছিনতাই", "গণপিটুনি" উল্লেখযোগ্য শব্দ।

তিনি আরো বলেন, সংবাদপত্রের ভুল একটি জাতীয় সমস্যা। আমাদের সুনির্দিষ্ট কোনো জাতীয় ভাষানীতি নেই। ভাষায় কোনো নীতিমালা নেই। পরিকল্পনা নেই। ভাষার অন্তঃর্নিহিত ত্রুটি দূর করার জন্য সরকার নিজে উদ্যোগ নিতে পারেন। বাংলা একাডেমী কিংবা সুনির্দিষ্ট অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানও এই দায়িত্ব নিতে পারে। এছাড়া সংবাদপত্র-বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য সাংবাদিকতা বিভাগে আলাদা একটি কোর্স চালু করা যেতে পারে।

www.pathagar.com

আবুল কাসেম ফজলুল হক

সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেন, আমাদের বাংলা ভাষায় বাক্যগঠনে এমন অন্তর্নিহিত ত্রুটি রয়েছে যেখানে কর্তা – কর্ম সঠিকভাবে আসে না । বিভক্তিগঠনে অনেকে ত্রুটির কথা বলেছেন । সংবাদপত্র ছাড়াও অন্য জায়গাতে বিভক্তি ব্যবহার না করার ফলে অনেক ভুল অর্থ প্রকাশ পায় । এ জাতীয় ভুল নিয়ে গুরুতর আলোচনা করা প্রয়োজন । আমাদের ভাষায় শব্দের প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ, এমন কি, সাধু চলতির মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায় ।

এ-প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গে দশ-এগারো বছর আগে থেকে বাংলা ভাষার বানান বাংলা লিপি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে । সেখানে বাংলা ভাষার ব্যাপক সংস্কার নিয়ে আলোচনা হচ্ছে । এখনো আমাদের দেশে তা হচ্ছে না । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিপূর্বে এ বিষয়ে কাজ শুরু হয়েছে । কলকাতার বাংলা একাডেমীও বাংলা লিপি ও বাংলা মুদ্রণ নিয়ে গবেষণা করছে এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়েও কেউ কেউ এ বিষয়ে বইপত্র লিখছেন ।

তিনি বলেন, আমরা রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি । যদি ভাষার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার মতো রাজনৈতিক পরিস্থিতি হয়, তবে আমাদের ভাষায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে ।

আতোয়ার রহমান

শিশু সাহিত্যিক

আতোয়ার রহমান বানানগত, ব্যবহারগত, ব্যাকরণগত ভুল সম্পর্কে আলোকপাত করেন । তিনি বলেন, 'স্বাগতিক'– এই শব্দটা সম্বন্ধে আমি বহুজনকে জিজ্ঞেস করেছি । তাঁরা বলেছেন, এ শব্দ হয় না । স্বাগতকারীও বলা যায় না । বড়জোর বলা যায় অভ্যর্থনাকারী । আমাদের দেশে 'মেজবান' বলে একটা শব্দ আছে, আপনারা ইচ্ছে করলে সেটাও ব্যবহার করতে পারেন । 'ডামাডোল' একটা শব্দ । ডামাডোলের অর্থ হচ্ছে বিশৃঙ্খলা । কিন্তু আমরা অনেকেই ভেবে থাকি, বেশি পিটিয়ে । একটা শব্দ 'অব্যাহত' । অব্যাহত শব্দটার মূল অর্থ হচ্ছে – ব্যাহত হয়নি, বিঘ্নিত হয়নি । তিনি ঐ পদে মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত ছিলেন । কি অর্থ হয় এটার ? মৃত্যু পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন । এ-প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত, আমাদের মূল দোষ হচ্ছে, এখনও আমরা ইংরেজী থেকে অনুবাদ করি । ইংরেজী হচ্ছে আমাদের সংবাদের মূল ভাষা ।

শওকত ওসমান

ঔপন্যাসিক

শওকত ওসমানের মতে, সংবাদপত্রের ভাষার ক্ষেত্রে যে ভুল ও নৈরাজ্য চলছে, তার

www.pathagar.com

কারণ নিহিত সমাজে । সব সময়ে মনে রাখা উচিত, ভাষা জীবনপ্রবাহ থেকে আসে । যে জীবনে আমরা বাস করি, সেখানে নৈরাজ্য থাকলে তার প্রভাবও ভাষার ক্ষেত্রে থাকবে । নৈরাজ্য একক নয়, সমষ্টি থেকে উত্থিত – তা থেকে মুক্তি যৌথভাবেই আসবে ।

তিনি বলেন, কোথায় বিভক্তি, কোথায় আকার, কোথায় ওকার – এগুলো না জেনে আমাদের দেশে একটা ভাষা প্রবাহ রয়েছে যা শুদ্ধ । যারা বলে, তারা ব্যাকরণ না জেনে না শুনে ভাষাটা শুদ্ধ বলে যায় । ভাষার উৎপত্তি হচ্ছে এ্যাকশন থেকে । অনেক সময় চিন্তাকে ঢাকার জন্য আমরা কথা বলি ।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ

জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম অধিবেশনের সভাপতি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী বলেন, দুধরনের ভুল লক্ষ্য করা যায় সংবাদপত্রে এবং বিভিন্ন জায়গায় । বানানের ভুল, এগুলো একটু সতর্ক হলেই এড়ানো যায় । কিন্তু ভাষার মধ্যে যেগুলো বাক্যগঠনের ত্রুটি, সেগুলো খুবই মারাত্মক । আমরা যখন সাধু ভাষা থেকে চলতি ভাষায় উত্তীর্ণ হলাম, তখন সাধু ভাষার মধ্যে যে শৃংখলা ছিল, তা নষ্ট হয়ে যায় ।

সংবাদপত্রের ভাষা একটি চলমান প্রক্রিয়া । আমাদের দেশে সংবাদপত্র চলতি ভাষাকে যেভাবে গ্রহণ করেছে, ভারতের পশ্চিম বংগের সংবাদপত্র কিন্তু অত সহজে চলতি ভাষাকে গ্রহণ করেনি । এক্ষেত্রে আমরা মন্তব্য শুনেছি, আমাদের দেশের ভাষা অনেক বেশি জীবন্ত, অনেক বেশি জীবনঘনিষ্ঠ । ভাষার ভ্রান্তিগুলো দূর করার ক্ষেত্রে আমাদের সচেতনতার প্রয়োজন ।

তিনি বলেন, পথ চলতে দেখা যায় রাস্তার সাইনবোর্ডে ভুল বানানের ছড়াছড়ি । চারদিকে বানান ও বাক্যবিন্যাসে ভুলের সংখ্যা বাড়ছে । সেই সংগে আমাদের আশ্চর্য সহিষ্ণুতা গড়ে উঠছে এই ভুল নিয়ে । কেন গড়ে উঠছে সহিষ্ণুতা ? এর কোনো সঠিক ব্যাখ্যাও দেওয়া যাচ্ছে না । ভাষার ব্যাপারে অতটা অমনোযোগ ও শৈথিল্য মেনে নেওয়া যায় না । ভাষার নাকি ক্রমাগত উন্নতি এখন প্রধান সমস্যা ।

তিনি আরও বলেন, যদি কোনো ভাষায় গদ্যের মান নিম্নমুখী হয়, তবে সেটা থেকে সভ্যতার মান চিহ্নিত করা যায় । যদি দেখা যায়, শিক্ষিত লোকেরা দুর্বল গদ্য লিখছেন, তবে সাধারণভাবে বলা যায়, সমাজের সংস্কৃতির মধ্যে পচন ধরেছে ।

ইংরেজীতে "জার্নালিজ" বলে একটি কথা আছে, অর্থাৎ সংবাদপত্রের ভাষা । সে ভাষায় নিজস্ব ঔজ্জ্বল্য নেই । সাধারণ লোক যে ভাষায় কথা বলে সংবাদপত্রের ভাষাও তাই । এ ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নেই ।

তিনি বলেন, ব্যাকরণ নিয়ে কথা উঠেছে । ব্যাকরণ সামনে রেখে কেউ লেখে না । ব্যাকরণ প্রচলিত ভাষাকে সুন্দর করে । দিনে দিনে শব্দের অর্থের সংকোচন ও প্রসারণ

www.pathagar.com

ঘটছে । বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কোন শব্দটা শুদ্ধ হবে কোনটা অশুদ্ধ হবে, এখনো বলা যাচ্ছে না । কিছু শব্দ প্রচলিত হয়ে গেছে, যেগুলো থাকবেই । যেমন 'ফলশ্রুতি' । এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ না বুঝেই ব্যবহৃত হচ্ছে ।

সকলের সংগে একমত প্রকাশ করে তিনি বলেন, আমরা ভাষার যে ভুলভ্রান্তি লক্ষ্য করছি, এগুলো কেবল সংবাদপত্রেই হচ্ছে, তা নয় । ভুল কেবল সাংবাদিকরাই করছেন তা নয় ।

তিনি মনে করেন, আমাদের বাংলা ভাষার একটি ব্যবহারিক অভিধান থাকা প্রয়োজন । প্রয়োজনীয় একটি অভিধান এখন পর্যন্ত আমরা তৈরি করতে পারিনি । এটা খুবই লজ্জার ব্যাপার ।

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন

আবু জাফর শামসুদ্দীন

কলামিস্ট, সংবাদ

ভাষাভিত্তিক বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, দৈনিক সংবাদপত্রে টেলিপ্রিন্টার এখনো চালু হয়নি । এটা একটা বাধা । অর্থাৎ সবকিছু বৈদেশিক সংবাদ আমরা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে পাচ্ছি । দেশের ভেতরেও বেশিরভাগ খবর আসে টেলিফোনে, টেলিগ্রাম ও ডাক মারফত । বিদেশী খবরের অনুবাদসংক্রান্ত ব্যাপারে খুবই অসুবিধা আছে । সব ভাষারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশভংগি আছে, শব্দবিন্যাস আছে । বিদেশী একটি ভাষা থেকে অনুবাদ করার সময়ে যদি আমরা অবিকল অনুবাদ করতে চাই, তাহলে সমস্যাটা দাঁড়ায় এইরূপ । যেমন ইংরেজীতে আছে হি ওয়েন্ট টু ক্যালকাটা । আক্ষরিক অনুবাদ হবে– তিনি গিয়েছিলেন কলকাতা । কিন্তু বাংলাতে আমরা বলব তিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন । বাংলায় ক্রিয়াপদটা পরে আসে । সংবাদপত্রে নতুন যারা ঢোকেন, পাশ করে বা পাশ না করে, তাঁদেরকে এসব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় । বিদেশী ভাষার সংগে নিজের মাতৃভাষার সামঞ্জস্য বিধান করাটা মোটেই সহজ কাজ নয় । আমার মনে আছে, জহুর (মরহুম জহুর হোসেন চৌধুরী) আমাকে বলেছিলেন, 'সংবাদে' নাকি একদিন একজন অনুবাদ করেছিলো : সোলজার্স আর পেট্রোলিং দ্য স্ট্রীট – সৈন্যগণ রাস্তায় পেট্রোল ছিটাইতেছে । এই ধরনের অনুবাদ একসময়ে হতো । ইদানীং হয়ত সেটা হয়না । তবে অনেক সময়ে নিজে যখন সংবাদপত্রে বিদেশী সংবাদ পাঠ করি, তখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদের অর্থ উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়ে । তবে ইদানীং তা অনেকটা কমে গেছে ।

আজকাল সংবাদপত্রের সংখ্যাবৃদ্ধি বাংলা ভাষাকে অনেকখানি যেমন এগিয়ে নিয়েছে, তেমনি নিয়ন্ত্রণও করছে বলা চলে । এখানে বলা আবশ্যক যে, সাহিত্যের ভাষা এবং সংবাদপত্রের ভাষা এক নয় । আমার মনে হয়, যারা সংবাদপত্রসেবী অনেক সময়ে সংবাদপত্রের ভাষা ও সাহিত্যের ভাষাকে গুলিয়ে ফেলা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক । এতে

www.pathagar.com

পাঠকেরা বেশ কিছুটা অসুবিধায় পড়েন । কিন্তু এটা ঠিক যে, সংবাদপত্র বাংলা ভাষাকে সর্বস্তরে পৌঁছে দিয়ে থাকে ।

যেমন ধরুন, গ্রামে-গঞ্জে সাধারণতঃ অনেকে দৈনিক সংবাদপত্র রেখে থাকেন । সেটা অতি সামান্য লেখাপড়া জানা লোক যেমন পড়েন, আবার যারা একটু ভালো লেখাপড়া জানেন, তাঁরাও পড়েন এবং অনেকে আবার বসে থাকেন । সংবাদপত্রের শ্রোতা পাঠককে বলেন– একটু জোরে পড়ুন, আমরা শুনি । এর ফলে বাংলা ভাষা নয় শুধু, সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং দেশ-বিদেশের খবর ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের জ্ঞান বাড়ছে । আমি এটাও যোগ করতে চাই যে, দেশের সাধারণ মানুষের মূল্যবোধের ক্রমবিবর্তনে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও রাখবে ।

কিছু কিছু সংবাদপত্র ক্লাসিক্যাল স্টাইল অর্থাৎ করিয়া, ধরিয়া, খাইয়া ইত্যাদি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করছে । আবার কিছু সংবাদপত্র কথ্যরীতি ব্যবহার করছে । এর ফলে সাধারণ পাঠক সমাজে এমনকি ছাত্রদের মধ্যেও, যারা বিদ্যালয় বা কলেজে পড়ে, কনফিউশন সৃষ্টি হচ্ছে এবং তারা কোন স্টাইল ব্যবহার করবে সেটা ঠিক করতে পারছে না অথবা সে সম্বন্ধে খুব একটু চিন্তা-ভাবনাও করছে না । অনেক সংবাদপত্রে দেখা যায় ক্লাসিক্যাল ও কথ্যরীতি উভয় রীতিই একাকার হয়ে যাচ্ছে । শরৎচন্দ্রের লেখায়ও যাইয়া, খাইয়া ইত্যাদি রয়েছে, কিন্তু তা অত্যন্ত সহজ ভাষায় ।

মনসুর মুসা

অধ্যাপক, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মানুষ মাত্রই ভুল করে । সাংবাদিকরাও মানুষ । ভাষার যে ভুল এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে সাংবাদিক, অধ্যাপক সবাই ভুল করছেন । ডঃ আনিসুজ্জামান তাঁর প্রবন্ধের নামকরণ করেছেন "সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার" । ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে সুব্যবহারও হতে পারে আবার অপব্যবহারও হতে পারে । ডঃ আনিসুজ্জামান সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার যে অপব্যবহার দেখিয়েছেন, তাতে তাঁর প্রবন্ধের নাম হওয়া উচিত ছিল "সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার অপব্যবহার" । এদিক থেকে তাঁর প্রবন্ধের শিরোনামে ভুল আছে কিনা আপনারাই বলবেন । ডঃ আনিস তাঁর প্রবন্ধের কোথাও সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করেননি । অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ডঃ আনিস বাংলা ভাষার ব্যবহার বলতে সুব্যবহারের দিকটি তুলে ধরেননি, অপব্যবহারের দিকটিই বুঝিয়েছেন ।

ডঃ এনামুল হক একজন ভাষাবিশেষজ্ঞ ছিলেন । তিনি নিজে শুদ্ধ করে লেখার চেষ্টা করতেন এবং অন্যের ভুল ধরতেন । ডঃ হকের 'মনীষামঞ্জুষা' বই-এর প্রথম খন্ড বের হলে ঐ বইতে কতরকমের ভুল আছে, তার খতিয়ান প্রকাশ করেন ডঃ হুমায়ুন আজাদ । আবার এহেন হুমায়ুন আজাদের বই-এর শব্দ ব্যবহারে প্রচুর ভুল বের করেছেন শাহাবুদ্দীন আহমেদ ।

আপনারা জানেন, ভুল কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে করে না । ভুল হয়ে যায় । সাধারণতঃ

www.pathagar.com

কেউ ইচ্ছাকৃত আছাড় খেতে চায় না । পথ পিচ্ছিল হলে সরল মানুষ, দুর্বল মানুষ, অসতর্ক মানুষ আছাড় খায় । আছাড় খাওয়ার জন্য মানুষকে দায়ী করা যায় না । পিচ্ছিল পথের জন্যই মানুষ আছাড় খায় ।

ভাষা ব্যবহারের পথটি যতটা অপিচ্ছিল আমরা মনে করি, আসলে ততটা অপিচ্ছিল নয় । ভ্রান্ত বিশ্লেষণ নামক যে কৌশলটির কথা বলা হয়েছে তার উদ্দেশ্য ভুলের কারণ বিশ্লেষণ করা । ভুলের কারণ মূলতঃ বাচনিক ও প্রেক্ষণিক । অর্থাৎ বলা ও দেখা । উভয় রকম কারণ নির্ণয় করা । ভুলের ভাষাতাত্ত্বিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণ নির্ণয় করা ।

ভুলের পরিমাণ যতটা সীমার মধ্যে রাখা যায়, ততই ভাল । কারণ ভুল ম্যালথাসের গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায় ।

কোথাও যদি ভুল দেখা যায় তবে সংগে সংগে তাকে গ্রেফতার করতে হবে । ভুলের আলোচনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হওয়া চাই ।

বাংলা ভাষার দুশত বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো ভাষার ভুল ভ্রান্তি নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনা হচ্ছে । বলা যেতে পারে বাংলা ভাষার যে ভুল-ভ্রান্তি তার অনুসন্ধান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো ।

ডঃ আনিসুজ্জামানের প্রবন্ধে ভ্রান্তিবিশ্লেষণের সঠিক দিক উন্মোচিত হয়নি । যার ফলে প্রবন্ধটিতে রয়ে গেছে সীমাবদ্ধতা । ডঃ আনিস যদি একটি মাসের সমস্ত উল্লেখযোগ্য পত্রিকার ভুল বের করতেন, তবে আমরা সেই মাসের ভুলের একটি খতিয়ান পেতাম । এর ফলে তাঁর প্রবন্ধটি না হয়েছে গুণগত বিশ্লেষণ, না হয়েছে পরিমাণগত বিশ্লেষণ ।

ফেব্রুয়ারীতে আমরা কি লিখবো, একুশে ফেব্রুয়ারী, না একুশ ফেব্রুয়ারী লিখবো ? এ নিয়ে বিতন্ডা আছে । আমি একুশের সংগে "এ" বিভক্তি যুক্ত করার জন্য পত্রিকায় বিবৃতি দিয়েছিলাম, কিন্তু এখনো অনেকে "একুশ ফেব্রুয়ারী" লেখেন । শুদ্ধ কোনটি হবে জানা সত্ত্বেও আমরা ভুল লিখে যাচ্ছি । ডঃ আনিসুজ্জামানের প্রবন্ধে কোনো পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি । ফলে কোনো বৈজ্ঞানিক আলোচনা এই প্রবন্ধে আসেনি । ভুলের বিশ্লেষণ থেকে যে চমৎকার প্যাটার্ণ পাওয়ার সুযোগ আছে, পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্য এ প্রবন্ধে তা পাওয়া যায়নি । ডঃ আনিস তাঁর প্রবন্ধের প্রথম দিকে বাক্যের ভুল, শেষের দিকে ভুল শব্দের তালিকা দিয়েছেন । ভ্রান্তিবিশ্লেষণের জন্য ছক তৈরি করার কথা ছিল, তা তিনি করেননি । সেইদিক থেকে এই প্রবন্ধটি অন্তঃসারশূন্য ও গতানুগতিক ।

ভ্রান্তিবিশ্লেষণ নিয়ে আমি কিছু কথা বলতে চাই । তা হলো ভ্রান্তিকে শৃংখলিত করতে হবে । যেমন "সংগে" এই শব্দটি কি "সংগে" হবে, না "সংগে" হবে, এ নিয়ে নানা বিতন্ডা আছে । এক্ষেত্রে বানানে, শব্দপ্রয়োগে, বিভক্তি-ব্যবহারে শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করতে হবে ।

বাংলা ভাষার শুদ্ধরূপ আবিষ্কার করতে হবে । সেটা বইতে নেই, ব্যাকরণে নেই, সংবাদপত্রে নেই । সেটা আছে বাঙালীর মাথায় । বাঙালীর মাথা সম্পর্কে বাঙালীর ভাবনার সময় এসেছে । ভ্রান্তিবিশ্লেষণ বলতে আমরা বাংলা ভাষার ভ্রান্তি বিশ্লেষণকেই বুঝবো । আমাদের ভাষার ভুল-ত্রুটি দূর করার জন্য ভাষার অবয়বে, রূপমূলে, প্রত্যয়ে, শব্দপ্রয়োগে, বাক্যাংশে সব জায়গায় দৃষ্টিপাত করতে হবে । কেবল ভুল চিহ্নিত

www.pathagar.com

করলেই হবে না । ভুলের ভাষাগত, নীতিগত, আইনগত দিক কিংবা স্বেচ্ছাকৃত ভুল বা অনিচ্ছাকৃত ভুল এই বৈশিষ্টগুলো নির্ধারণ করতে হবে । ভুলের কারণ নির্ণয় করতে না পারলে ভুল শোধরানো যাবেনা ।

ডঃ আনিস বলেছেন, সংবাদপত্রের ভাষা স্পষ্ট নয় । সংবাদপত্রের ভাষা স্পষ্ট হওয়াতে যথেষ্ট অসুবিধা আছে । এক্ষেত্রে দ্ব্যর্থতা একটি উত্তম কৌশল । আইনকে এড়ানোর জন্য দ্ব্যর্থতার প্রয়োজন আছে, দ্ব্যর্থতা ত্রুটি নয় । সংবাদপত্রের ভুল ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত, এটাও বুঝতে হবে । সাংবাদিকতার ভাষা যে সাহিত্যের ভাষা নয়, এটা আমাদের মনে রাখতে হবে ।

ওবায়েদ-উল-হক

চেয়ারম্যান

দৈনিক বাংলা ট্রাস্ট

সাধারণ লোক যেমন অর্থনৈতিক বাজেট বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শোনে, তেমনি আমি "সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার" প্রবন্ধটি খুব মনোযোগের সংগেই পড়েছি । ডঃ আনিসুজ্জামান তাঁর প্রবন্ধে মার্জিত কৌশল অবলম্বন করেছেন । ভাষার শুদ্ধতা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সংবলিত প্রবন্ধ যদি সংবাদসেবীরা পড়েন, তবে আমার বিশ্বাস, তাঁরা সবাই উপকৃত হবেন ।

কিছু মানুষ আছে, যারা ডিগ্রীতে ভারী, মননশীলতায় কিছুটা হাল্কা, তারা সাধারণতঃ বিচারকের আসনে বসে অন্যের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করে । তারা অন্যের ভুলগুলো ভালো করে ধরিয়ে দিতে খুবই ভালবাসে । পিআইবিকে ধন্যবাদ, ডঃ আনিসুজ্জামানের মতো বিদগ্ধ ব্যক্তিকে সংবাদপত্রসেবীদের সংগে অন্তরংগ আলোচনা করার সুযোগ দেবার জন্য ।

বাংলা পত্রিকায় যাঁরা কাজ করেন, তাঁদের সমস্যা অনেক । তাঁদের একই সংগে দুটো ভাষা জানতে হয় ।

আমাদের টেলিপ্রিন্টার ইংরেজী ভাষায় । আমাদের বাংলা টেলিপ্রিন্টার নেই কেন ? গত বছর বাংলা একাডেমীতে আমি বলেছিলাম, বাংলা টেলিপ্রিন্টার চালু করা যায় কিনা । ইংরেজী টেলিপ্রিন্টারের জন্য আমাদের দেশের সাংবাদিকদের তাৎক্ষণিকভাবে অনুবাদ করে লিখতে হয় । ফলে কলমের ডগায় সঠিক শব্দটি আসে না । যদি ইংরেজী এবং বাংলা দুটো ভাষাই ভালভাবে জানা না থাকে তবে তো মহা মুশকিল ।

এক পত্রিকায় লেখা হয়েছে "তার পেট কাটিয়া ষাঁড়ের বাচ্চা বাহির করা হইয়াছে" । অথচ ইংরেজী শব্দটি ছিল "বুলেটস" । এখানে হওয়া উচিত ছিল "তার পেট কাটিয়া বুলেটগুলো বাহির করা হইয়াছে" । এ ক্ষেত্রে ভাষা ভাল জানা না থাকলে অনুবাদেও গোলমাল ঘটে । আমাদের দেশের পত্রিকায় সাংবাদিকদের সংখ্যা কম । অর্থাৎ কম সংখ্যক সাংবাদিক বেশি কাজ করেন । ফলে কাজের চাপ বেশি পড়ে ।

www.pathagar.com

প্রুফরিডিং সেকশন, ছাপাখানার কারণেও সংবাদপত্রে ভুল শব্দ ছাপা হয়। কলকাতার কোনো এক পত্রিকায় লেখা হয়েছে "গণশৌচাগারে দেয়ালের লিখন পর্যন্ত হার মানে"। সুতরাং নানা অসতর্কতার দরুন পত্রিকায় প্রচুর ভুল ছাপা হয়।

তাড়াহুড়ার মধ্যে আমাদের লিখতে হয়। এর জন্য ভুল হয়। এই ভুল এড়ানোর জন্য কি করতে হবে ? যাতে ভুলের সংখ্যা কম হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আলংকারিক ভাষার ব্যবহার এক্ষেত্রে কমিয়ে দিতে হবে। ভুল যেহেতু হয়, আমরা সারল্য ছেড়ে কঠিনের দিকে যাই কেন ?

জনৈক ইংরেজী ভাষাবিদ বলেছেন, ভাষায় বানান ভুলের চেয়ে "যতি" চিহ্নের ভুল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বানান ভুল যে কারো হতে পারে। শেক্সপিয়ার ছোটবেলায় বানান ভুল করতেন। এতে করে ব্যাংকের ক্যাশিয়ারের হয়রানি হতো, আর তেমন কারো কোন ক্ষতি হতো না। কিন্তু যতিচিহ্ন যদি ভুল হয় তবে সেগুলো মারাত্মক ভুল। এ ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে,
"এখানে কাপড় ধুইবেন না ধুইলে দন্ডনীয় অপরাধ"
সামান্য যতিচিহ্ন ব্যবহার না করার ফলে বাক্যের অর্থের বিরাট হেরফের ঘটে যায়।

আহমদ রফিক

কলামিষ্ট ও সাহিত্যিক

দৈনিক বাংলা

আমি ভাষা সাহিত্যের শিক্ষক নই, চলতি অর্থে সাংবাদিকও নই, তবু সাহিত্য ও সংবাদপত্রের আগ্রহী পাঠক হিসাবে যেসব পীড়াদায়ক ভুল-ভ্রান্তি ভাষাব্যবহারে চোখে পড়েছে, সংবাদপত্রে বাংলা ভাষা ব্যবহারে সেসব ভুলভ্রান্তির প্রায় সম্পূর্ণ যে চিত্র ডঃ আনিসুজ্জামান আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরেছেন, সেজন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই। তাঁর এই প্রবন্ধ যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি সময়োচিত।

শুনতে আপত্তিকর ঠেকলেও যুক্তিসংগত কারণেই বলতে হয়, সাহিত্যের তুলনায় সংবাদপত্রের গুরুত্ব একদিক থেকে বেশি, এবং তা এই অর্থে যে সংবাদপত্রের পাঠকসংখ্যা সাহিত্যের তুলনায় বহুগুণ। এর প্রভাব অনেক বেশি। এইসব কারণেই সংবাদপত্রে ভাষা ব্যবহারে ভুলত্রুটির গুরুত্ব হালকাভাবে বা ছোট করে দেখার উপায় নেই।

সুলিখিত এই প্রবন্ধে লেখক সংবাদপত্রে ভাষার ব্যবহারগত ভুলত্রুটির সংগে সংগে কিছু সংশ্লিষ্ট কারণও তুলে ধরেছেন। যেমন তিনি বলেছেন ইংরেজীর আক্ষরিক অনুবাদের অপপ্রভাবের কথা, বলেছেন বাংলা লেখার ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার বাক্যবিন্যাসের প্রভাবের কথা। এইসব "কারণ" বুঝতে কষ্ট হয় না। এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেছেন সন্ধি ও সমাস ভাঙার অনাচারের কথা, বিভক্তি লোপাটের অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফলের কথা, বলেছেন সাধু ও চলতি রীতির শ্রুতিকটু মিশ্রণের কথা, শব্দের ভুল ব্যবহারের কথা, এমন কি পদ্যের শব্দের প্রতি অহেতুক আকর্ষণের কথা। কিন্তু এই আপাত–কারণ ছাড়িয়ে কেন এই প্রবণতা, কেন এই বিশৃংখলা, কেন এই খুশিমতো লেখার

www.pathagar.com

ঝোঁক, অর্থাৎ কেন এই বিভক্তির লোপাট বা সাধু-চলতির মিশ্রণ বা সন্ধি সমাস ভাংগার ঝোঁক, শব্দব্যবহারের ভ্রান্তি, তা আলোচনা করেন নি । কিন্তু একথা তো সত্য, গদ্যে কবিতার আক্রমণ গদ্যের কাঠামোগত দৃঢ়তা ভেংগে দিচ্ছে । অপ্রয়োজনীয় লালিত্য গদ্যের চরিত্রকে করছে দুর্বল । এই অসংগত লালিত্যের অন্ততঃ একটা উদাহরণ 'থেকে'র স্থলে 'হতে' ব্যবহারের প্রবল আসক্তি ।

এ সবের কারণ আলোচনা করলে ভালো হতো এইজন্য যে সমস্যা-চিত্রণের পাশাপাশি সমস্যার কারণ সনাক্ত করা না গেলে সমাধানের সূত্র মেলে না । আজকের আলোচনার উদ্দেশ্যও তাই, যেমন মহাপরিচালক লিখেছেন, "এমনি ভাষা ব্যবহারের পন্থা নির্ধারণে সহায়তা করা" । আর এই প্রশ্নেই আমার মনে হয় এই 'কেন'-র পেছনে, এই আপাত-কারণেরও গভীরে রয়েছে সামাজিক কারণ । দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের সমাজজীবনে বিরাজমান অস্থিরতা, বিশৃংখলতা, এমন কি অবক্ষয় ও সংকটের প্রভাব । এবং এই প্রভাব লক্ষ্য করা যায় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়, শিক্ষার মানগত অবনতিতে, শিক্ষাদাতা ও শিক্ষাগ্রহণকারীদের মধ্যে দায়িত্বপালনে ঘাটতির মধ্যে । স্কুল জীবনে যথাযথ শিক্ষার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না । স্কুলস্তরে শিক্ষার ঘাটতি পরবর্তী জীবনে পূরণ করা বেশ কঠিন । সামাজিক অবক্ষয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিফলন ছাত্র-শিক্ষক, চাকুরীজীবী, পেশাজীবী অনেকের মধ্যেই 'সংক্ষিপ্তকরণের টান' অর্থাৎ 'শর্টকাট-এর প্রবণতা (যা আমাদের রাজনৈতিক জীবনেও সত্য) । বলা বাহুল্য সংক্ষেপে পথ পাড়ি দেবার সংগে 'উৎকর্ষ' 'মান' ইত্যাদি শব্দগুলোর বেজায় বিরোধ । তরুণ সাংবাদিক-বন্ধুরা আহত হবেন না, এ অবস্থা কিন্তু সমাজের সর্বস্তরে, কম আর বেশি । এখানেও আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছিনা ।

কারণ খুঁজতে গিয়ে আরো একটা বিষয় মনে হয়েছে । আমাদের মধ্যে একটা ধারণা খুব দেখা যায়, বিশেষ করে শিক্ষাজীবনে, যে, মাতৃভাষা বাংলা, ওটাতো জন্মাবধি জানা, তা এত পরিশ্রম করে শেখার কী আছে ? ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে এই অবহেলা– কিংবা বলা যায় অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, নির্ভুল ও পরিচ্ছন্ন রচনার অন্তরায় হয়ে ওঠে । স্বভাবতঃই সংবাদপত্রেই নয়, শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রেও এর প্রভাব লক্ষণীয় ।

সাংবাদিক খোন্দকার আলী আশরাফ সংগত কারণেই বলেছেন 'সংবাদ শিরোনামের নিজস্ব ব্যাকরণ আছে । তা সবসময়ে অন্য ব্যাকরণের নিয়ম মেনে চলতে পারে না ।' একথা মেনে নিয়েই বলতে হয়, শিরোনামের বেলায় যা চলে, যেটুকু 'ছাড়' দেওয়া যায়– খবর, প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় ইত্যাদির বেলায় তা চলে না । আসলে সংবাদপত্রে কাজ করে হয়তো এমন একটি বিশ্বাস স্থায়ী হয়ে গেছে যে, 'সংবাদের ভাষা' 'সাংবাদিকের ভাষা' বেশ কিছুটা ভিন্ন এবং তা নিজস্ব নিয়মেই চলবে, ভাষাবিজ্ঞানের সেখানে নাক গলাবার দরকার নেই । এমন চিন্তাভাবনা ভাষা-ব্যবহারে সচেতনতা কমিয়ে ফেলতে বাধ্য ।

এই সূত্রেই আরেকটি কারণ উঠে আসে, তা হলো তরুণ সাংবাদিকদের বরাবর সংশোধন ও পরিমার্জনার বাইরে নিজকে ধরে রাখার প্রবণতা, এবং এই বোধে নিশ্চিত

www.pathagar.com

হওয়া যে 'কাজ চালাবার মতো ভাষাজ্ঞানের আমার ঘাটতি নেই ।' কিন্তু কোনোমতে কাজ চালানো আর ভালোভাবে, নিখুঁতভাবে চালানোর মধ্যে বেজায় ফারাক ।

কথাটা হয়তো বিতর্কের জন্ম দেবে, তবু আমার মনে হয়, আমাদের মধ্যে বিজ্ঞান-মানসিকতার অভাব ভাষাচেতনাকেও স্পর্শ করে থাকে । বিজ্ঞান-চেতনায় বিশ্লেষণ ও আত্মবিশ্লেষণের যে প্রবণতা ধরা দেয়, তা নানাভাবে নানা দিকে উত্তরণের সহায়ক ।

শব্দব্যবহারের ক্ষেত্রে ভুলত্রুটির অন্ততঃ আরো একটি কারণ, অভিধান ব্যবহারে আমাদের অনীহা । আমি একজনকে জানি যিনি একরাশ অচেনা শব্দের মুখোমুখি হবার ভয়ে প্রয়োজনেও অভিধান খুলতে চাননা, আত্মবিশ্বাসে ভর করে লিখে চলেন, ভুল-ভ্রান্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে ।

আর-একটা বিষয় আলোচনায় এসেও ভালোভাবে আলোচিত হয়নি । আমাদের সাহিত্য-কর্মীদের একাংশ খুশিমতো শব্দব্যবহার, ইচ্ছামত বানান-সংস্কার, স্ব-উদ্ভাবিত শব্দাবলীর প্রয়োগ করে যে শৈল্পিক বিশৃংখলা সৃষ্টি করেছে, তার কিছুটা প্রভাব তরুণদের উপর তো পড়বেই । এমনকি অনেকদিন থেকেই রেডিও-টিভির সংবাদ-পাঠকের কন্ঠে 'সমাজিক' 'সংবাদিক' ইত্যাদি শব্দের নির্বিকার ব্যবহার শুনে আসছি । এসবও প্রভাব ফেলে ।

আমাদের ভাষার ব্যাকরণগত ও শব্দ ব্যবহার-সংক্রান্ত যেসব জটিলতা ও সমস্যা রয়েছে সেগুলো সমাধানের চেষ্টায় এযাবৎ কোনো নীতিমালা বিধিবন্ধ না হবার কারণে সাংবাদিক, শিক্ষক, লেখক সবারই অভ্যন্তরীণ-আভ্যন্তরীণের দ্বন্দ্ব, ইতিমধ্যে-ইতোমধ্যের সংঘাত, হল-হলো-হোলো-নিয়ে মাথাব্যথা, 'সুবিধা' না সুবিধে', 'হিসাবে' না 'হিসেবে' আমাদের কম ঝামেলায় ফেলছেনা । খুঁটিয়ে দেখতে গেলে এমনি অনেক কারণ বেরিয়ে আসবে বাংলা ব্যবহারের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে ।

এই দুরবস্থা নিরসনের উপায়, এর কারণের মতই জটিল ও গভীর । এই সামাজিক-রাজনৈতিক অস্থিরতা এখনো পথ জুড়ে বসে আছে । তবু যাত্রা যখন শুরু হয়েছে, লক্ষ্যে পৌছানোর চেষ্টা তো করতেই হবে ।

তবে ভুল-ভ্রান্তির চরিত্র ও মূলধারা সনাক্ত করার পর নিরাময়ের জন্যে প্রয়োজনে উৎসবিন্দুতে পৌছানো । প্রয়োজন আপাতত 'সাধারণ' ও 'বিশেষ' কর্মসূচী উদ্ভাবন যা এই প্রতিষ্ঠানেও শুরু করা যেতে পারে ।

সাধারণ কর্মসূচীর বিষয় হতে পারে সমস্যা-জটিল শব্দাবলীর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশান এবং সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নীতি নির্ধারণ, যাতে শব্দ ব্যবহারে সংশয়, ভুলত্রুটি দূর হতে পারে । এ বিষয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে ।

একইভাবে নতুন নতুন শব্দ ব্যবহারের এবং ভাষার নিজস্ব কিছু সমস্যার নিষ্পত্তি করা যেতে পারে । অতীতে ভাষা সমৃদ্ধই হয়েছে । নতুন শব্দের ব্যবহারে । তাই অভিধানে নেই বলে 'ঘাপলা' 'কার্ফু' (সান্ধ্য আইনের চেয়ে অনেক স্মার্ট । 'লাগাতার')

www.pathagar.com

'নৈরাজ্য' ইত্যাদি ব্যঞ্জনাময় শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্র থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে, এমন যুক্তিতে মন সায় দেয় না ।

ভাষার গঠনশৈলী, বাক্যবিন্যাসের রীতিনীতি নিয়ে আলোচনা-সভা, সেমিনার কিংবা নিয়মিত প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা সমাধানের পথ প্রশস্ত করতে পারে ।

বিশেষ কর্মসূচীর দিকটি অবশ্য বাংলা একাডেমী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই দেখা সহজ । তবু বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণের আধুনিকীকরণের সমস্যার সমাধান ও সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার জন্যে 'নীতি নির্ধারণকারী' কমিটি গঠনের পদক্ষেপ যেই প্রতিষ্ঠানই নিক না কেন, তা আসলেই একটা জাতীয় সমস্যা ।

শেষ করার আগে তরুণ সাংবাদিক বন্ধুদের প্রতি অনুরোধঃ অভিধানটি হাতের কাছে রাখুন ও সময়মতো ব্যবহার করুন । মনে রাখবেন, নির্ভুল ভাষায় লেখার একটি পূর্বশর্ত হচ্ছে বাক্যগঠনের নিয়ম কড়াকড়িভাবে মেনে চলা, পুরোপুরি জানা না থাকলে জেনে নেওয়া ।

তবু একটা কথা থেকে যায়ঃ ঐ সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা, কিন্তু যদ্দিন তা না হয়, সংগত ও প্রাতিষ্ঠানিক চেষ্টায় কিছুটা এগিয়ে যাওয়া তো সম্ভব ।

ফয়েজ আহমদ

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক

সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহারে ভুল হয় । সঠিক অনুবাদের কারণে ভুল হয়, অসতর্কতার জন্য ভুল হয় । অব্যাহত না অবিরাম ? ইতিমধ্যে না ইতোমধ্যে ? এই শব্দগুলোর নির্ভুল বিশ্লেষণ এখনো সম্ভব হয়নি । কিছু ভুল আছে যেগুলো প্রচলিত । কিছু ভুল আছে যেগুলো মারাত্মক, সেগুলো নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হবে ।

শব্দ ও ভাষার স্টাইল পরিবর্তন করতে হবে এবং সেগুলো প্রয়োগের নতুন স্টাইল আয়ত্ত করতে হবে । আমাদের ভাষায় অনেক নতুন শব্দের আমদানি ঘটবে । প্রথম অবস্থায় সেই শব্দগুলো অপ্রচলিত থাকবে । সেই শব্দগুলোর প্রাথমিক অবস্থায় আমরা কিভাবে ভুল ধরবো ?

উন্নয়নশীল দেশের সংবাদপত্রে প্রযুক্তি এসেছে । এগুলো উন্নয়নশীল দেশের গৌরব, আনন্দ এবং একই সংগে আকর্ষণও বটে । এ ক্ষেত্রে যে কোনো পরিবর্তন গ্রহণ করাটাই স্বাভাবিক । আমাদের দেশের সংবাদপত্রে প্রযুক্তি যেন অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে– সংবাদপত্রের লোকসংখ্যা কমছে । এদিক থেকে বলা যায়, ভুল সংবাদপত্রের লোকেরা সংশোধন করে, প্রযুক্তি নয় ।

ভুল সংশোধন করতে গেলে আমাদের অনেকগুলো ব্যাপারের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে । ভুল-শুদ্ধের পাশাপাশি সাজানো একটি তালিকা বিভিন্ন পত্রিকার বার্তা সম্পাদকের কাছে পাঠানো যেতে পারে ।

www.pathagar.com

সাংবাদিকতায় যারা আছেন তাঁরা সবাই প্রশিক্ষণ পেয়ে এই পেশায় আসেননি । সাংবাদিকতা কিংবা বাংলা বিভাগেও অনেকে পড়েননি । ভালো বাংলা শিখে সবাই এই পেশায় এসেছে, তাও নয় । সাংবাদিকতা একটি উদার প্রফেশন । এই উদার প্রফেশনে যে-কেউ আসতে পারেন । তাই ভুল-ভ্রান্তি হওয়াও স্বাভাবিক ।

আমি শব্দপ্রয়োগের কথা বলবো । আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, কোন্ শব্দটির কোথায় কিভাবে প্রয়োগ সংগত । তাহলে অর্থগত কোনো পার্থক্য হবে না ।

সন্‌জীদা খাতুন

অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

শওকত ওসমান সাহেব যথার্থভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন, আমাদের বাস্তব জীবনের নৈরাজ্য এখন সকল ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করছে । যাই হোক, ঐ নৈরাজ্যকে আমরা স্বীকার করে নিতে পারিনা । নৈরাজ্যকে প্রতিহত করবার প্রয়াস – কি ব্যক্তি পর্যায়ে কি সমাজ ও রাষ্ট্র পর্যায়ে– একান্ত জরুরি । বিরাজমান অবস্থার পর্যালোচনাও শুরু হয়েছে এখন, যেমন এই আলোচনা-সভায় দেখা যাচ্ছে । ভাষাবিষয়ক প্রশিক্ষণ এখন চলছে নানা জায়গায়, যেমন গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে, প্রেস ইনস্টিটিউটে, জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে । ভাষা সমিতির কিছু সেমিনারের কথাও আমরা জানি । বানান নিয়েও বাংলা একাডেমি বই প্রকাশ করেছে । এই সবই নৈরাজ্য দূর করবার গঠনমূলক আয়োজন । সেই পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক আবুল কাশেম ফজলুল হক সাহেবের আক্ষেপ ভিত্তিহীন । তিনি গতকাল আক্ষেপ করছিলেন, পশ্চিমবংগে বাংলা ভাষার যেমন চর্চা হচ্ছে – বাংলাদেশে তেমন হচ্ছে না । বস্তুতপক্ষে বাংলা বানান, লিপি এবং মুদ্রণশিল্প প্রসংগে বাংলাদেশের আলোচনা পশ্চিমবংগকে দিশা দেখাচ্ছে অনেক সময়ে । পশ্চিমবংগের বাংলা একাডেমি বানান ও লিপি সংস্কার নিয়ে যে-প্রস্তাবের ভিত্তি তৈরি করেছেন, তার উপরে জোরালো যুক্তিপূর্ণ আলোচনা হয়েছে ভাষা সমিতির সভায় । ঐ একাডেমির অনেক প্রস্তাবই অযৌক্তিক প্রতিপন্ন হয়েছে । কাজেই বাংলাদেশের ভাষাচর্চা দুর্বল– এমন কথা স্বীকার করা যায় না

নৈরাজ্য প্রতিরোধ, এবং অযথা নৈরাজ্যকে পরিহার করে করণীয় স্থির করতে হবে আমাদের ।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান খুব সাবধানতার সংগে তাঁর প্রবন্ধটি লিখেছেন । তিনি জানতেন, ভাষাকে নতুনভাবে সৃষ্টি করবার মহৎ উদ্দেশ্যের কথা বলে প্রচলিত ভুল-গুলিকে গ্রহণীয় বলে বোঝাবার একটি সাধারণ প্রবণতা আছে । 'আগামী'তে 'পরবর্তী'তে ব্যবহার করবার ভ্রান্তি স্বীকার না করার পিছনে কাজ করে ভূয়া অহংবোধ । তাই কালে কালে ভাষায় কিছু পরিবর্তন এসেছে বলে দায়সারা উক্তি করেন অধ্যাপকরাও । ত্রুটি সংশোধনের স্পৃহা না থাকলে ভাষার শৃংখলা সাধন করা কঠিন কাজ । আনিসুজ্জামান যে-ত্রুটিগুলি নির্দেশ করেছেন, তা সর্বতোভাবে প্রাচীনপন্থী নয়

www.pathagar.com

কিছুতেই । তবে অভিধানবহির্ভূত শব্দ সংবাদপত্রে ব্যবহার করা যাবে না বললে খানিকটা গোঁড়ামি প্রকাশ করা হবে । জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সাহেব যথার্থ নির্দেশ করেছেন – অভিধান প্রচলিত ভাষাকে অনুসরণ করে । তাই দেরিতে হলেও পত্রপত্রিকায় চালু হওয়া শব্দ পরে অভিধানে গৃহীত হতেই পারে । আঞ্চলিক শব্দ বা মুখে মুখে তৈরি লাগসই শব্দ সংবাদপত্রে চলবে বৈ কি ।

সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় উত্তরণের সময়ে ভাষার বাক্যগঠন-বিষয়ে কিছু দ্বন্দ্ব থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়, অধ্যাপক সিদ্দিকী বলেছেন । আবদুল্লাহ আল-মুতী সাহেব বলেছেন সমাসবদ্ধ পদের বিষয়েও দ্বিধা রয়ে গেছে । এ-সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো উচিত ।

ডঃ জাহানআরা বেগম অনুবাদের প্রশিক্ষণের কথা তুলেছিলেন । সংবাদপত্রের তথ্যগুলি যখন ইংরেজি ভাষায় আসে তখন অনুবাদের তালিম খুবই জরুরি ব্যাপার ।

স্কুল থেকেই ভাষাশিক্ষার শুরু বলে, পাঠ্যপুস্তকের ভাষা আর বানানের নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ সম্ভব হলে খুবই ভালো হত । প্রেস ইনস্টিটিউট এ ব্যাপারে টেকস্ট বুক বোর্ডের সংগে আলাপ করতে পারেন কি ? উভয় পক্ষে সদিচ্ছা থাকলে এ ধরনের আলাপে ফল হতে পারে ।

ব্যাকরণ ভেবে কেউ ভাষা লেখে না– শওকত ওসমানের এ কথা সত্য । কিন্তু ভালো লেখায় ব্যাকরণের নিয়মনীতি ঠিকই পালিত হয় । কারণ, ব্যাকরণের বোধ সুলেখকের ভাষাবোধে নিহিত থাকে । সব কিছু নির্ভর করে মানস-প্রবণতার উপর । গ্রহণ করবার মন থাকলে আনিসুজ্জামানের লেখাটিকে 'অধ্যাপকীয় অবাস্তব লেখা' বলব না, বিনয়ের সংগে নির্দিষ্ট ত্রুটি সেরে নিতে চাইব ।

মনসুর মুসা তাঁর বক্তৃতায় সংবাদপত্রের ভাষা বিষয়ক আলোচনায় ভাষাবিজ্ঞান-ভিত্তিক পদ্ধতির ব্যবহারের কথা বলেছেন । প্রেস ইনস্টিটিউট সে-রকম সুশৃংখল পদ্ধতিগত পর্যালোচনার বিষয়ে ভাবতে পারেন ।

সানাউল্লাহ্ নূরী

সম্পাদক, দৈনিক জনতা

"বাংলা একাডেমী" শব্দটি কিভাবে লেখা উচিত ? বাংলা একাডেমী না, বাঙ্‌লা একাডেমী – এখনো নির্ধারিত হয়নি । "বাংগালী" শব্দটি আমরা "দীর্ঘই" দিয়ে লেখি । ফরাসী শব্দটিও তাই । কিন্তু এ শব্দটি "বাংগালি" এভাবে লেখা যায় কিনা বিতর্ক আছে ।

কম্পিউটার অনেক সময়ে আমাদের পুরনো বানান গ্রহণ করতে চায়না । আমাদের উচ্চারণ কতটা সাইন্টিফিক তাও দেখতে হবে । রবীন্দ্রনাথ "বাড়ী" শব্দ থেকে দীর্ঘই তুলে দিয়ে "বাড়ি" লিখলেন । "রংগীন" না "রঙ্গীন" কোনটা শুদ্ধ ? আমদানী রপ্তানী না

www.pathagar.com

আমদানি রপ্তানি কোনটা শুদ্ধ হবে ? সবজি না সব্জি কোনটাকে আমরা শুদ্ধ বলে মানবো ? এ বিষয়ে আমাদের ভাষা নিয়ে যাঁরা চর্চা করেন তাঁদেরকে ভাবতে হবে । আনন্দবাজার পত্রিকা পড়ুন । ভাষা সুন্দর, সাবলীল ও সমৃদ্ধ । "সুর নরম হয়নি", "স্বরাজ্যে", "মন্তব্যে নারাজ" এই জাতীয় সুন্দর বাক্য তারা প্রয়োগ করে । আমরা হয়তো "নারাজ" শব্দের জায়গায় লিখতাম "অসম্মতি" । "ছিন্দত" কথাটির ব্যবহার না করে আমরা বলি দুর্ভোগ । "মজলিসি ঢং", "মুন্সিয়ানা" এ ধরনের শব্দ আনন্দবাজার পত্রিকায় ব্যবহার করে । সংবাদপত্রের ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যের কচকচানি থাকে । ঐ জিনিসটা বাদ দিতে হবে । শক্তিশালী অনুবাদক যদি একই সংগে সাহিত্যসাধক হন তবে সাহিত্য ও সংবাদপত্রের ভাষা সমৃদ্ধ হবে । আমরা বক্তৃতার সময়ে কঠিন ভাষা ব্যবহার করি । আসলে মানুষ চায় সহজ, সরল, সাবলীল ভাষা । জলোচ্ছ্বাসকে কোন কোন অঞ্চলে বলে 'গোর্কি' । আনন্দবাজার পত্রিকা "গোর্কি" শব্দটি ব্যবহার করেছে ।

আমাদের সচেতন প্রচেষ্টার প্রয়োজন, প্রশিক্ষণের প্রয়োজন । নিয়মিত না হলেও মাঝেমধ্যে সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ভাষাবিদ এবং সেই সংগে তরুণ সাংবাদিকদের নিয়ে একটি প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা যেতে পারে । এর ফলে আমার বিশ্বাস ভাষা, সাহিত্যে, সাংবাদিকতায় একটি নতুন পদক্ষেপের সূচনা হবে ।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিদেশে সংবাদপত্রের যে-কোনো পত্রিকা অফিসে গেলে আপনি একটি "স্টাইল শিট" পাবেন । সেটি বিভিন্ন ডেস্কে থাকে । এডিটর থেকে শুরু করে সাব-এডিটর পর্যন্ত সবার কাছে এই 'স্টাইল শিট'টি থাকে । "স্টাইল শিটে" থাকে কিভাবে পত্রিকার নীতি অনুসরণ করা হবে, বাক্যরীতিতে খবর কি ট্রিটমেন্ট পাবে তার পরিষ্কার নির্দেশ "স্টাইল শিটে" পাওয়া যাবে । সম্পাদক বা তাঁর অধীন যে-কোনো পর্যায়ের ব্যক্তি এবং প্রতিটি শিফ্‌টে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের এই বিষয় সম্পর্কে অবহিত থাকতে হয় ।

বাংলাদেশের কোনো পত্রিকায় এ ধরনের "স্টাইল শিট" নেই । ফয়েজ আহমদ ও সানাউল্লা নূরী বলেছেন বাংলা কম্পিউটারের কথা, কিন্তু আমার জানামতে কোনো বাংলা কম্পিউটার নেই । শূন্য এবং এক, এই দুটি সংখ্যার দ্বারা সমস্ত কম্পিউটারের যাবতীয় জিনিস সজ্জিত হয় ।

সুতরাং যুক্তাক্ষর, বানান কিংবা অন্য শব্দ সবই কম্পিউটারে আনা সম্ভব । যে প্রকৌশলী মার্কিন মুল্লুকে বসে এ দেশের কম্পিউটারটি তৈরি করেছেন, সেখানে বানান রীতি দেওয়া হয়নি বলে, বিশেষ একটি ভঙ্গিতে বাংলা ফন্টটি সাজিয়ে দেওয়া হয়নি বলে কম্পিউটার বানান রিজেক্ট করে দিচ্ছে, একথা ঠিক নয় । যে-কোনো কম্পিউটারের ফন্টের মধ্যে একটি ব্ল্যাঙ্ক ফন্ট থাকে, তা প্রয়োজন-অনুসারে ব্যবহার করা যায় । বিজ্ঞানের

www.pathagar.com

যে-কোনো প্রযুক্তি মানুষের দাস । মানুষ বিজ্ঞানের দাস নয় ।

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা । এখানে যা লিখব তাই গ্রহণ করা হবে, এটি যে সত্য নয়, তা বহুকাল আগেই প্রমাণিত হয়েছে । অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছিলেন, "এটা মাতৃভাষা, তাই বলে মামাবাড়ির আব্দার নয়" । আমার মনে হয় কথাটা রসিকতার ছলে বললেও, রুষ্ট হয়ে বলেছিলেন ।

ভালোবাসার সংগে আমাদের বাংলা ভাষা ব্যবহার করা উচিত । একজন বক্তা বলেছেন – পন্ডিতদের ভুল হয়, সুতরাং আমাদের সাংবাদিকদেরও ভুল হবে । আমার কথা হচ্ছে, ভাষাটা কেবল পন্ডিতদেরই নয়, আমাদের সকলের, আমাদের সবারই দায়িত্ব ভাষাটা ভালো করে জানা ও শুদ্ধ করে ব্যবহার করা । বাংলা ভাষা যেমন একহাজার বছর ধরে রচিত হয়েছে, তেমনি এ ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ আছে । ব্যাকরণের সূত্র নিশ্চয়ই সরল হতে হবে । উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে যদি ভালো বাংলা শেখানো হয় তবে এজাতীয় ভাষা-সমস্যা হয় না । অথচ বিদেশে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে মাতৃভাষা ভালোভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় ।

সন্তোষ গুপ্ত

সহকারী সম্পাদক, সংবাদ

আমাদের অনেকের উচিত ছিল, "সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার" শীর্ষক সেমিনারে আসা । কিন্তু আমাদের অনেকেই আসেননি । আমরা যদি না শিখতে চাই, তবে আমাদের কেউ জোর করে শেখাতে পারবেনা ।

ডঃ মনিরুজ্জামান বলে গেলেন, স্কুল শিক্ষাটা ভালো হতে হবে । সুশিক্ষা বলে কথা আছে । আমরা সুশিক্ষার ব্যাপারটি ভুলে যাই । আমাদের যদি শিক্ষার ক্ষেত্রে সদিচ্ছা থাকে, তবে আমরা ভুল কম করব এবং ভুলের জন্য লজ্জিত হব । ডঃ আনিসুজ্জামানের প্রবন্ধে কতকগুলো শব্দের কথা বলা হয়েছে । কিছু শব্দ ভাষায় আসবে যেগুলো শ্রুতিকটু বা অশালীন মনে হতে পারে । কিন্তু ভবিষ্যতে সেগুলো শালীন হয়ে যায় । সমস্ত ঘটনা ও বাক্যের মধ্যে শব্দ একটি আলাদা অর্থ নির্দেশ করে । "স্টাইল বুকের" কথা বলা হয়েছে সেটা, আমি মানি । একথা সত্যি, পাকিস্তান আমলে সংবাদপত্রে যে ভুল হতো, তার চেয়ে এখন ভুল বেশি হয় । এর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ আছে । পত্রিকার সম্পাদক ও মালিক একই ব্যক্তি । পাকিস্তান আমলেও যাঁরা সাংবাদিকতা করেছেন তাঁরা এখনো করছেন, সংগে নতুনরা যোগ দিয়েছেন । এর ফলে সবার মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে । এতগুলো কাগজ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন ডঃ আনিসুজ্জামান । কিন্তু আমি উৎসাহবোধ করছিনা । অনেকে কাগজ প্রকাশ করেছেন বিদেশে যাবার জন্য, ব্যবসা করার জন্য, পত্রিকায় ভুল বের হলো কিনা সেদিকে দৃষ্টি দেবার সময় তাঁদের নেই । সাংবাদিকরা কিভাবে কাজ করছেন, পত্রিকার মালিকদের সেদিকে মাথাব্যথা নেই । ভুলের একটি বড় কারণ সেখানে ।

www.pathagar.com

ইনস্টিটিউট থেকে যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, আমার মনে হয় সেই প্রশিক্ষণটা আরো জোরালো করা দরকার ।

বিভিন্ন পত্রিকা থেকে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউটে সাংবাদিক পাঠানোর কথা । কিন্তু সম্পাদকরা পত্রিকা থেকে সাংবাদিক পাঠান না । ডঃ আনিসুজ্জামান সাংবাদিকদের ভুল বের করেছেন । আমাদের উচিত আমাদের ভুলগুলো আমাদেরই খুঁজে বের করা ।

আমাদের ভুল হলে পাঠকরা পত্রিকায় চিঠি পাঠান । তাঁরা সাধারণ পাঠক । সাংবাদিকদের মেনে নেওয়া উচিত, ভুল ভুলই । এবং এরজন্য আমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত ।

মঈনুল আলম

ব্যুরো চীফ,

দৈনিক ইত্তেফাক, চট্টগ্রাম

"সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার" শিরোনামেই একটা খট্‌কা লেগে যায় । সংবাদপত্রে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করাটাকেই কি প্রশ্ন করা হয়েছে ? তা নয় । এভাবে হলে বোধ হয় অধিকতর অর্থবহ হতঃ "বাংলা সংবাদপত্রে /সাংবাদিকতার ভাষা প্রসংগে"।

সাহিত্যের ভাষা ও সাংবাদিকতার ভাষা কি এক ? দুটির মূল উদ্দেশ্য কি এক ? আমি তো বুঝি সাহিত্যের ভাষার মৌল লক্ষ্য একটি – ভাব সৃষ্টি করা, আর সাংবাদিকতার ভাষার মৌল লক্ষ্য– যত সরাসরি সম্ভব তথ্য পরিবেশন করা । সাহিত্যের ভাষাপ্রয়োগে সাহিত্যিক পান অঢেল অবসর এবং প্রায় অবাধ স্বাধীনতা । আর সাংবাদিক ? স্বল্পতম সময়ে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ তথ্য সরবরাহের তাগিদ তার শব্দপ্রয়োগ, বিন্যাস ও বাক্যগঠনরীতিকে নিয়ন্ত্রিত করে । এটা বুঝে নিতে হবে । তার উপর আছে 'ককোকেকি' (কখন, কোথায়, কে ও কিভাবে)-র অমোঘ কাঠামো । শুধু নিছক সংবাদ লিখতে নয়, 'ককোকেকি' সাংবাদিকের সমস্ত সত্ত্বাকে আচ্ছন্ন করে রাখে । তার উপর, দৈনিক প্রকাশনার নিকট সাংবাদিকের মজ্জার ভিতরে একটি টাইমপিস বসিয়ে দেয় যেটার বদৌলতে প্রতিদিন সঠিক নিয়মে সংবাদপত্র বের হয় । ডঃ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম যথার্থই বলেছেন, বার্তাকক্ষ একটি হাটবাজার, সেখান থেকে কি করে যে যথাসময়ে একটি সংবাদ বের হয়, তা বুঝে ওঠা মুশকিল ।

সময়ের তাগিদে পাশ্চাত্য দেশে এখন সাংবাদিকতার একটি কথন-ভাষা (কথ্য ভাষা নয়) গড়ে উঠছে । এটার অন্য নাম ব্রডকাস্ট জার্নালিজম । টি ভি ও হোয়াইট হাউস তার উদাহরণ । ব্রডকাস্ট জার্নালিজম অবশ্যই সাহিত্য নয় । তবে এটা সাহিত্যের ক্যাটালাইটিক এজেন্ট, চেঞ্জ এজেন্ট । আচমকা উচ্চারিত অথবা উদ্ভাবিত শব্দ সংবাদপত্রের মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন আলাপচারিতার ভাষায় ঢুকে পড়ছে । প্রথমে

www.pathagar.com

সেগুলি থাকছে স্ল্যাঙ বা সাহিত্যে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে, কালক্রমে সেগুলি অভিধানে উঠে সাহিত্যের ভাষার অন্তর্ভুক্ত হবে ।

ভাষা যেন বহতা নদী । পানি যেমন যেদিকে ঢালু সেদিকে যায়, ভাষাও সব সময়ে যায় গণমানুষের দিকে । আমাদের দেশে যে সংবাদপত্র যত বেশি গণমানুষের ভাষাঘেঁষা, শব্দ, প্রয়োগে গ্রাম্য, সে সংবাদপত্রের ভাষা যতই গুরুচণ্ডালী হোক, সে সংবাদপত্রই অধিক জনপ্রিয় হয় । উদাহরণ ইত্তেফাক, মানিক মিয়ার 'মুসাফির' কলামঃ একজন সাংবাদিকের দৃষ্টিতে যা স্ল্যাঙ ও অশিষ্ট শব্দপ্রয়োগে পরিপূর্ণ ।

ব্যাকরণ ও পাণ্ডিত্যের বোঝা নিয়ে পণ্ডিত পিছনে পড়ে থাকবে, ভাষা আপন গতিতে ঝাণ্ডা উড়িয়ে গণমানুষের মুখে মুখে এগিয়ে যাবে । এ ভাবেই ভাষা গড়ে উঠেছে, মধ্যযুগীয় বাংলা বর্তমানের বাংলায় পৌঁছেছে । ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে আবদ্ধ ইংরেজী আমেরিকায় অস্ট্রেলিয়ায় ও কানাডার বিস্তৃত প্রান্তরে পৌঁছে নতুন জীবন ও প্রকাশভঙ্গির দিগন্ত রচনা করেছে ।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডঃ আনিসুজ্জামানের লেখা থেকে একটি জিনিস বেরিয়ে এসেছে, তা হলো– আমাদের অনুবাদের সমস্যা । এ সমস্যা হঠাৎ আসেনি । আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন দেখেছি, আক্ষরিক অনুবাদই সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদ । ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত, এই ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক সত্যটি আমাদের শেখানো হয়েছিল স্কুলেই । আক্ষরিক অনুবাদে আমরা অভ্যস্ত । কারণ বিদেশ থেকে যে নিউজ আসে, তার সবই আক্ষরিক অনুবাদ করা হয় ।

এখানে আমি সাংবাদিকদের দোষ দিচ্ছি না । এগুলো আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি । এই ত্রুটির সঙ্গে আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জড়িত । তাই আমাদের অনুবাদে প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে । প্রেস ইনস্টিটিউট এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারেন । আমাদের দুধরনের ভুল হয় । একটি অজ্ঞতাবশত । আর একটি ব্যবহারজনিত ভুল, যে ভুলগুলো চলে এসেছে । যেমন 'খাঁটি গরুর দুধ' না 'গরুর খাঁটি দুধ' । কোনটি শুদ্ধ, নির্ধারিত না হলেও এগুলো চলে এসেছে । যেমন, "পঞ্চম দামাল সামার ক্রিকেট" ।

সাংবাদিকদের ভাষা গড়ে ওঠে তাৎক্ষণিকভাবে । ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রত্যেক সংবাদপত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে । সাংবাদিকদের নিজস্ব প্রয়োজনে, নিজস্ব তাগিদে সংবাদপত্রের ভাষা গড়ে উঠছে ।

মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও পরিবর্তন হচ্ছে । অনেক শব্দ আগে শুদ্ধ ছিল, এখন অশুদ্ধ বলে বিবেচিত হচ্ছে । তার উল্টো দিকও দেখা যাচ্ছে । কিন্তু শব্দ ভাষায় আসবে, এ ক্ষেত্রে খুব বিশুদ্ধবাদী হলে চলবে না । আমাদের এই পরিবর্তন মেনে নিত হবে ।

www.pathagar.com

সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে আমাদের নমনীয় হতে হবে । অধ্যাপকরা অভ্রান্ত হবেন, এটা ঠিক নয় । ভুল সাংবাদিক ও অধ্যাপক উভয়েই করে থাকেন ।

সংবাদপত্রের ভাষার চেয়ে তথ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন । কারণ আমার মনে হয়, সংবাদপত্র পড়ে কেউ ভাষা শেখে না । মূলতঃ সংবাদপত্র পাঠ করে পাঠক তথ্য জানতে চায় ।

বক্তাদের আলোচনা শেষে মূল প্রবন্ধকার

আনিসুজ্জামান

শওকত ওসমান বলেছেন, দেশের সর্বত্রই নৈরাজ্য বিরাজমান, সেক্ষেত্রে ভাষায় নৈরাজ্য এলে বিস্মিত হবার কিছু নেই । খোন্দকার আলী আশরাফ বলেছেন, ভুল করার অধিকার আমাদের আছে, আমরা ভুল করবো । আমার মনে হয়, আমরা যদি ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লিখে ভুল করি, তবে অন্যদের মাথাব্যথার কারণ ঘটবে না । কিন্তু যদি গণমাধ্যমে কেউ ভুল করে, সে ভুল সবার চোখে পড়বে । একজন সাধারণ মানুষের বক্তব্য নিয়ে কারো ভাবনার সৃষ্টি হয় না । কিন্তু একজন রাজনীতিকের বক্তব্য জনমনে অবশ্যই সাড়া জাগাবে, তাঁর ভুলকে সবাই সমালোচনা করবে । ১৯৩৬ সালে যখন বানান সংস্কার হলো তখন তদ্ভব শব্দের জন্য নতুন নিয়ম হলো । বিগত পঞ্চাশ বছরেও সে বানান আমাদের আয়ত্ত হয়নি । আমাদের বইপত্রে তার ছাপ আছে ।

এখানে কেউ বলেছেন, বাংলা পদক্রমের নিয়ম নেই, বাংলা বানানের নিয়ম নেই; একটি বইয়ের এক পৃষ্ঠায় "বাড়ী" লেখা হয়েছে, আবার অন্য পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে "বাড়ি" । কেউ বলেছেন, সংবাদপত্রে শুদ্ধ করে ছাপার ব্যবস্থা নেই, প্রুফ দেখার সমস্যা আছে, দ্রুত কাজ করার সমস্যা আছে, অনুবাদের সমস্যা আছে । প্রযুক্তির বিকাশের সংগে অনেক কিছুর বদল হচ্ছে ।

একটা আলোচনা এখানে হয়েছে, সংবাদপত্রের একটি নিজস্ব ভাষা আছে, ইংরেজীতে যাকে বলে "জার্নালিজ" । এ ভাষা সাহিত্যের ভাষার চেয়ে আলাদা । একথা আমি মেনে নিয়েও বলবো, সংবাদপত্রের ভাষার মধ্যে শৃংখলার অভাব রয়েছে ।

আমার এক বন্ধু বলে গেলেন "শিরোনামের" নিজস্ব ব্যাকরণ আছে, সীমাবদ্ধতা আছে । আমি তা মানি । কিন্তু "পাবনায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে মিছিল," এ ক্ষেত্রে "ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে পাবনায় মিছিল" হওয়া উচিত ছিল । আমি মানবো না যে, এখানে শুদ্ধ শিরোনামে কোন প্রযুক্তিগত অসুবিধা ছিল ।

খবরের কাগজের হেডিং ঃ "রাষ্ট্রপতিকে সঠিক প্রেক্ষাপটে পুরোপুরি আবিষ্কার ও মূল্যায়ন করতে হবে" । আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, রাষ্ট্রপতিকে আমাদের আবিষ্কার করতে হবে এবং মূল্যায়ন করতে হবে । এখানে লিখতে হতো, "রাষ্ট্রপতির পক্ষে ঠিক প্রেক্ষাপটে পুরোপুরি আবিষ্কার ও মূল্যায়ন করতে হবে" । "চলমান আন্দোলন আরো

www.pathagar.com

তীব্রতর করতে হবে" । এ ক্ষেত্রে "আরো", "তীব্রতর" শব্দটি পাশাপাশি লেখা হলো, এ কেমন ব্যাকরণ ?

নানা কারণে সংবাদপত্রের ভাষায় ভুলভ্রান্তি ঘটে । কারণ মেনে নিয়েও ভ্রান্তি দূর করতে হবে । আমার প্রবন্ধ সম্পর্কে একজন বলেছেন – আমি তথ্যের সূত্র বলিনি, কোন মাসে কি ভুল হয়েছে, তা বলিনি । আমি যখন এই প্রবন্ধ লিখি তখন শীতকালে কি ভুল, গ্রীষ্মকালে কি ভুল সাংবাদিকরা করেন, তার হিসেব আমি করিনি । আমার প্রবন্ধের প্রকৃত ত্রুটি যা, তা হলো, এ প্রবন্ধে গঠনমূলক সুপারিশ নেই । আমি সংবাদপত্রের ভাষার ইতিবাচক দিকও আলোচনা করিনি । তার একটি কারণ, আমাকে প্রেস ইনস্টিটিউট থেকে বলা হয়েছিল, সংবাদপত্রে ভাষাব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সাধারণ ভুল-ত্রুটিগুলো হয় সেগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে । ত্রুটির কারণও খুব একটা আলোচনা করিনি । আমি এটা মানবো যে, আমার মধ্যে শুদ্ধবাদ বা রক্ষণশীলতা আছে ।

"বোমারু বিমান", "সাঁজোয়াগাড়ী" এই শব্দগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সংবাদপত্র আমাদের উপহার দিয়েছে । "মহাকাশ" "মহাকাশ-খেয়া", "যানজট" ইত্যাদি শব্দও খবরের কাগজের দান ।

আবার খবরের কাগজের অনেক শব্দই অপ্রয়োজনীয় । যেমন, "লাগাতার" । বাংলায় আগে আমরা "একটানা" বলতাম । "লাগাতার" বলাতে যে খুব বেশি উন্নতি হয়েছে, আমি তা মানতে রাজি নই ।

আমার এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল কিছু প্রবণতার দিকে দৃষ্টি দেওয়া ।

সভাপতি কবি আবুল হোসেন

সভাপতির কতগুলো সুবিধা ও অসুবিধা আছে । সুবিধার কথাটা আগে বলি, আমি যা আলোচনা করবো সেটাই হবে শেষ আলোচনা । আমার কথা কেউ যদি প্রতিবাদ করতে চান এবং মূল প্রাবন্ধিকের সমালোচনাও যদি আমি করি, তাহলেও তিনি সে সম্পর্কে বলবার সুযোগ পাবেন না ।

অসুবিধা হচ্ছে, এই এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা হলো, বিভিন্ন আলোচক বিভিন্ন কথা বলে গেলেন, আমি এই প্রবন্ধ পড়ে যেসব বিষয় আলোচনা করতে চেয়েছিলাম ইতিমধ্যে এতলোক, এত বিষয়ে আলোচনা করেছেন, আমার যেসব কথা বলার ছিল তার সবটাই আলোচিত হয়ে গেছে । সভার শেষে বলতে গিয়ে আর কিছুই বলার থাকে না ।

ডঃ আনিসুজ্জামানের প্রবন্ধটি আমি পড়েছি । প্রবন্ধটি সারবান ও সরস । দু'একটি বিষয়ে আমার মতবিরোধ আছে । বাংলাভাষা ব্যবহার করতে গিয়ে প্রায়শই আমরা ভুল করি । ভুলের যদি ডিক্‌শনারী তৈরী করা যায় এবং তা যদি পত্রিকা অফিসে পাঠানো হয়, তখন কি সম্পাদকরা, সহকারী সম্পাদকরা এবং রিপোর্টাররা শুদ্ধ বাংলা লিখতে শুরু করবেন ? আমার আগেও তা মনে হয়নি এখনো মনে হয় না ।

এই সমস্যার একটি মাত্র সমাধান আছে সেটা হচ্ছে – আমাদের শিক্ষার মান উন্নত

www.pathagar.com

করা । যখন থেকে আমরা বাংলা লিখতে শুরু করি তখন থেকে যদি একজন উপযুক্ত শিক্ষক পাই, তবে পরবর্তীতে আমরা সাংবাদিক, সাহিত্যিক কিংবা ব্যবসায়ী যাই হই না কেন, আমরা সঠিকভাবে ভাষা ব্যবহার করতে পারব ।

বর্তমান ভাষায় যে বানান প্রচলিত আছে, রাজশেখর বসু কোলকাতায় যে বানান সংস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন আমার মনে হয়, বাংলাভাষায় বানানের যে নৈরাজ্য, তার জন্য আংশিকভাবে দায়ী ।

কেন ? তাহচ্ছে সম্পূর্ণভাবে তাঁরা মনস্থির করতে পারেন নি । রাজশেখর বসু বলেছিলেন, পুরনো বানানও চলবে নতুন বানানও চলবে । যদি তাঁরা বলতেন পুরনো বানান চলবেনা, নতুন বানানই এখন থেকে চলবে, তবে এর একটা সুরাহা হতো ।

"য-ফলা" আমরা কোথাও দেই, কোথাও দেই না । পাঠ্যপুস্তকে বানানের নৈরাজ্য বেশী লক্ষ্য করা যায় ।

একই বাক্যে সাধু বাংলা এবং চলিত বাংলা এটাতো মারাত্মক ব্যাপার । সংবাদপত্র পড়তে গিয়ে আমাকে যেটা পীড়িত করে, তাহলো সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ । এটা আমার কাছে কোন অবস্থাতেই গ্রহণীয় হয় না ।

কোন শব্দ "মিষ্ট" ও "অশ্লিল" বলে আমার মনে হয়নি । কোন শব্দটি শ্লীল কোন শব্দটি অশ্লীল এই শব্দগুলিকে কিভাবে ব্যবহার করছে সেটিই বড় কথা ।

আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারের কথা ডঃ আনিসুজ্জামান বলেছেন। আমি মনে করি আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে ভাষাকে আরো সমৃদ্ধ করা যায় । তিনি দু'একটি শব্দের উল্লেখ করেছেন । "কাতার", "ঘাপলা" আমার মনে হয় এই দুটি শব্দ আশ্চর্য সুন্দর শব্দ । এই শব্দ দু'টির প্রতিশব্দ বাংলা ভাষায় নেই বলে আমি মনে করি ।

ময়মনসিংহে একটি শব্দ শুনেছিলাম "গুদারা" । এই "গুদারা" বলতে বুঝায় "খেয়া" বা "তরী" । এ রকম একটি সুন্দর শব্দ বাংলাভাষায় সংযোজিত হতে পারে অনায়াসেই । পশ্চিমবংগের অনেক লোকই "হাওর" শব্দটির সংগে পরিচিত নন । তারা "বিল" শুনেছে । যে ব্যক্তি কখনো সিলেটে যাননি, সে কখনো এত সুন্দর শব্দটির সংগে পরিচিত হতে পারেন না । আমার বিশ্বাস আঞ্চলিক শব্দ ভাষায় এলে ভাষা অবশ্যই সুন্দর হবে ।

ব্যাংকক শহরে "হিটলার" নামে রেস্তোরাঁ হয়েছে । সরকার চান না এ নামে রেস্তোরাঁ হোক । এক রিপোর্টার লিখেছেন "রেস্তোরাঁর মালিকেরা কেঁচ্‌কা মার খেলেন ।" এই "কেঁচ্‌কা" শব্দটির প্রকৃত অর্থ আমাদের অনেকেরই জানা নেই । এটি একটি আঞ্চলিক ভাষা ।

সব শব্দ অভিধানে আসে না । বহুদিন ব্যবহারের ফলে শব্দ অভিধানে আসে । পঞ্চাশ বছর আগে অভিধানে যে শব্দ ছিল তার অর্থ এখন পাল্টে যাচ্ছে । ইংরেজী "নেভ" শব্দের অর্থ মধ্যযুগে ছিল চাকর-বাকর । বর্তমানে এ শব্দের অর্থ পাল্টে গেছে । অভিধান দেখে ভাষা চলে না, ভাষা দেখেই অভিধান চলে । উচ্চারণ বানান ভুলের অন্যতম কারণ । সংবাদপত্রে হাস্যকরভাবে প্রতিদিন লোকের নাম, জায়গার নাম ভুল বের হচ্ছে । উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, সারাদেশে সবাই বলে ও লেখে "ফিলিপাইন" অথচ শব্দটি হবে "ফিলিপিন" । সাউথ কোরিয়ার রাজধানীর নাম "সোউ্‌ল" । অথচ উচ্চারণ করা হয় এবং লেখা হয় "সিউল" ।

www.pathagar.com

সাহিত্যের ভাষা ও সংবাদ-পত্রের ভাষা আলাদা হওয়া উচিত বলে আমি ব্যক্তিগত ভাবে মনে করি না । পাশ্চাত্যের উন্নত দেশে সাংবাদিকতার ভাষা সাহিত্যের ভাষার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে । এর ফলে সংবাদপত্রের খবর অনেক রসবোধসম্পন্ন হয়ে উঠেছে ।

"লিটারেরি জার্নালিজম" বলে একটি কথা প্রচলিত । "লিটারেরি জার্নালিজমের" ফলে খবরের কাগজের একটি রিপোর্ট পাঠকের কাছে তৃপ্তিদায়ক ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে তা কেবল তথ্যের জন্যই নয়, অত্যন্ত সরস রচনার জন্য পাঠক আকর্ষণ বোধ করে ।

বাক্য গঠন ছোট হওয়া বাঞ্ছনীয় । সংস্কৃতে কমা, সেমিকোলন, হাইফেন ইত্যাদি নেই । খুব ভাল লেখক প্রমথ চৌধুরী অন্নদাশঙ্কর রায়, রাজশেখর বসু প্রমুখ লেখকেরা কোন বাক্যগঠনই এক লাইনের বেশী আগান না । ফলে তাদের লেখা অনেক বেশী চিত্তাকর্ষক । □

www.pathagar.com

বাংলায় সম্পাদনা-চিহ্ন ও শিরোনামের ইউনিট

খোন্দকার আলী আশরাফ

এই উপমহাদেশে বাংলা সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আঠারো শতকের গোড়ার দিকে । তারপর দেড়শতাধিক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে । বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সংগে তাল মিলিয়ে পাশ্চাত্যে (এবং প্রাচ্যের অনেক দেশেও) রোমান বর্ণমালায় (এবং অন্যান্য বর্ণমালায়) প্রকাশিত সংবাদপত্রে এবং সামগ্রিকভাবে প্রকাশনার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সূচিত হয়েছে ।

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সংগে সংগে সম্পাদনার কৌশলগত দিক উদ্ভাবিত হয়েছে এবং ব্যবহারের মাধ্যমে তা একটা সুনির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছে । রোমান বর্ণমালায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের কপি সুষ্ঠু ও নির্ভুলভাবে সম্পাদনার জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে এমন কতকগুলো চিহ্ন বা প্রতীক যা Copyediting marks হিসেবে পরিচিত । বাংলায় আমরা এটাকে সম্পাদনা-চিহ্ন বলে অভিহিত করতে পারি । অন্যদিকে ঐ সব সংবাদপত্রে শিরোনামের অক্ষর গণনার জন্যও ব্যবহৃত হয়ে আসছে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ।

দুঃখের বিষয় এই Copyediting marks ও শিরোনামের অক্ষর-গণনায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহারে, এক কথায়, সম্পাদনার কারিগরি দিকে, বাংলা সংবাদপত্র ভীষণভাবে পিছিয়ে রয়েছে ।

গত দেড়শতাধিক বছরেও বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদনার কৌশলগত দিকের উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি ঘটেনি । Copyediting marks-এর বৈজ্ঞানিক ও ব্যাপক ব্যবহার তো দূরের কথা, এটার গুরুত্বও কেউ তেমন অনুভব করে বলে মনে হয় না । সম্পাদনার ক্ষেত্রে সংশোধনের প্রয়োজন হলে প্রচলিত প্রথা হলো সংশোধন সাপেক্ষ শব্দ, বাক্য বা বাক্যাংশ কেটে নতুন করে লিখে দেওয়া ।

এই পদ্ধতি সময়সাপেক্ষ ও ত্রুটিপূর্ণ এবং এর ফলে কপি কখনো কখনো আরো জটিল হয়ে পড়ে এবং মুদ্রণ-বিভাগের টাইপসেটারদের অসুবিধায় ফেলে দেয় । এমন কি বাংলা সংবাদপত্রের কপিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্যারা চিহ্নও দেওয়া হয় না । অথচ

www.pathagar.com

Copyediting marks বা সম্পাদনা-চিহ্নের ব্যবহারের মাধ্যমে সংবাদের পান্ডুলিপিকে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে, সুস্পষ্টভাবে, ত্রুটিহীনভাবে এবং ন্যূনতম সময়ে সম্পাদনা করা অনায়াসেই সম্ভবপর । পাশ্চাত্যের সংবাদপত্রে এই কৌশলই অবলম্বন করা হয়ে থাকে ।

• বস্তুত, এদেশে গোটা ব্যাপারটাই চলছে দায়সারাভাবে, অগোছালো ও অবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় । কাগজটা যেন কোনোমতে বের করতে পারলেই হল । বাংলা সংবাদপত্র সম্পাদনার ক্ষেত্রে যে টেকনিক্যাল বিবর্তন প্রয়োজন এবং তার যে অবকাশও আছে তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই ।

সমস্যা নেই তা আমরা বলি না । সমস্যা আছে । বিশেষ করে শিরোনাম-গণনার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে যুক্তাক্ষর একটা বড় সমস্যা । এছাড়া এখনো বাংলা সংবাদপত্রের কপি-নির্মাণে টাইপরাইটারের ব্যবহার চালু হয়নি, এমন কি, এর প্রয়োজনীয়তাওঅনুভূত হয়নি । বস্তুত, বাংলা সংবাদের শতকরা নিরানব্বই ভাগ কপিই হাতে লেখা । কিন্তু কপি হাতেই লেখা হোক আর টাইপ-করাই হোক, উভয়ক্ষেত্রেই নিখুঁত ও নির্ভুল সম্পাদনার জন্য এবং সময় বাঁচানোর জন্য সম্পাদনার কলাকৌশল অর্থাৎ Copyediting marks ব্যবহার করা উচিত । আর ইংরেজী সংবাদপত্রের কপির মতো বাংলা সংবাদপত্রের কপিও টাইপ-কৃত হওয়া বাঞ্ছনীয় । এমন কি অনুবাদের কাজেও টাইপরাইটার ব্যবহার করা উচিত । স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অদূর ভবিষ্যতে দেশের সংবাদপত্রগুলোতে অত্যাধুনিক ফটো টাইপসেটার চালু হয়ে যাবে । তখন সংবাদের কপি হাতে লেখার বিলাসিতা পোষাবে না ।

বাংলা সংবাদপত্রে Copyediting marks কেবল যে বিশদভাবে প্রণীত বা উদ্ভাবিত হয়নি তাই নয়, যেটুকু আছে তারও ব্যবহার ব্যাপক ও সুষ্ঠু নয় । তেমনি আমরা বলেছি, বাংলা সংবাদপত্রে শিরোনামের অক্ষর গণনারও কোনো বৈজ্ঞানিক বিধি প্রণীত হয়নি । এসবদিক বিবেচনা করে বাংলা সংবাদপত্রের জন্য একটি সম্পাদনা-চিহ্ন উদ্ভাবন, সেগুলোর ব্যবহারবিধি প্রণয়ন এবং শিরোনামের অক্ষর-গণনারও একটি পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করা হয়েছে এবং এগুলো বাংলা সংবাদপত্র-সম্পাদনায় ব্যবহারের সুপারিশ করা হচ্ছে । গোড়াতেই বলে রাখা ভালো যে রোমান ও বাংলা বর্ণমালার মৌলিক তফাতের এবং বাংলা বর্ণমালায় যুক্তাক্ষরের প্রাচুর্যের ফলে বাংলা সম্পাদনা-চিহ্নের ব্যবহারবিধি রোমান বর্ণমালার ক্ষেত্রে ঐ চিহ্নের ব্যবহার অপেক্ষা বেশ কিছুটা জটিল হতে বাধ্য । তবে সামান্য অনুশীলনেই তা আয়ত্তে আনা সম্ভবপর ।

আমাদের প্রস্তাবগুলো যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে এবং সম্পাদনা-চিহ্নের প্রস্তাবিত ব্যবহারবিধি স্বল্প আয়াসে আয়ত্ত করতে হলে প্রথমে সম্পাদনা-চিহ্ন সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন রোমান বর্ণমালায় সম্পাদনা-চিহ্ন ব্যবহারবিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান । একই কথা শিরোনামের অক্ষর-গণনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । আমরা সেভাবেই অগ্রসর হতে চাই ।

www.pathagar.com

সম্পাদনা-চিহ্ন কি ?

একজন সহ-সম্পাদকের হাতিয়ার হল একটি সীসার পেন্সিল বা বলপয়েন্ট পেন । এর কোনোটাই চমৎকারিত্বের দাবীদার না হলেও তার মস্তিষ্কের গভীরে আছে এমন একটি হাতিয়ার যা যথার্থই চমকপ্রদ । এই হাতিয়ারটি হল কপিডেস্কের নিজস্ব শর্টহ্যান্ড পদ্ধতি যা Copyediting marks বলে পরিচিত । বাংলায় আমরা এগুলোকে সম্পাদনা-চিহ্ন বা সাব-চিহ্ন বলে অভিহিত করতে পারি । এই চিহ্নগুলোই হলো সম্পাদনার কলাকৌশল– mechanics of editing.

শুধু এই কলাকৌশলের ব্যবহারটাই সম্পাদনা নয় কিন্তু এটা সম্পাদনার অপরিহার্য অংগ । প্রত্যেক সহ-সম্পাদককে এই চিহ্নগুলো আয়ত্বে আনতে হয় এবং প্রয়োগ করতে হয় । অন্যদিক দিয়ে বলতে গেলে যার এই চিহ্নগুলো জানা নেই তার পক্ষে সংবাদের ডেস্কে বসা সংগত নয় । পাশ্চাত্যের পত্র-পত্রিকায় এইসব চিহ্নের সাহায্যেই কপিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও রদবদল এবং তার মাধ্যমেই ছাপাখানাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করা হয় । সংবাদটির ট্রিটমেন্ট কি হবে, সে সম্পর্কেও নির্দেশ দান করা হয় ঐ চিহ্নগুলো ব্যবহারের মাধ্যমেই । সংবাদের একাধিক কপির মধ্যে যাতে জট পাকিয়ে না যায় বা একাধিক সংবাদের যাতে ভুল মিশ্রণ না ঘটে, তার নিশ্চয়তাও বিধান করা হয় এইসব প্রতীক প্রয়োগ করেই । বস্তুত সম্পাদনা-চিহ্নগুলো হলো নির্ভুলভাবে এবং সংবাদকক্ষের চাহিদা মোতাবেক সংবাদের কপি কম্পোজের ব্যাপারে মুদ্রণ বিভাগের প্রতি সুস্পষ্ট ও বিশদ নির্দেশ ।

এই চিহ্নগুলো সম্পাদনার জন্য অত্যাবশ্যকীয় এবং সম্পাদনা-প্রক্রিয়ার অপরিহার্য অংগ । এগুলো ছাড়া নির্ভুল সম্পাদনা কার্যত অসম্ভব ।

এখন আমরা বিশদভাবে সম্পাদনা-চিহ্নগুলো ও সেগুলোর ব্যবহারবিধি প্রদর্শন করতে চাই । রোমান বর্ণমালায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকায় সংবাদকক্ষের কর্মীরা সংবাদের কপিতে বাক্যের বা শব্দের সংশোধন, রদবদল, অপসারণ, নতুন শব্দ বা বাক্যাংশ সংযোজন এবং অন্যান্য নির্দেশ সন্নিবেশ করার জন্য এই চিহ্নগুলো প্রতিনিয়ত ব্যবহার করেন এবং প্রেস কর্মীরা ঐ সব চিহ্নের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের দায়িত্ব পালন করেন । উল্লেখযোগ্য যে, এই চিহ্নগুলোর সংগে প্রুফ-চিহ্নের ব্যাপক সাদৃশ্য বর্তমান ।

উভয়ের মধ্যে মৌলিক তফাৎ এই যে, প্রুফের চিহ্নগুলো বসানো হয় কম্পোজ-শেষে প্রুফ দেখার সময়ে প্রুফশীটে আর সাব-চিহ্ন বসানো হয় কম্পোজ করার আগে মূল কপিতে । দ্বিতীয়ত প্রুফচিহ্ন বসানো হয় প্রুফশীটের মারজিনে, কিন্তু সাব-চিহ্ন প্রধানত বসে কপিতে পংক্তিগুলোর উপরে ।

এখানে আমরা রোমান বর্ণমালার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সম্পাদনা-চিহ্নগুলো তুলে ধরলাম ।

www.pathagar.com

The minister said	: প্যারাচিহ্ন
today that .... sometimes,	: নতুন প্যারাগ্রাফ
he said... The committee in	
an emergency meeting	: বাক্য ও প্যারা
held on Tuesday	অব্যাহত থাকবে (run in)
The me t ng wa held	: অক্ষর বসানো
The meeting held	: শব্দ বা শব্দাবলী বসানো
Anotherreportfrom	: শব্দ পৃথক করা
China has has often	: শব্দ বাদ দেওয়া
repeatted thfac	: অক্ষর বাদ দেওয়া
No one w as in jured	: সংযুক্ত করা
He that said	: শব্দ স্থানান্তর করা
T e h m v or	: অক্ষর স্থানান্তর করা
He was seriously wounded	: সংশোধন নিষ্প্রয়োজন
He left for london	: ক্যাপিটাল লেটার বসানো
The Baurigang River	: স্মল লেটার বসানো
2 students were	: কথায় লেখা
He was born in	
nienteen twenty	: অংকে লেখা
colonel Ahmed was here	: সংক্ষেপ করা
He lived in Hare st	: পুরো শব্দটি লেখা
It ended there	: ফুলস্টপ বসানো
Rahim Karim and I	: কমা বসানো
Come come he shouted	: উদ্ধৃতি চিহ্ন বসানো
Ahmed, the undaunted	: স্মল ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করা
Laugh and be merry Montu	: ক্যাপিটাল ও স্মল ক্যাপিটাল লেটার ব্যবহার করা

A big victorory for

www.pathagar.com

Bangladesh	: বোল্ড ফেস ব্যবহার করা
Assault on Journalists	
condemned	: ইটালিক হরফ বসানো
Alas(!) he is dead	: বিস্ময় সূচক চিহ্ন বসানো
Then he said, but	: ড্যাস বসানো
However we will do what	: হাইফেন বসানো
H T K or H T C	: শিরোনাম পরে পাঠানো হবে
\\\	পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ও পূর্ব পৃষ্ঠা পর
Kissinger will meet President Reagon	: উভয় দিকে ইনডেন্ট

ইনডেন্ট চিহ্নের দ্বারা কলামের মাঝখানে কম্পোজ করার নির্দেশও দেয়া হয়ে থাকে।

No // But he said that	: প্যারাচিহ্ন দিতে হবে না
(more) \\\	: কপি অসম্পূর্ণ
# 30 (|||)	: কপি শেষ

ইংরেজী হাতে লেখা কপিতে (প্রধানতঃ শিরোনামের ক্ষেত্রে) a এর সংগে o এর, n এর সংগে u এর এবং m এর সংগে w এর জট পাকিয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য

a u w	: অক্ষরের নীচে লাইন টানা
এবং o n m	: অক্ষরের উপরে লাইন টানা হয়ে থাকে।

লক্ষণীয় যে, কোনো অক্ষর বা শব্দ কিংবা কমা বা উদ্ধৃতি-চিহ্ন বসানোর প্রয়োজন বোঝাতে ∧ চিহ্নটি ব্যবহৃত হয়। এটাকে ক্যারেট বলে। এখানে উল্লেখযোগ্য, এছাড়াও সম্পাদনার আরো চিহ্ন ও কৌশল আছে যা এই ক্ষুদ্র পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়।

বাংলা সম্পাদনা-চিহ্নের খসড়া

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বাংলা সংবাদপত্র ও সামগ্রিকভাবে প্রকাশনা শিল্পের স্বার্থে বাংলা পাণ্ডুলিপি-সম্পাদনার জন্যও একটি বিশদ সম্পাদনা-চিহ্ন প্রণয়ন ও সেগুলোর ব্যবহার চালু করা প্রয়োজন।

বাংলা সম্পাদনা-চিহ্নের চূড়ান্ত তালিকা

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সম্পাদনা-চিহ্নের একটি তালিকা ও শিরোনামের ইউনিট-গণনার একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এখানে উদ্ভাসিত সেই সম্পাদনা-চিহ্নের তালিকা প্রদান করা হলো।

www.pathagar.com

গোড়াতেই বলে নেওয়া দরকার যে, রোমান বর্ণমালার কপি-সম্পাদনার ক্ষেত্রে যেসব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়ে থাকে, কয়েকটি সীমিত ক্ষেত্র ছাড়া তার অনেকগুলোই বাংলায় ব্যবহার করা যাবে । যেমন ইংরেজীর মতো করেই বাংলা কপিতে প্যারা চিহ্ন দিতে হবে । ক্যারেট ব্যবহার করে একই প্রক্রিয়ায় বাংলাতেও শব্দ বা অক্ষর ঢোকানো বা বর্জন করতে হবে । কথাকে সংখ্যায় বা সংখ্যাকে কথায় রূপান্তর করতে হবে বৃত্ত ব্যবহার করে । একইভাবে ইনডেন্টও করা যাবে । এখানে বাংলা পাণ্ডুলিপির জন্য ঐ সেমিনারে অনুমোদিত সম্পাদনা-চিহ্নগুলো বিশদভাবে তুলে ধরলাম :

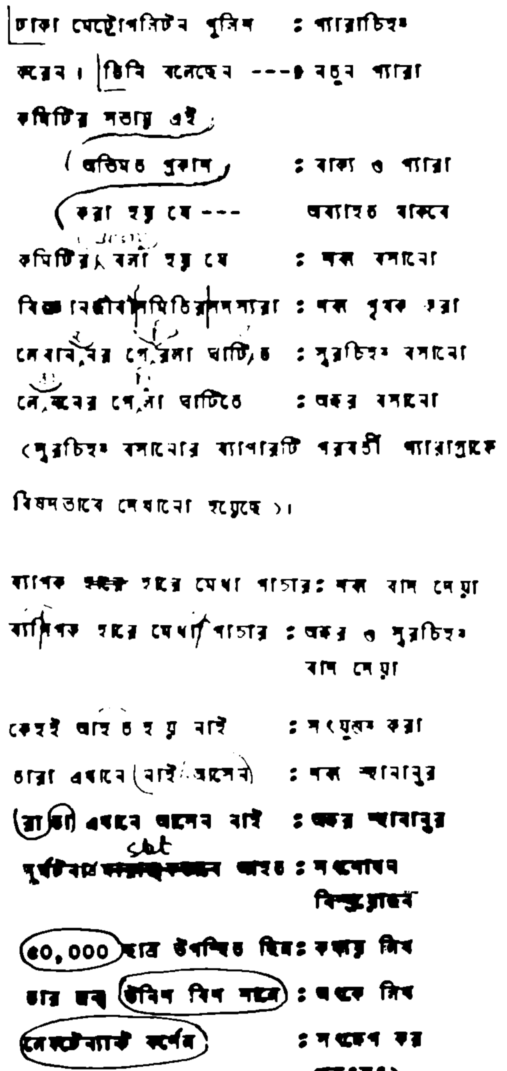

www.pathagar.com

ডঃ মাহবুব হাবিব : পুরো শব্দটি লিখ (ডক্টর)

প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী : কমা বসাও

"আমি তোমাদেরই লোক" : উদ্ধৃতি চিহ্ন

আর(।)আর(।)এটা কি করে বল : বিন্দু চিহ্ন

এর পরেও যা বলতে হয় তা বল : ড্যাশ বসাও

তাহলে আমরা বলতে পারি : হাইফেন বসাও

শিরোনাম পরে বা (শিপ) (শিপ শব্দটি বৃত্তাবদ্ধ করতে হবে) : শিরোনাম পরে পাঠানো হবে

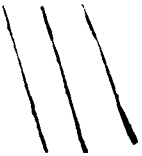

: পূর্ব পৃষ্ঠার পর ও পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

আজ থেকে ঘরোয়া রাজনীতি শুরু : উভয় দিকে ইনডেন্ট

ইনডেন্ট চিহ্ন দ্বারা কলামের মাঝখানে কম্পোজ করার নির্দেশও দেয়া হয়ে থাকে।

তবে তিনি বলেন যে, : প্যারা হবে না

: কপি অসম্পূর্ণ

: কপি শেষ

www.pathagar.com

২। (ক) বাংলা বর্ণমালায় রয়েছে স্বরবর্ণ ও স্বরচিহ্ন, ব্যঞ্জনবর্ণ ও ব্যঞ্জনচিহ্ন এবং যুক্তাক্ষর । এগুলোর ক্ষেত্রে যেসব সাব-চিহ্ন যেভাবে ব্যবহৃত হবে তা নিচে দেখানো হল :

স্বরচিহ্ন-১

অমর = আমার : আকার বসানো

কর = করি : ইকার বসানো

প্রতি = প্রীতি : ঈকার বসানো

লেষধি = লেহৌষধি : ঔকার বসানো

এ-কার ও-কার (ে, ে া) একই পদ্ধতিতে বসাতে হবে । তবে শব্দের বিভিন্ন অক্ষরের মধ্যে যদি এসব চিহ্ন সুস্পষ্টভাবে বসাবার স্থান থাকে তাহলে সেখানেও চিহ্নগুলো বসানো যেতে পারে ।

স্বরচিহ্ন-২

উ-কার উ-কার ও ঋ-কারের (ু ূ ও ৃ) চিহ্নগুলো অনেক সময়ে বোঝা যায় না । তাই সে সম্পর্কে যাতে কোন বিভ্রান্তি না দেখা দেয় তার জন্য উ-কার-এর ক্ষেত্রে একটি স্ট্রোক ও উ-কার-এর ক্ষেত্রে দুটি স্ট্রোক (ু – ূ) ব্যবহার করতে হবে । যেমন :

বহুন বুচন ।

স্বরচিহ্ন-৩

ই-কার ও ঈ-কার (ি, ী) ব্যবহারে ভুল থাকলে তা সংশোধনের জন্য আমাদের নিম্নবর্ণিত বিধি প্রয়োগ করতে হবে । যেমনঃ

পিরিত = বিপরীত

ব্যঞ্জনচিহ্ন ও যুক্তাক্ষর–১

বকরণ = ব্যাকরণ : য ফলার ব্যবহার

তবে র-ফলা, ব-ফলা, চন্দ্রবিন্দু, রেফ ও হসন্তের জন্য ক্যারেট বা কোনো চিহ্ন বসানোর প্রয়োজন নেই ।

www.pathagar.com

রান অন (run on) -এর পরিসর দীর্ঘ হলে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে :

Run on

লবণ
কাঁচামরিচ
নারিকেল তেল
হলুদ
সংবাদপত্র
টাউট

এক সংগে পান্ডুলিপির একাধিক লাইন বাদ দিতে হলে বা কাটতে হলে আউট লাইন ব্যবহার করতে হবে । এক্ষেত্রে ক্লোজ আপ চিহ্ন ব্যবহার করতে হলে তা আউট লাইনের বাইরে দিতে হবে । যেমন :

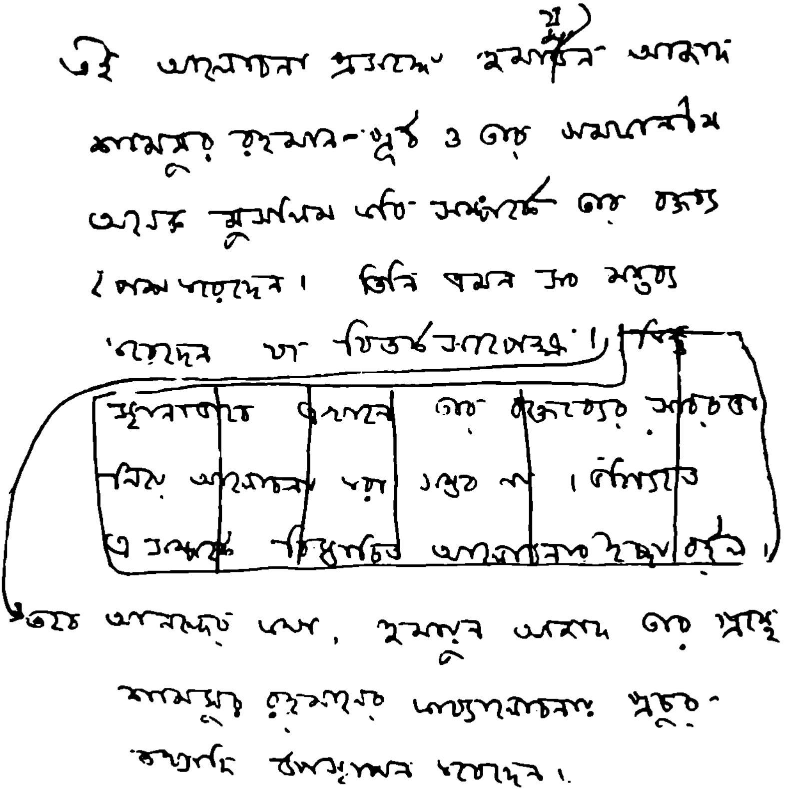

www.pathagar.com

পৃষ্ঠান্তরে প্যারাগ্রাফ অব্যাহত রাখতে হলে ≥ চিহ্নটি ব্যবহার করতে হবে। চিহ্নটি পৃষ্ঠান্তরের প্রথম পংক্তির মারজিনে বসাতে হবে। যেমন :

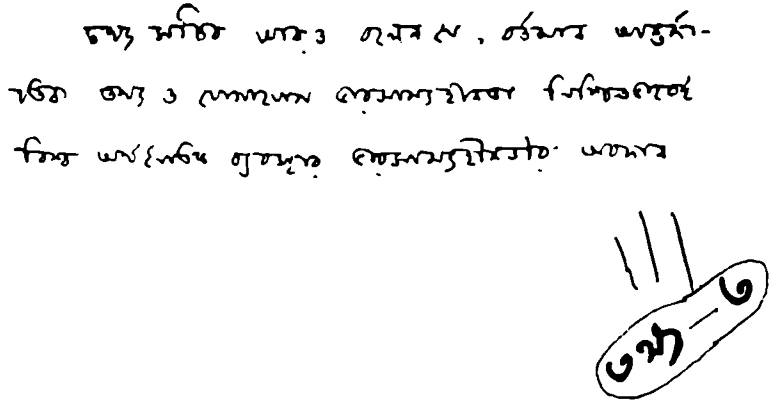

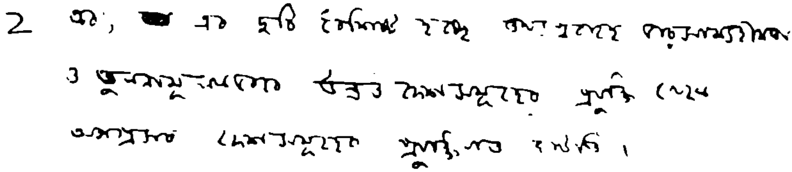

পাণ্ডুলিপির কোনো বাক্যের মধ্যে শব্দ বসাতে হলে তা যতটা সম্ভব লাইনের উপরের ফাঁকা জায়গায় বসানো বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা সম্ভব না হলে মারজিনে লিখে সেটাকে বৃত্তাবদ্ধ করতে হবে এবং যে স্থানে তা বসানো হবে, সেখানে ক্যারেট ∧ চিহ্ন বসিয়ে তার সংগে বৃত্তটিকে সংযোগরেখা দিয়ে যুক্ত করতে হবে। উদাহরণ :

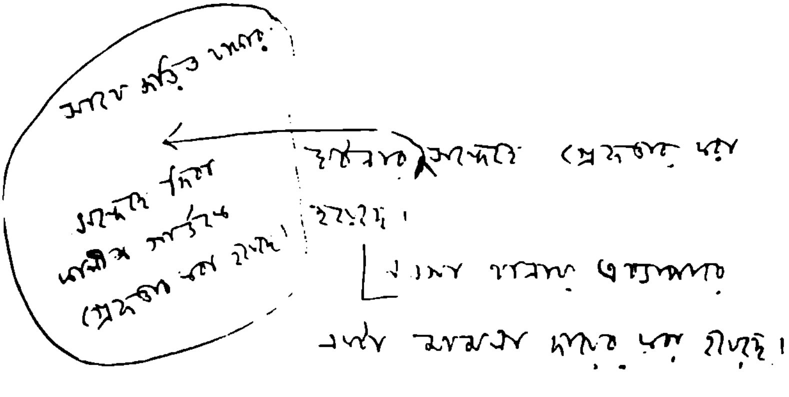

www.pathagar.com

কোনো কোনো ক্ষেত্রে বানান নিয়ে কম্পোজিটরের মনে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে । এটা বিশেষ করে নামের বানানের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে । আবার অনেক সময়ে লেখক কোনো না কোনো কারণে একটা বিশেষ বানান ব্যবহার করতে চান যা সঠিক নয় বা প্রচলিত নয় । সেক্ষেত্রে ঐ বানানটিই যাতে কম্পোজ করা হয় তার নিশ্চয়তাবিধানের জন্য যে চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হয়, তা হল :

ভদ্রলোকের নাম (সোহরাওয়ার্দী)
ভদ্রলোকের নাম (সুরাবর্দী)

মারজিনে 'ফলো কপি' লিখেও ঐ নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে । উল্লেখ্য, ব্যতিক্রমী বানান ব্যবহারের ক্ষেত্রে বা কোনো কারণে ভুল বানান পরিহারের নিশ্চয়তাবিধানের জন্যও এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে ।

সম্পাদনা চিহ্ন ব্যবহারের উদাহরণ
(হাতে লেখা কপি)

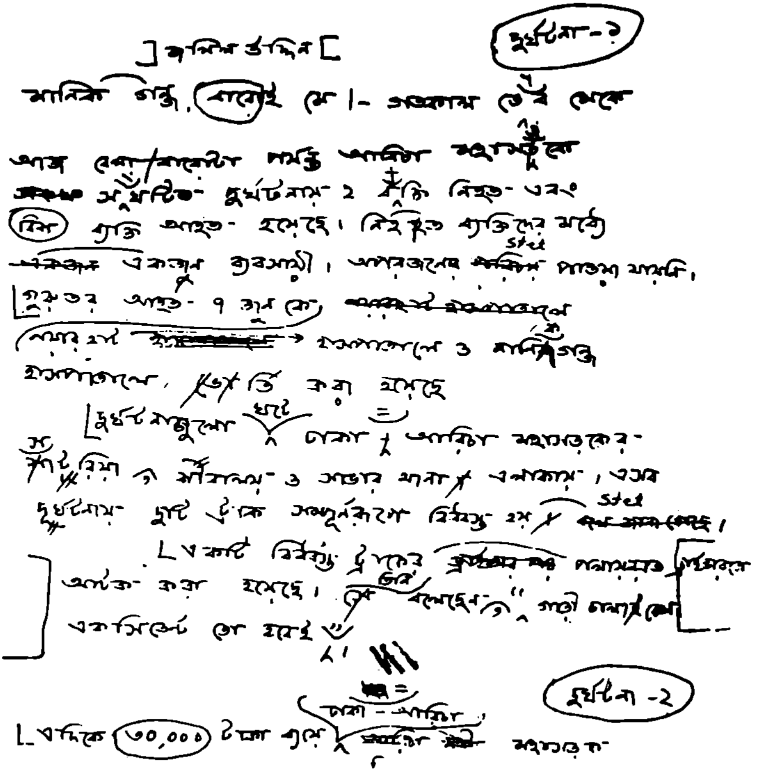

www.pathagar.com

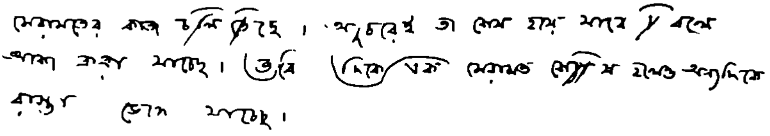

সম্পাদনা চিহ্ন ব্যবহারের উদাহরণ
(টাইপকৃত কপি)

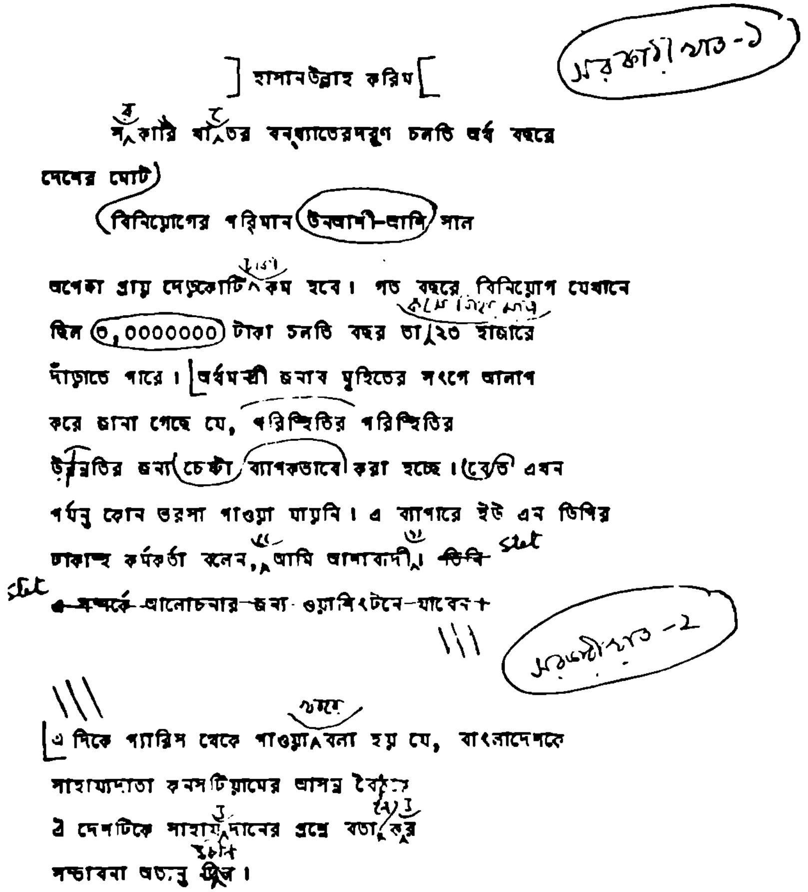

শিরোনামের ইউনিট গণনা

একজন সহ-সম্পাদক টাইপোগ্রাফি-বিশেষজ্ঞ না হয়েও উত্তম শিরোনাম নির্মাণ করতে পারেন । কিন্তু দুটো জিনিস তাকে জানতেই হবেঃ (১) তার নিজের অফিসের

www.pathagar.com

শিরোনামের টাইপের বৈচিত্র্য ও তালিকা এবং (২) শিরোনামের জন্য নির্ধারিত স্থানের নিরিখে অক্ষর-গণনা ।

সংবাদপত্রে শিরোনামের দৈর্ঘ্য কলামের প্রস্থ দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত । যেহেতু কলামের প্রস্থ নির্দিষ্ট এবং তা কোনোমতেই সম্প্রসারণ করা সম্ভব নয়, সেই কারণে শিরোনামের অক্ষরসমূহের দৈর্ঘ্য কলামের মাপের মধ্যে যেভাবেই হোক সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, তা একচুলও বেশি হলে চলবে না । তাছাড়াও কোনো কোনো শিরোনামের ক্ষেত্রে এমন প্যাটার্ন অবলম্বন করা হয় যার সামান্য ব্যতিক্রম ঘটলে ভারসাম্য ও সৌষ্ঠব ক্ষুণ্ণ হতে পারে । এই কারণে কলামের প্রস্থ স্মরণ রেখে শিরোনামের অক্ষর গণনা করা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । এক্ষেত্রে সহ-সম্পাদককে শিরোনামের হরফ গণনা করতে হয় এবং একাধিক শব্দের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গারও পরিমাপ জানতে হয় । শিরোনামে কতগুলো অক্ষর ব্যবহার করা যাবে তা নির্ভর করে কলামের প্রস্থের মাপ ও ব্যবহৃত অক্ষরগুলোর প্রস্থের উপর ।

অক্ষরের প্রস্থ সমান নয় । ইংরেজীতে M ও W এবং বাংলায় 'জ্ঞ' বা 'ঞ্জ' এর প্রস্থ বেশি । (এই কারণে M ও W কে ফ্যাট টাইপ বলে) । তেমনি ইংরেজী ক্যাপিটাল ও স্মল 'I' উভয়েই অত্যন্ত সরু বলে কম জায়গা দখল করে । প্রস্থের এই হেরফেরের জন্য অক্ষরগুলোকে অক্ষর হিসেবে গণ্য না করে ইউনিট বা ক্যারেকটার হিসেবে গণ্য করা হয় । যেমন ঃ ইংরেজীতে ক্যাপিটাল লেটারে M ও W দুই ইউনিট, I অর্ধ ইউনিট এবং অন্য সকল অক্ষর ১১/২ ইউনিট বলে বিবেচিত । তেমনি লোয়ার কেস-এ (স্মল লেটার) m ও w ১১/২ ইউনিট হিসেবে বিবেচিত । একাধিক শব্দের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা এবং স্পেসকে কোনো কোনো সংবাদপত্রে অর্ধ ইউনিট (১/২ ইউনিট) এবং কোনো কোনো পত্রিকায় ১ ইউনিট হিসেবে গণ্য করা হয় । ইউনিটকে বাংলায় মাত্রা বলা যেতে পারে ।

আগেই বলা হয়েছে, বাংলা সংবাদপত্রের শিরোনামের অক্ষর গণনার কোনো বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি এখনো গড়ে তোলা হয়নি । সম্পাদনা-চিহ্নের মতো এই বিষয়টিও এখন পর্যন্ত অবহেলিত রয়েছে ।

বাংলার শিরোনাম-গণনা-কৌশল উদ্ভাবনের প্রশ্নে বেশ কিছু সমস্যাও রয়েছে । এই সমস্যাটি হল যুক্তাক্ষরের প্রাচুর্য । এর ফলে বিভিন্ন অক্ষরের প্রস্থের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে । আর যুক্তাক্ষরের প্রাচুর্য শিরোনামের অক্ষর-গণনার কাজটিকে জটিল করে ফেলেছে ।

কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকার অনুরোধে পরলোকগত রাজশেখর বসুর চেষ্টায় বাংলা ভাষায় লাইনো টাইপ উদ্ভাবন করা সম্ভবপর হয় । উত্তরকালে বাংলা টাইপরাইটারও উদ্ভাবিত হয় এই সংস্কারের ভিত্তিতেই । বাংলা ভাষার মুদ্রণের ক্ষেত্রে এটা একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন । কিন্তু এটা শিরোনামের অক্ষর-গণনার ক্ষেত্রে এক নতুন ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করেছে । প্রচলিত টাইপ ও লাইনো টাইপ মিলিয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক জগাখিচুড়ি ।

www.pathagar.com

আহবায়কের প্রতিবেদন

কামাল লোহানী

সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রসঙ্গে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট দুদিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করে। গত ১৫ ও ১৬ জুন ১৯৮৮ ইনস্টিটিউটের শ্রেণীকক্ষে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে ভাষা-গবেষক ও শিক্ষক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক এবং সাংবাদিক দুদিনব্যাপী আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

১৫ জুন, বুধবার, প্রথম দিনের সেমিনার শুরু হয় সকাল সাড়ে নয়টায় পিআইবি মিলনায়তনে। সভাপতিত্ব করেন জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দেন পিআইবির মহাপরিচালক জনাব আমানউল্লাহ্। মূল প্রবন্ধ 'সংবাদপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার' পাঠ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ আনিসুজ্জামান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন : খোন্দকার আলী আশরাফ, সহকারী সম্পাদক, দৈনিক বাংলা; ডঃ মুস্তাফা নূরউলইসলাম, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক; ডঃ বেগম জাহান আরা, ভাষা বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; অধ্যাপক দানীউল হক, চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; আবুল কাসেম ফজলুল হক, সহযোগি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; আতোয়ার রহমান, শিশু সাহিত্যিক এবং কথাশিল্পী শওকত ওসমান।

১৬ জুন, বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন শুরু হয় সকাল সাড়ে নয়টায়। সভাপতিত্ব করেন কবি আবুল হোসেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেনঃ আবু জাফর শামসুদ্দিন, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক; অধ্যাপক মনসুর মুসা, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ওবায়েদ-উল-হক, চেয়ারম্যান, দৈনিক বাংলা ট্রাস্ট; ডাঃ আহমদ রফিক, প্রাবন্ধিক ও কলামিষ্ট; ফয়েজ আহমদ, বিশিষ্ট সাংবাদিক; ডঃ সন্‌জীদা খাতুন, অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সানাউল্লাহ নূরী, সম্পাদক, দৈনিক জনতা; ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; সন্তোষ গুপ্ত, সহকারী সম্পাদক, দৈনিক সংবাদ; মঈনুল আলম, চট্টগ্রাম ব্যুরো প্রধান, দৈনিক ইত্তেফাক ও সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এ অধিবেশনে

www.pathagar.com

যুক্তাক্ষর (লাইনো ও সনাতন)

বাংলা বর্ণমালায় প্রায় সাড়ে চারশ যুক্তাক্ষর আছে । তবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, সনাতন ও লাইনো উভয়ক্ষেত্রেই যুক্তাক্ষরগুলোকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব । সেগুলো হলো :

(১) যুক্তাক্ষরের উপাদানগুলো সরাসরি একে অপরের উপরে ও নীচে অবস্থিত, যেমন ত্ব, গ্ন, ন্ব ইত্যাদি ।

(২) উপাদানগুলো পাশাপাশি অবস্থিত যেমন ঞ্জ, ড্ড, ঞ্চ, চ্ছ, ন্দ ইত্যাদি । লক্ষণীয় যে, কোনো কোনো যুক্তাক্ষর যেমন ষ্ট, ষ্ঠ, স্ব সনাতন হরফের ক্ষেত্রে সরাসরি উপরে নীচে অবস্থিত হলেও লাইনোতে সেগুলো হাফকেসের মাধ্যমে পাশাপাশি অবস্থিত ।

(৩) উপাদানগুলোর উপর বা নীচের অংশটি ডাইনে বা বায়ে ঈষৎ সম্প্রসারিত হতে পারে, যেমন ন্ধ, ক্ত, ক্র ম্ন ইত্যাদি ।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর মধ্যে প্রথম শ্রেণী অর্থাৎ যে সব যুক্তাক্ষরের উপাদানগুলো সরাসরি উপরে ও নীচে অবস্থিত সেগুলোকে (সনাতন ও লাইনো উভয়ক্ষেত্রেই) ১ ইউনিট এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত যুক্তাক্ষরগুলোকে ১ /২ ইউনিট হিসেবে গণনা করতে হবে ।

একাধিক শব্দের মধ্যবর্তী স্পেসকে ১ ইউনিট বলে গণ্য করতে হবে ।

0 ও ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে ১ ইউনিট বলে বিবেচনা করতে হবে ।

বলাবাহুল্য, প্রত্যেক সহ-সম্পাদককেই তার নিজ অফিসের শিরোনামের টাইপের চরিত্র সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে ।

উদাহরণ (লাইনো)

১ ১/২ ১ /২ ১১১ ১/২ ১১ ১/২ ১ ১/২ ১ ১/২ ১১ ১/২ ১ ১/২ = ১৯
জাতি গঠনে শিক্ষিত মেয়েদের
১ ১/২ ১১ ১/২ ১১১ ১/২ ১১ ১/২ ১ = ১১
ভূমিকা অপরিসীম ।

পরিশেষে এ কথা বলা দরকার যে, বর্তমান নিবন্ধে প্রস্তাবিত বাংলা সম্পাদনা-চিহ্ন ও শিরোনামের ইউনিট-গণনাপদ্ধতি একেবারে নতুন বলে তাতে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে, ভুল ভ্রান্তিও থাকতে পারে । তবে ব্যবহারের আলোকে এসব সীমাবদ্ধতা দূর করা, সংশোধন করা এবং তার উৎকর্ষ বিধান করা অবশ্যই সম্ভব হবে ।

১৯৮৩ সালের ২৮শে জুলাই ও ১৫ই আগস্টে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপরোক্ত সুপারিশসমূহ গ্রহণ করা হয় ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মূল প্রবন্ধ লেখক ডঃ আনিসুজ্জামান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন ।

সেমিনারে আলোচকেরা যেসব মন্তব্য করেন ও পরামর্শ দেন, তার সংক্ষিপ্তসার এরকম :

বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও ব্যাকরণকে না মেনে সংবাদপত্রে নিয়মিত ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে । বানানে দেখা যাচ্ছে ভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা । শব্দপ্রয়োগে দেখা যাচ্ছে অমনোযোগ ও অনৌচিত্য । ব্যাকরণ ও বানানের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নিয়মের অভাব বাংলা ভাষার একটি প্রধান সমস্যা । এ সমস্যাসমাধানে জাতীয় ভাষা নীতি ও পরিকল্পনার প্রয়োজন । সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং বাংলা একাডেমীর মতো সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি প্রেস ইনস্টিটিউটও এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে পারে । এ সমস্যা সমাধান ও সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য সেমিনারে একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করা হয় । সেমিনার লক্ষ্য করে যে, ভাষা ও বানানের ভুল-ভ্রান্তি একটি জাতীয় সমস্যা । সংবাদপত্র ছাড়াও টেক্সট বুক বোর্ডের পুস্তকেও এর আধিক্য লক্ষ্য করা যায় । এর নিরাময়ের জন্য প্রয়োজন সমস্যার উৎসবিন্দুতে পৌঁছানো । এজন্য দরকার সাধারণ ও বিশেষ কর্মসূচীর উদ্ভাবন ও প্রয়োগ ।

সংবাদপত্রসেবীদের সুবিধার্থে প্রেস ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে বানানের একটি স্টাইল বুক প্রণয়ন করা দরকার বলে বক্তারা অভিমত প্রকাশ করেন । প্রতিটি সংবাদপত্রে সপ্তাহান্তে ভাষা ও বানানের পর্যালোচনা বৈঠক চালু করা যেতে পারে ।

বাংলা সংবাদপত্রে মুদ্রিত ভুলগুলো নিরীক্ষায় প্রকাশ করা এবং ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে একটি কলাম চালু করার প্রস্তাবও কয়েকজন বক্তা উত্থাপন করেন । সংবাদপত্র, বেতার ও টিভিতে একই বানান লিখন ও উচ্চারণ রীতি চালু করা উচিত বলেও তাঁরা মনে করেন ।

এ প্রসঙ্গে তাঁরা সংবাদপত্রে ভাষার ব্যবহার, বাক্যবিন্যাসের রীতিনীতি, অনুবাদ ও পরিভাষা সম্পর্কে পিআইবির উদ্যোগে সেমিনার ও নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার কথাও বলেন ।

সংবাদপত্রে নতুন প্রযুক্তি– যেমন কম্পিউটার, ফটোকম্পোজ, লাইনোটাইপ ইত্যাদির প্রবর্তন– শিল্পের প্রসার ও বিকাশে যেমন সহায়তা করেছে, তেমনি নতুন ধরনের সমস্যারও সৃষ্টি করেছে । এর মধ্যে একটি হলো মুদ্রাক্ষরজনিত অর্থাৎ বাঞ্ছিত হরফের অভাব । প্রযুক্তিগত এ সমস্যার ফলে অশুদ্ধ ও অসিদ্ধভাবে বেশ কিছু বানান লেখা হচ্ছে যা ব্যাপকভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে শুরু করেছে । নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে, বিশেষ করে, কম্পিউটার প্রোগ্রামের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন বলে কেউ কেউ উল্লেখ করেন । তাঁরা বলেন, সংবাদপত্রের ভাষা বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে আলাদা কোর্স চালু করা উচিত ।

ভাষাকে সমৃদ্ধ ও গতিশীল করার জন্য নিত্য নতুন শব্দের ব্যবহার উৎসাহিত করা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বানানের তালিকা প্রকাশ করা উচিত । প্রয়োজনে শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগ ও বানানের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে ।

৪। ডঃ আনিসুজ্জামানের প্রবন্ধ, আলোচকদের বক্তব্য ও সেমিনারের সুপারিশমালা একটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা যেতে পারে ।

সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ

৫। ক) সাংবাদিকদের জন্য অনুবাদ ও ভাষার ব্যবহার, বাক্যবিন্যাসের রীতি, বানান ও পরিভাষা সম্পর্কে পিআইবির উদ্যোগে সেমিনার ও নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।
খ) এ ব্যাপারে পিআইবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগ ও দেশের সব কয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ, গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, বাংলা একাডেমী ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সহায়তা নিতে পারে ।

গ) সাংবাদিকদের অনুবাদ কর্মে দক্ষতার সার্টিফিকেট প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে । এ ব্যাপারে সম্পাদকদের সংগেও পিআইবি আলোচনায় বসতে পারে ।

ঘ) সংবাদপত্রের ভাষা বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগে উপযুক্ত কোর্স চালু করা যেতে পারে এবং পিআইবির পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র লেখা যেতে পারে ।

জাতীয় ভাষানীতি

৬। পিআইবির পক্ষ থেকে ভাষা ও বানান সমস্যার সমাধানে জাতীয় ভাষানীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য সেমিনার করা যেতে পারে ।

৭। শুদ্ধ যথোচিত ভাষা ও বানান ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য পিআইবির পক্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বুক বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুরোধ করা যেতে পারে ।

৮। ভাষা ও বানানের ব্যবহারে অধিকতর মনোযোগী হওয়ার জন্য পত্রিকার সম্পাদকদের অনুরোধ করা যেতে পারে । তাঁরা সপ্তাহে একবার নিজেদের পত্রিকার ভাষা পর্যালোচনার ব্যবস্থা করতে পারেন । মনে রাখা দরকার যে, ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য আঞ্চলিক শব্দসম্ভার ব্যবহার করা যেতে পারে ।

সেমিনার অনুষ্ঠান

৯। ক) সেমিনারের সুপারিশমালার ভিত্তিতে একটি ফলো-আপ সেমিনারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে । এতে সংবাদপত্রের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পিআইবি বিশেষ উদ্যোগ নিতে পারে ।
খ) সংবাদপত্রে ইংরেজী ভাষা ব্যবহারের ব্যাপারেও সেমিনার ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে ।
স্টাইল বুক

www.pathagar.com

যাইহোক বর্তমান জটিলতা সত্ত্বেও বাংলা সংবাদপত্রের শিরোনামের ইউনিট-গণনার একটা পন্থা উদ্ভাবন করা হয়েছে । এখানে আমরা সেগুলো বিবৃত এবং প্রচলনের সুপারিশ করছি ।

স্বরবর্ণ (সনাতন ও লাইনো)

অ, ঋ, ঔ, ঐ, ১১/২ ইউনিট
আ----২ ইউনিট
অন্য সব অক্ষর ১ ইউনিট

স্বরচিহ্ন (সনাতন)

া ে ি ী- ১/২ ইউনিট
(আকার, একার, ইকার ও ঈকার)
সেই হিসেবে ওকার ও ঔকার ে-া-ও - ে- ৗ- ১ ইউনিট
(হরফের যে কোন পাশে বসানো স্বরচিহ্ন ১/২ ইউনিট । তাই দু'দিকে বসানো স্বরচিহ্ন একযোগে ১ ইউনিট ।)

স্বরচিহ্ন (লাইনো)

া ে ি ী ৃ ু ূ ১/২ ইউনিট
ে - া - ও ে - ৗ ১ ইউনিট

ব্যঞ্জনবর্ণ (লাইনো) ও ব্যঞ্জনচিহ্ন

্য র্ ্ ঁ ১/২ ইউনিট (য-ফলা, রেফ, হসন্ত ও চন্দ্রবিন্দু ১/২ ইউনিট, তবে রেফ ও চন্দ্রবিন্দু কোনো অক্ষর বা কোনো স্বরচিহ্নের সংগে থাকলে সেগুলো আলাদা করে গুণতে হবে না ।)

ব্যঞ্জনচিহ্ন (সনাতন)

্য (য-ফলা) ১/২ ইউনিট

ব্যঞ্জনবর্ণ

ঞ, ক, ঝ, ফ, ক্ষ, ১১/২ ইউনিট
ং ঃ ১/২ ইউনিট
অন্যসব অক্ষর ১ ইউনিট

www.pathagar.com